ভুল সংশোধন

মুজাহিদে আযম বাহ্‌রুল উলূম পীরে কামেলে-মোকাম্মেল
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর সাহেব হুজুর (রহ.)

প্রিন্সিপ্যাল, আল-জামেয়া লালবাগ, ঢাকা

আল-আশরাফ প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

খানকাহ্‌ শরীফ ঃ গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা ফরিদপুর।

মুকাদ্দামা

প্রায় ১৮ বৎসর পর্যন্ত হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব জামাতে ইসলামীকে নৈতিকভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার পরে যখন মওদুদী সাহেবের 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা হুজুরের হস্তগত হয় তখন উহা পড়িয়া দেখিয়া হুজুর অবাক হইয়া যান—অত্র বই খ্রীস্টান পাদ্রীদের, ইসলাম বিরোধীদের মূল গ্রন্থসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ, আশারায়ে মোবাশ্‌শারা যে দশজন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রতি দুনিয়াতে থাকাকালীন হুজুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাক বেহেশতের সুসংবাদ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি পড়িয়া ঐ সমস্ত কথা মিথ্যা, তাহা কোরান-হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করিয়া ১৯৬৭ সালে প্রফেসার গোলাম আযম, মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা ইউছুফ প্রমুখ জামাতি নেতাদের লালবাগে একত্র করিয়া হযরত মাওলানা বিশেষ অনুরোধ করেন যে, আপনারা মওদুদী সাহেবের দ্বারা এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া যাহা মারাত্মক ভুল, ঈমান বিধ্বংসী, উহা সংশোধন করাইয়া নিন; অন্যথায় আমি জাতির দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য পুস্তকাকারে এই সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ঐ ভুলগুলি মওদুদী সাহেব আর সংশোধন করেন নাই বরং ছলে-বলে-কৌশলে উহা প্রচার করিয়াই যাইতেছেন। পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী ও অঙ্গ দল ইসলামী ছাত্র সংঘ এবং আল-বদর, আল-শামছ্‌ নামে ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালাইয়াছেন। বাংলাদেশ হইবার পরে অঙ্গ দল মসজিদ মিশন, ইসলামী ছাত্র শিবির কিছুদিন পরে আবার জামাতে ইসলামী নামেই সম্মিলিতভাবে সমাজে ইসলামী আন্দোলনের নামে ঐ ভুল প্রচার করিয়া যাইতেছেন। তখন মাওলান শামছুল হক সাহেবের পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি সমস্ত দলিল-প্রমাণসহ একটি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন ও তাহা দেশের বহু হাক্কানী ওলামায়ে কেরাম দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইলেন। আমরা হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের 'ভুল সংশোধন' পুস্তকটির নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুছলমানদের ঈমানের হেফাজতের জন্য বহুল প্রচারের মহান নিয়তে এক আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করিয়া অগ্রসর হইতেছি। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায়, আল্লাহ্‌র তরফের গায়েবী মদদই আমাদের সম্বল।

দোয়াপ্রার্থী খাদেমীন
রূহুল আমিন, ওবায়দুল হক
৪, ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর খলীফা হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক মোহ্‌তামেম হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব (রহঃ)-এর অভিমত

আলহামদু লিল্লাহ। মওদুদী সাহেবের প্রতিবাদে হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব 'ভুল সংশোধন' নামক যেই রেছালাখানি লিখিয়াছেন উহা অতিশয় নির্ভরযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়। আমি আশা করি পাঠকবৃন্দ উহা অধ্যয়ন করিয়া হেদায়েত পাইবেন এবং পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী হইতে বাঁচিতে পারিবেন।

আহকার আব্দুল ওহাব উফিয়া আনহু
খাদেম-হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
১১/১২/৬৮ ইং

ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের অভিমত

হামদ ও না'তের পর আরয—আমার নিকট হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের লিখিত 'ভুল সংশোধন' নামক পুস্তকের লিখিত কপি নিয়া মোঃ ফজলুর রহমান সাহেব আসিয়াছেন। উহার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনিলাম। এই পুস্তক জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদুদীর ওছুলী ভুলের প্রতিবাদে লিখিত। ইহা সুনিশ্চিত যে, মাওলানা শামছুল হক সাহেব যেরূপ সূক্ষ্ম তাহকীকের সহিত নির্ভরযোগ্য কেতাবের হাওয়ালা দিয়া আমীরে জামায়াতে ইসলামীর ভুলসমূহ দেখাইয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব এবং তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র। আল্লাহ্‌ পাক তাঁহাকে অফুরন্ত জাযা দান করুন। এখন মুসলমানগণের উচিত যদি জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওদুদী সাহেব প্রকাশ্যরূপে ঐ ভুলসমূহ হইতে তওবা না করেন তাহা হইলে ঐ জামায়াতের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক বর্জন করিতে হইবে। আল্লাহ্‌র অসংখ্য শোকর যে, মাওলানা শামছুল হক সাহেবের আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতকে জামায়াতে ইসলামীর পথভ্রষ্টতার বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

মোঃ ওবায়দুল হক উফিয়া আনহু
খাদেম, মাদ্রাসায়ে আলীয়া, ফেনী
১৩ নভেম্বর, ১৯৬৮ ইং

মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ
হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব (রহঃ)-এর অভিমত

আলহামদু লিল্লাহ। আমি মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরীর লিখিত 'ভুল সংশোধন' নামক পুস্তকখানার বিভিন্ন স্থানের আলোচনা ও বিষয়বস্তুর সারমর্ম দেখিয়াছি। উহা মওদুদী সাহেবের ওছুলী ভুলের প্রতিবাদে নেহায়েত ছহীহ দলীলের উদ্ধৃতিসহ লেখা হইয়াছে। দোয়া করি আল্লাহ্ পাক এই পুস্তিকাখানি কবুল করেন এবং আপন বান্দাগণকে উহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন।

ইহা ধ্রুব সত্য কথা যে, মাওলানা মওদুদী সাহেব একজন 'আজাদ খেয়ালের' মানুষ। তাহার প্রাণে না ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণের আজমত ও বুযর্গী আছে, না ওলামায়ে মোজতাহেদীন ও মোহাদ্দেছীন মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা কদর ও ইজ্জত আছে।

এই প্রকার ব্যক্তিদের ছোহবতে এবং এদের জামায়াতে শরীক হওয়া জীবন ধ্বংসকারী বিষ তুল্য। হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বাক্য 'বেদয়াতীর সংসর্গ কাফেরের সংসর্গের চেয়ে অতিশয় জঘন্য ও ক্ষতিকারক।'

আসল কথা এই যে, মওদুদী সাহেব এবং তাহার ন্যায় অন্যান্য আজাদ খেয়ালের লোক যাহারা তাহারা কোন মোহাক্কেক দ্বীনদার মোত্তাকী, মোহাদ্দেছ ও ফকীহ বা ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের নিকট হইতে এল্‌ম হাছেল করেন নাই বরং তাহাদের মত মতবাদী লোকের নিকট হইতেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই জন্য দ্বীন এবং শরীয়তের হাকীকত বা আসল বস্তু সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ।

আহকার ফয়জুল্লাহ উফিয়া আন্‌হু
২০ শাবান, ১৩৮৮ হিঃ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মোমেনশাহী বড় মসজিদের ইমাম
হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান ছাহেবের অভিমত

আলহামদু লিল্লাহ। আমার দোস্ত মাওলানা শামছুল হক সাহেব মওদুদী সাহেবের প্রতিবাদে 'ভুল সংশোধন' নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন উহা আমি পাঠ করাইয়া শুনিয়াছি এবং অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। মাওলানার সমর্থনে যে ক্ষতি হইয়াছিল ইনশাআল্লাহ এই পুস্তকের দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ হইবে। আমি আশা করি এই পুস্তক অতি সত্বর ছাপাইয়া জাতিকে সতর্ক করা হোক এবং বাতেল ফের্কার অপকারিতা হইতে নিজ দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা হোক।

আহকার ফয়জুর রহমান
২৮ শাবান, ১৩৮৮ হিঃ

সিলেট বন্দর বাজার জামে মসজিদের ইমাম
হযরত মাওলানা মোঃ ইবরাহীম আলী ছাহেবের অভিমত

হামদ ও নাতের পর—হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব অতিশয় দুর্বলতা ও অসুস্থতার মধ্যে থাকিয়াও মাওলানা মওদুদী সাহেবের কোরআন হাদীছের জ্ঞান সম্পর্কে দূরদৃষ্টির অভাব এবং সুষ্ঠু চিন্তার ভারসাম্যের অভাবে যে কুফল চিহ্নিত করিয়াছেন, উহা প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং মওদুদী সাহেবের দলের সকল লোকগণ ন্যায় অবলম্বনের এবং অন্যায় বর্জনের পরিচয় দিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি।

হাকির মোঃ ইবরাহীম আলী
১৬/১১/৬৮ ইং

সিলেট এদারায়ে কওমিয়ার ছদর শায়খে কৌড়িয়া হযরত মাওলানা আব্দুল করীম ছাহেবের অভিমত

হামদ ও নাতের পর অত্র পুস্তকের প্রণেতা হযরত আল্লামা শামছুল হক ছাহেব বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাতেল আক্বীদার অনুসারী আবুল আ'লা মওদুদী সাহেবের ঘৃণিত জঘন্য আক্বীদার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের হক তিনি আদায় করিয়াছেন। আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত হযরত আল্লামা শামছুল হক ছাহেবের যতই প্রশংসা করুন না কেন তাঁহার শোকর আদায় হইবে না। এই পুস্তক হযরত আল্লামা শামছুল হক ছাহেবের খাঁটিত্বের ও এখলাছের জ্বলন্ত প্রতীক। ইহাকে তাঁহার পরকালের নাজাতের জরিয়া বা ওছিলা হিসাবে আল্লাহ্ পাক কবুল করিবেন বলিয়াই আমরা আশা রাখি। আমরা দোয়া করি, এই কেতাবখানা আল্লাহ্ কবুল করেন এবং ওলামায়ে কেরাম ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে থাকেন।

আহকারুল আফকার আব্দুল করীম
১৬/১১/৬৮ ইং

খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের প্রবীণ মোবাল্লেগ মোজাহেদে আযমের খাছ খাদেম হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেবের অভিমত

আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ, পীরে কামেলে-মোকাম্মাল মোজাহেদে আযম আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছদর ছাহেব হুযূরের নিকট সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ প্রায় তিনটি যুগ আমি কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আল্লাহ্ পাকের লাখো-কোটি শোকর—এত দীর্ঘ সময়ের নেক ছোহবতে আমার জেন্দেগীকে বন্দেগীরূপে ফলপ্রসূ করার সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর অবর্তমানে আমি এখন মুরব্বীহীন হওয়া সত্ত্বেও হক কথা প্রকাশে অটল, হুযূরের নির্দেশমত উম্মতের নিকট সত্য প্রকাশে বদ্ধপরিকর।

১৯৬৯ সনে আমার মোরশেদ মোজাহেদে আযম (রহঃ)-এর ইনতেকালের পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৬৭ সনে মওদুদীয়াত বিরোধী সার্বজনীন কিতাব 'ভুল সংশোধন' লেখার কাজ সম্পন্ন করে মূল পাণ্ডুলিপিসমূহ প্রকাশার্থে আমার হাতে তুলে দেন এবং তাঁর নির্বাচিত দেশবরেণ্য হক্কানী ওলামায়ে কেরামের মত সংগ্রহ করার জন্য আমাকে তাঁদের নিকট পাঠান। সে মতে আমি সারাদেশ ঘুরে বিখ্যাত আলেমগণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করে হুযূরের কাছে পৌঁছাই। অতঃপর ইহার প্রথম মুদ্রণ কার্য আমি অধমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে দ্বীন ইসলাম পিপাসু সুধী পাঠকের খেদমতে পেশ করি।

জীবন সায়াহ্নে স্বজাতির কাছে আমার দেলী তামান্না, হক পিপাসু মুসলিম উম্মত যেন আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত বিরোধী মওদুদী সাহেবের আক্বীদা বিধ্বংসী ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাপূর্ণ লিখিত বই-পুস্তক পড়া এবং তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর খপ্পর থেকে সদা-সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকেন।

ফজলুর রহমান
৪/১০/৯০ ইং

সূচীপত্র

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين و على اله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين ۔

ঈমানের প্রকারভেদ

ঈমান দুই প্রকার ঃ ঈমানে তাহক্বিক্বী ও ঈমানে তাক্বলিদী। দুই প্রকার ঈমানই আল্লাহ্‌র নিকট মক্ববুল (গ্রহণযোগ্য)। ঈমানে তাক্বলিদী নিরাপদ কিন্তু নিম্নস্তরের; ঈমানে তাহক্বিক্বী উচ্চস্তরের, কিন্তু বিপজ্জনক।

আমাদের প্রিয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন—

ستفترق امتي ثلاثا وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة ۔ (ترمذی ج ٢ ص ١٠٤ ابن ماجة ج ٢ ص ٢٩٦)

অর্থাৎ, অতি শীঘ্র আমার উম্মত ৭৩ (তেহাত্তর) ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে; তন্মধ্যে একটি জমায়েত হইবে নাজী অর্থাৎ বিনা শাস্তিতে বেহেশতী। আর ৭২ (বাহাত্তর) ফেরকা হইবে নারী অর্থাৎ দোযখী।

অনুকরণ ও অন্বেষণ

অনুকরণ দুই প্রকার ঃ সত্য অনুকরণ ও অন্ধ অনুকরণ। সত্য অনুকরণ বলে যিনি সত্যকে বুঝিয়াছেন তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ ও মতকে যাচাই-বাছাই করিয়া উহার অনুসরণ করিয়া সত্য পথে চলাকে, ইহার দ্বারা মুক্তি ও নাজাত হাছেল হইবে এবং ইহাই প্রথম স্তরের উত্তম অনুকরণ। আর অন্ধ অনুকরণ বলে না বুঝিয়া অনুকরণ করাকে। অন্ধ অনুকরণ আবার দুই প্রকার ঃ সত্যকে না বুঝিয়া অনুকরণ করাকেও অন্ধ অনুকরণ বলে, এটা জায়েয এবং ইহার দ্বারাও নাজাত হাছেল হইবে। দ্বিতীয় প্রকার অন্ধ অনুকরণ না বুঝিয়া বাতেল ও মিথ্যার অনুকরণ করা, এটাই অন্ধ অনুকরণ। ইহা জায়েয নহে, ইহা

হারাম। ইহার দ্বারা নাজাত হাছেল হইবে না বরং ইহার কারণে অবশ্যই দোযখে যাইতে হইবে।

অন্বেষণ দুই প্রকার ঃ এক অন্বেষণে যদি সত্য পথ ধরিয়া চলে তবে অন্বেষণকারী সত্যে পৌঁছে যায়, মনজেলে মকছুদ পেয়ে যায়; দ্বিতীয় অন্বেষণকারী পথে মারা যায়। সত্য অন্বেষণকারীর পথে মারা যাইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না।

ধর্মই প্রকৃত সত্যের মাপকাঠি

তিনটি বিষয় মানুষের সামনে ঃ (১) ধর্ম, (২) বিজ্ঞান এবং (৩) ইতিহাস। শেষোক্ত দুইটি মানব মস্তিষ্ক-প্রসূত জ্ঞান, কাজেই ভুল-প্রমাদ সম্বলিত। প্রকৃত সত্য ধর্ম—আল্লাহ্‌র জ্ঞান। আল্লাহ্‌র জ্ঞান নির্ভুল। কাজেই চোখ বুজিয়া আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া গেলে মানুষের পথভ্রান্ত হওয়ার বা পথে মারা যাওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। মানুষ এমনই সর্বনাশা জীব যে, সে তাহার কল্পনার দ্বারা এমন পবিত্র জিনিসেও অসংখ্য অগণ্য আঘাত হানাতে ত্রুটি করে নাই।

মানুষের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য আল্লাহ্‌র মিলন লাভ; আল্লাহ্‌র মিলন অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ; নেক, পুণ্য, ছওয়াব আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভেরই নাম এবং পাপ, বদী, গুনাহ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিরই নাম। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (পুণ্য বা ছওয়াব) বড়ও হয় ছোটও হয়। কিন্তু যে ছোট পুণ্যকে, আল্লাহ্‌র ছোট সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে সে অতি শীঘ্র বড় পুণ্য আল্লাহ্‌র বড় সন্তুষ্টি হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়ে। পাপ (আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি) বড়ও হয় ছোটও হয়।

পাপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। ঘরের চালে যদি অন্যান্য বড় অগ্নিখণ্ডগুলিকে নিভাইয়া ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গকে রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা যেমন অল্পক্ষণে বিরাট অগ্নিশিখায় পরিণত হইয়া ঘরকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয় তদ্রূপ বড় বড় পাপ বাদ দিয়া কেহ যদি ছোট পাপ করিতে থাকে তবে এই ছোট পাপও ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাহাকে বিপথে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।

গোড়ার কথা

সে আজ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বের কথা। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে কা'বা শরীফের ঘর তৈয়ার করিয়া দিলেন। কা'বা শরীফের ঘর হইয়াছে আদি হইতে বিশ্ব স্রষ্টা মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বিশ্বমানবের জন্য বিশ্ব প্রভুর মিলন লাভের সাধনার জন্য স্বয়ং প্রভু

নির্ধারিত মূল কেন্দ্রীয় ঘর। এই কেন্দ্রীয় ঘর যখন ছিল না, তখন স্থানটি ছিল ঘাস-পানি লোকজনবিহীন ধু-ধু বালুকাময় মরুভূমি। তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম দুগ্ধপোষ্য শিশু তনয় ইসমাঈলকে এবং তাঁহার মাতাকে এই বলিয়া রাখিয়া আসিলেন—

رب انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم - (القران -)

অর্থ ঃ হে প্রভু! ঘাস-পানিবিহীন মরুভূমিতে আমার কলিজার টুকরা চোখের পুতুলীকে তোমার মঞ্জুরী ও সম্মানদানকৃত ঘরের কাছে রাখিয়া গেলাম।

এইভাবে এক মশক পানি ও এক থলি খেজুর দিয়া তিনি সুদূর শাম দেশে প্রায় তিন শত মাইল দূরে চলিয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন—প্রথমতঃ নমরুদের আগুনের কঠোর পরীক্ষা, দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধপোষ্য কলিজার টুকরা ছেলে এবং স্ত্রীকে মরুভূমিতে নির্বাসনের পরীক্ষা, তৃতীয়তঃ প্রাণাধিক পুত্রকে নিজ হাতে কোরবানীর পরীক্ষা, চতুর্থতঃ আল্লাহ্‌র ঘর পুনঃ নির্মাণের গুরুদায়িত্বের পরীক্ষা। এইভাবে বিভিন্ন কঠোর পরীক্ষায় ফেলিয়া সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করাইয়া আপন খাছ মাহবুব বানাইয়া নেন।

ইহার পর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম খোদার ঘর কা'বা শরীফকে সমস্ত পৃথিবীর জন্য মূল সত্য খোদায়ী ধর্মের মূল কেন্দ্র করিয়া বড় ছেলে হযরত ইসমাঈল আলাইহিচ্ছালামের উপর ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশ্য সমস্ত আফ্রিকা এবং ইউরোপে ইসলাম প্রচারের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসকে মূল কেন্দ্রেরই শাখা কেন্দ্ররূপে স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় ছেলে হযরত ইসহাক আলাইহিচ্ছালামের উপর সেই শাখাকেন্দ্রের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়ের দ্বারা প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া ইসলামের বুনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলেন। পবিত্র মক্কার এই মহাকেন্দ্রের পরিচালক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের বংশেই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সরওয়ারে কায়েনাত মাহবুবে দো-জাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। এই সমস্ত কথা এবং আমাদের প্রিয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ধর্মের জন্য কোথায় কিভাবে হিজরত করিবেন এবং কিভাবে তথা হইতে দশ হাজার পবিত্রাত্মা-মহাত্মা আছহাব সমভিব্যাহারে মক্কা জয় করিবেন, এই সমস্ত কথা অতি

স্পষ্টভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত আছমানী কিতাবে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, এমনকি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আছহাবগণ সর্বগুণে গুণান্বিত কত সুমহান চরিত্রের অধিকারী পবিত্রাত্মা-মহাত্মা হইবেন তাহাও বিস্তারিতভাবে সূত্র পরম্পরা ধারাবাহিকতার সহিত পূর্ববর্তী সমস্ত আছমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে শত্রুদের ইসলামের উপর বিন্দু পরিমাণও দাঁত বসাইবার সুযোগ না থাকে।

অতঃপর আমাদের হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা সাথীদের দ্বারা চিরকালের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ দান করেন এবং কালামে পাকে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিয়া বলেন—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى
ورضيت لكم الاسلام دينا ـ (القران ـ)

অর্থ ঃ অদ্যকার দিনে (দশম হিজরী জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্জে) আমি পূর্ণ করিয়া দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (আল্লাহ্র প্রেরিত জীবন বিধানকে) এবং তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহের দানকে শেষ সীমা পর্যন্ত সমাপ্ত করিয়া দিলাম আর ইসলামকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেরিত জীবন-বিধান আল্লাহ্র অনুগ্রহের শেষ সীমার সমাপ্তি রূপায়িত হইয়াছে যে ইসলামের মধ্যে সেই ইসলামকে) তোমাদের ধর্মরূপে, জীবন বিধানরূপে এবং তোমাদের চরম মুক্তি, চরম শান্তি, চরম সাফল্য এবং চরম উন্নতির পন্থারূপে মনোনীত ও নির্ধারিত করিলাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দুশমনদের সমস্ত চক্রান্তের সমস্ত আশাকে নিরাশ করিয়া ঘোষণা দিলেন—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ـ (القران ـ)

অর্থ ঃ আমিই এই স্মারকলিপিকে * অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার হেফাজতের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র যতই সুদূরপ্রসারী হউক না কেন আল্লাহ্র হেফাজতের মোকাবেলায় সকল চক্রান্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। ইসলামের সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের কপাল পোড়ানো ছাড়া অন্য কিছুই লাভ করিবার নাই।

ধর্মের ভিত্তি

ইসলাম ধর্ম-সৌধের ভিত্তি (বুনিয়াদ) কাঁচা ইটের উপর নয়, তিনখানা স্বচ্ছ নির্মল পবিত্র জীবনীশক্তিসম্পন্ন অভংগুর প্রস্তরের উপর। কত শত্রুরা কতবার এ অভংগুর প্রস্তরের (বা পর্বতের) উপর আঘাত হানিয়াছে, কোদাল মারিয়াছে কিন্তু কখনও কোদাল বসাইতে পারে নাই বরং কোদাল ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রস্তরখানি আল্লাহ্র বাণী আল-কোরআন, দ্বিতীয় প্রস্তরখানি রছূলের বাণী আল-হাদীছ, তৃতীয় প্রস্তরখানি রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কর্তৃক আল্লাহ্র দরবার হইতে আনীত আদর্শের (ছুন্নতের) ভিত্তিতে নিজ পবিত্র হাতে আপন ছাহাবাগণের যে জামায়াত গঠন করিয়া গিয়াছেন সেই জামায়াতের আমলী জেন্দেগী (এজমায়ে উম্মত) এবং ইহাই আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের ভিত্তি।

শত্রুরা আল-কোরআনের লফ্জের (শব্দের) উপর আক্রমণ করিতে, লফ্জের পরিবর্তন করিতে কোনদিনই সক্ষম হয় নাই। অবশ্য মানের (অর্থের) ভিতর গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে কিন্তু অবশেষে তাদেরই ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। তবু শত্রুরা দ্বিতীয় প্রস্তরখানির (হাদীছ) ও মূল জিনিসের মূল বাহক যাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মনগড়া প্রোপাগাণ্ডা করিতে মোটেই ত্রুটি করে নাই। যেমন করিয়া আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করিয়া খোদাদ্রোহী কাফের এবং মোশরেকেরা তাঁহাদিগকে কাহেন (গণক), শায়ের (কবি) এবং মজনুন (উন্মাদ) প্রভৃতি অলীক উদ্ভট মিথ্যা গালি দিয়া নিজেদের জাহান্নামের পথকে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, তদ্রূপভাবে আমাদের হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইহধাম ত্যাগের পরে তাঁহার পরশ পাথরতুল্য সাহচর্যের অধিকারী সত্য এবং ন্যায় ধর্মের জ্বলন্ত প্রতীক ছাহাবাগণের বিরুদ্ধেও ইহুদী-খ্রীস্টান এবং ছদ্মবেশী মুসলমান নামধারী ধোঁকাবাজ মোনাফেক আব্দুল্লাহ্ বিন ছাবার গোষ্ঠীরাও নানা প্রকার মিথ্যা জাল প্রোপাগাণ্ডা করিয়া তাঁহাদের বদনাম রটাইতে অপচেষ্টা করিয়াছে। এমনকি অনেক ঈমান এবং জ্ঞানের অপরিপক্ক অর্বাচীনদেরে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিতেও সক্ষম হইয়াছে, যার ফলে বর্তমান জামানায়ও অনেকে না জানার,

টীকা ঃ যেহেতু কোরআন হাদীছ মানুষকে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহার পরকালের হিসাব ও বিচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় আর তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়, এই জন্যই কোরআন হাদীছকে স্মারকলিপি বলা হইয়াছে।

না বুঝার কারণে তাহাদের এই মিথ্যা জালিয়াতের খপ্পরে পড়িয়া যাইতেছে। আমরা সকল ভাইকে সতর্ক করিয়া দিতেছি কোন খাঁটি ঈমানদার খাঁটি সত্য ধর্মের অন্বেষণকারী যেন তাহাদের খপ্পরে না পড়েন। অর্থাৎ কেহই যেন ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দোষচর্চা বরদাশ্‌ত না করেন।

মধুর নামে বিষ

জনৈক ভদ্রলোক পরোপকার এবং লোকসেবার নামে সকলের বাড়িতে সকলে যাহাতে অতি সহজে সুমিষ্ট ফল খাইতে পারে সেই জন্য সকলকে বলিলেন যে, আমি তোমাদের বাড়িতে সুমিষ্ট লেংড়া আমের বীজ লাগাইয়া গেলাম। আসলে ঐ ফলটি ছিল তিক্ত বিষাক্ত বিষ বৃক্ষের বিষফল, লেংড়া আম নয়। কিন্তু আমার মত স্থূলদর্শী অজ্ঞ যারা তারা মনে করল যে, খুব ভাল হইল, আমরা সহজে সুমিষ্ট লেংড়া আমের ফল খাইতে পারিব। ঐ ভদ্রলোক দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন—

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے ، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو- (دستور جماعت اسلامی صـ٤ ـ)

উচ্চারণ ঃ রাছূলে খোদা কে ছেওয়া কেছি এনছান কো মেইয়ারে হক্ব না বানায়ে কেছিকো তানক্বীদ ছে বালাতর না ছমঝে কেছি কি জেহনী গোলামী মে মোবতলা না হো। —দছতূরে জামায়াতে ইসলামী, চতুর্থ পৃষ্ঠা

(১) আল্লাহ্‌র রছূল ব্যতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাহাকেও মানা যাইবে না।

(২) রছূলে খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাইবে না।

(৩) রছূলে খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও জেহেনী গোলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ-অনুসরণ করা যাইবে না।

কথা কয়টি কত সুন্দর! আমরা মনে করিলাম শেরেক বেদআ'তের সব অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তৌহীদের আলোকে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ বুঝিলেন মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা-প্রশাখা ফুল-পাতা ছাড়িল তখন আমরা যাহারা স্থূলদর্শী ছিলাম তাহারাও বুঝিলাম, ইহা

তো লেংড়া আম নয়, ইহা তিক্ত বিষাক্ত বিষ বৃক্ষের বিষ ফল। বিষ বৃক্ষও সাধারণ বিষ বৃক্ষ নয়, যাহাতে মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে বরং ইহা এমন বিষ বৃক্ষ যাহাতে মানুষের রূহানী জেন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে।

সেই বিষ বৃক্ষ কি? সেই বিষ বৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পণে ছাহাবায়ে কেরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠাইয়া দেওয়া। আর ছাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমানহারা হইয়া চির জাহান্নামী হওয়া। এই জন্যই এই বিষ বৃক্ষকে মূল ঈমান ধ্বংসকারী বলা হইয়াছে। এই জন্যই সমস্ত আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন, আয়েম্মায়ে মোহাদ্দেছীন ও সমস্ত আয়েম্মায়ে বোজর্গানে দ্বীনের তরফ হইতে এই বিষয় আক্বীদা-ঈমানের বিশেষ অঙ্গরূপে লেখা রহিয়াছে—

لانذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير - (شرح فقه اكبر صـ٨٥)

অর্থ ঃ হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিন্দুমাত্র ছোহবতও যাহারা লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাহারও (নিম্নতম একজনেরও) গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচর্চা আমরা করিব না। ইহা আমাদের ঈমান ও ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

সমস্ত আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদার কিতাব সর্বমান্য শরহে আক্বীদাতুত্ তাহাবির (شرح عقيدة الطحاوى) ৩৯৬ পৃষ্ঠায় এজমায়ী আক্বীদা হিসাবে উল্লেখ রহিয়াছে—

و لانذكرهم الا بخير وحبهم دين و ايمان واحسان -

আমাদের উপর ওয়াজেব আমরা কোন একজন ছাহাবারও গুণচর্চা ব্যতীত দোষচর্চা না করি, কারণ ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং মহব্বত রাখা আমাদের ধর্মের ও ঈমানের প্রধান অঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রধান জরিয়া (অবলম্বন)। আক্বায়েদের বিখ্যাত কিতাব আল-মোছামারার ৩১৩ পৃষ্ঠায় ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দর্জা নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে—

واعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم ـ

মর্মার্থ ঃ কোন মুসলমান ছুন্নত জামায়াতভুক্ত থাকিতে চাহিলে তাহার উপর ওয়াজেব হইবে—সমস্ত ছাহাবাগণের প্রত্যেক ছাহাবীকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, মোত্তাক্বী-পরহেজগার, ইসলামের ও উম্মতের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দানকারী মনে করিতে হইবে এবং কোন একজন ছাহাবীর প্রতিও কটাক্ষপাত করা জায়েয হইবে না, বরং সকলেরই গুণচর্চা করিতে হইবে; দোষচর্চা কাহারও জায়েয হইবে না। যদি কেহ ইহার খেলাপ করে তবে সে আর আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতভুক্ত থাকিতে পারিবে না, খারেজ হইয়া যাইবে। যেহেতু এই মছলাটি সাধারণ মছলা নয়, অতি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা ও ঈমানের মছলা এবং আখেরাতে নাজাতের মছলা। এই জন্যই আমরা ইহাকে এত গুরুত্ব দান করিতেছি এবং পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। খবরদার! ইহাকে কেহ হালকা মনে করিবেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ধর্মের ভিত্তি তিনখানা নির্মল স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় অভংগুর প্রস্তরের উপর। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রস্তরখানি অর্থাৎ ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের আমলী জেন্দেগী ও জীবনধারাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য বলিয়াছি যে, কোরআনের ভাষায় বা হাদীছের ভাষায় দুই অর্থ করা যাইতে পারে, কিন্তু ছাহাবাদের আমলী জেন্দেগীর দুই অর্থ করা যাইতে পারে না। তাহাদের আমলী জেন্দেগীই আল্লাহ্‌র মনোনীত অর্থের জীবন্ত রূপ—বাস্তব নমুনা, এই জন্যই ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ বলা হইয়াছে। কোন কুচক্রান্তকারী হয়ত কোরআন-হাদীছের ভাষার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ (অপব্যাখ্যা) ঢুকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু ছাহাবাদের আমলী জেন্দেগীর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ ঢুকাইবার সুযোগ নাই। এই জন্যই দেখা যায়, একদল কুচক্রান্তকারী নামায রোযার অর্থের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে কিন্তু ছাহাবাদের জীবনধারার দ্বারা যে ছুন্নত (জীবনাদর্শ) জারী হইয়াছে তাহার মধ্যে আদৌ কেহ দাঁত বসাইতে পারে নাই। এইজন্য ইসলামের শত্রুরা ছাহাবায়ে কেরামের এই তৃতীয় প্রস্তরখানির উপর যদিও কোদাল বসাইতে পারে নাই তবুও কোদাল মারিয়াছে সবচাইতে বেশী।

সর্বশ্রেণীর ছাহাবার উপর মওদুদী সাহেবের জঘন্য হামলা

এই ভদ্রলোকও জানিয়া বুঝিয়া অথবা না জানিয়া চারি শ্রেণীর ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের সর্বশ্রেণীর উপরই আঘাত হানিয়াছেন, কোন শ্রেণীকেও **রেহাই দেন নাই**। চারি শ্রেণী ঃ (১) নিম্ন (২) মধ্যম (৩) উচ্চ (৪) **সর্বোচ্চ**। **নিম্ন শ্রেণীর হযরত** মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তাঁহার উপরে মধ্য শ্রেণীর **হযরত** মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, **তাঁহার উপরে** উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং তাঁহার উপরে আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্‌র ও সর্বোচ্চ খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত **হযরত ওছমান** রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপরও মওদুদী সাহেব আঘাত হানিতে **লজ্জা করেন নাই**।

সাধারণতঃ এই অনুপাতে ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দর্জা নির্ণয় করা হইয়াছে যে, যিনি যত অধিককাল হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছোহবতের নেয়ামত হাছেল করিয়াছেন এবং উম্মতের প্রতি ও ইসলামের প্রতি অধিক দরদ হাছেল করিতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক দর্জা পাইয়াছেন।

নিয়তের উপর হামলা

মওদুদী সাহেব হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্বন্ধে নিজের দায়িত্বে নিজের রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন—

ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کیلئے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کرکے اس تجویز کو جنم دیا ـ

(خلافت و ملوکیت صـــ ۱۵۰)

উচ্চারণ ঃ এক বুযুর্গনে আপনে জাতি মাফাদ কে লিয়ে দোছরে বুযুর্গ কে জাতি মাফাদ ছে আপীল কর কে এছ তাজবীয কো জনম দিয়া।

—খেলাফত ও মুলুকিয়াত ১৫০ পৃষ্ঠা

অর্থ ঃ একজন বোজর্গ তাহার ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে অন্য একজন বোজর্গের ব্যক্তিগত ঘুমন্ত স্বার্থ-চিন্তাকে জাগাইয়া দিয়া এই প্রস্তাবটিকে জন্ম দিয়াছেন।

উপরোক্ত উর্দু এবারতটি মওদুদী সাহেবের **খেলাফত** ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৫০ পৃষ্ঠার অবিকল উদ্ধৃতি। এই **এবারতের মধ্যে** তিনি দুইজন ছাহাবা সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত রায় (Judgement) মন্তব্য (Opinion) ও উক্তি জগতের মানুষের সামনে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য যে কি তাহা তিনিই জানেন।

উর্দু এবারতটুকুর সরলার্থ ঃ প্রথম بزرگ শব্দটির স্বরূপ ঃ بزرگ শব্দটি একটি ফারসী শব্দ। ফারসী ভাষায় বাংলা ভাষায় আমরা যাকে বড় বলি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষায় এই শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, ফারসী ভাষার ব্যবহারও আছে, তাছাড়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে বড় তাঁহাদিগকেও বোজর্গ বলা হয়। ইসলামী বাংলা ভাষায়, উর্দু ভাষায় দ্বিতীয় অর্থটি ব্যবহৃত হয়। যেখানে সামনে দোষ বর্ণনা করা যাইবে সেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করিলে উহার ব্যঙ্গার্থ বুঝা যায় এবং মওদুদী সাহেবের কথার দ্বারা পরিষ্কার তাহাই বুঝা যায়, আমি কাহারও নিয়ত জানিও না বা নিয়তের উপর হামলা করা জায়েযও মনে করি না। তবে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায় আমি তাহাই বলিলাম।

এই এবারতের প্রথম বোজর্গ শব্দটির দ্বারা অর্থ করা হইয়াছে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি ছিলেন একদিকে তৎকালীন দুনিয়ার বিচক্ষণ চারিজন প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের অন্যতম। শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বলতে আজকালকার কলুষময় ধোঁকা ফাঁকিযুক্ত অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলের ফন্দি ফিকিরের দক্ষতার নাম নয়। যেমন করে অর্থনীতি বলতে বর্তমানের সুদ, ঘুষ, জুলুম-অত্যাচারের কলঙ্কময় শোষণনীতি নয়। অর্থনীতি ঐ বিজ্ঞানের নাম যে বিজ্ঞানে দক্ষতা থাকিলে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং এই সুযোগের দ্বারা সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। কোটিপতি হইতেও ইহাতে কোন বাধা থাকে না এবং কপর্দকহীন হইতেও কাহাকে বাধ্য করা হয় না। আবার কপর্দকহীন বা কোটিপতি কাহারও বিনা শ্রমে লাভবান হইবার সুযোগ থাকে না। ইহার বাস্তব নমুনা আমাদের প্রিয় নবী হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তো আপন ছাহাবাগণের দ্বারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেখানে লক্ষপতি কোটিপতিও সুদ, ঘুষ, জুলুম শোষণের কালিমা হইতে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এই জন্যই হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় মরুভূমির দেশ আরবেও যাকাতের টাকা দেওয়ার **মত** গরীব লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং যিনি যাকাত নিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য বাইতুল মালের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাঁটি অর্থনীতি এইভাবে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে।

তদ্রূপভাবে যে নীতির মাধ্যমে সমস্ত ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি স্বার্থান্ধতা ও জুলুম উৎপীড়ন এবং অসৎভাবে ক্ষমতা দখলের ঊর্ধ্বে থেকে ন্যায়, সাম্য, সেবা এবং উদারতার মাধ্যমে বিচক্ষণতার সহিত নাগরিক বিজ্ঞানের পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও মানবিক শান্তি-শৃঙ্খলা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের মত ন্যায়নীতির পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা যায়, ইহাকেই বলে খাঁটি আদর্শ রাজনীতি।

ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহ আনহুম ছিলেন সেই নীতিতে দক্ষ ও পূর্ণ পারদর্শী এবং সেই নীতির আদর্শ বাস্তব নমুনা। এই অর্থেই হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ছাহাবাগণকে বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

অন্য দিকে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শিষ্যত্ব ছাহাবিত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় সাত বৎসর যাবত হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পরশমণিতুল্য ছোহবতের ফয়েজ হাছেল (গ্রহণ) করেন। তিনি এমন বিশ্বস্ত ছাহাবী ছিলেন যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বডি গার্ড বা দেহরক্ষী হিসাবে খেদমত করিয়াছেন এবং পরবর্তী যুগে তিনি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বছরা এবং কুফার মত গুরুদায়িত্বপূর্ণ স্থানে গভর্নর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ৫০ বা ৫১ হিজরী সনে কুফার গভর্নর থাকা অবস্থায়ই ওফাত প্রাপ্ত হন (পরলোক গমন করেন)। —বেদায়া নেহায়া, ৮ম জেলদ, ৪৮ পৃঃ দ্রঃ

তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নয় স্বয়ং হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বিতীয় খলীফা, সর্ববাদী সম্মত মতে দূরদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টির বিশেষ অধিকারী, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পারদর্শী হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পূর্ণ শাসনকাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদেই সগৌরবে সমাসীন ছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা সত্যের উপর কত অটল অচল ছিলেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কালিমা হইতে কত ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত লাভ হইতে মুসলিম জনগণের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন এ কথাও প্রমাণিত হয়। যদি তিনি স্বার্থপর হইতেন তাহা হইলে কিছুতেই এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য তাঁহাকে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনোনীত করিতেন না।

আমরা পরম আফছোছের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এমন পবিত্রাত্মা সম্পর্কে মওদুদী সাহেব স্বার্থপরের মত জঘন্য শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। হায়! আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান রইল কোথায়?

ذاتی مفاد 'জাতি মাফাদ' অর্থাৎ ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ لئے 'লিয়ে' শব্দটি আমি যে কয়টি ভাষা জানি সব ভাষায়ই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে 'For' বাংলায় 'জন্য' আরবীতে ل বা مفعول له অর্থাৎ কারণ এবং উদ্দেশ্য। দুইটি অর্থেরই মূলে আছে ফে'লে ক্বলব্।

অর্থাৎ নিয়ত অর্থাৎ মনের চিন্তাধারা। নিয়ত অর্থাৎ কাহারও মনের চিন্তাধারা যে কি তাহা অন্য কাহারও জানিবার কোন উপায় নাই, যাবত পর্যন্ত না স্বয়ং বক্তা বা কর্তা উহা প্রকাশ করেন। এই জন্যই সর্বভাষায় সর্বকালে সর্ববিভাগে প্রচলিত আছে যে, নিয়তের উপর বা ضمير জমীরের উপর হামলা করা দুরস্ত নাই। এই জন্যই অতি বড় একজন ব্যারিস্টারও একজন সাধারণ লোকের নিয়ত সম্পর্কে কিছুই বলিতে সাহস পান না বা একজন বড় মুফতীও একজন সাধারণ মূর্খ লোকের দুই অর্থবোধক উক্তির উপর তাহার বয়ান না লইয়া তালাকের ফতোয়া দিতে সক্ষম নন।

واما الضرب الثانى وهو الكنايات لايقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال لانها غير موضوعة للطلاق بل تحتمل وغيره فلابد من التعيين او دلالته ۔ (هدايه ثانى صـ ٣٥٣)

মওদুদী সাহেব একজন সাধারণ মানুষের নয়, একজন সাধারণ মোমেনের নয়, একজন সাধারণ আলেমের নয়, একজন সাধারণ ওলী-আল্লাহ্‌র নয়—সমস্ত ওলী আল্লাহ্‌র চেয়ে লক্ষ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ ছাহাবীর মনের ভিতরের চিন্তাধারাকে (পলিদ বা নাপাক) তিনি কেমন করিয়া আবিষ্কার করিলেন তাহা আমাদের চিন্তার বাহিরে এবং কেমন করিয়া নিয়তের উপর হামলা করিলেন তাহা আমাদের কল্পনার বাহিরে। এখানে পলিদ শব্দ মুখে আনা মস্তবড় বেয়াদবী। তাঁহারা ছিলেন এর থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

কিন্তু যেহেতু মওদুদী সাহেব তাহাদের ভিতর এই জিনিস খুদিয়া বাহির করিবার অপপ্রয়াস পাইয়া শত্রুদেরই পদানুসরণ করিয়াছেন এবং ছাহাবায়ে

কেরামদের মধ্যে পলিদ চিন্তাধারা খুঁজিয়াছেন, এই জন্য আমরা মনে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও এই জাতীয় শব্দ আলোচনায় আনিতে বাধ্য হইতেছি। যেমন মুসলিম বিদ্বেষী পাদ্রী হিট্টি তাহার 'History of Arabs' ১৭৭ পৃষ্ঠায় ছাহাবায়ে কেরামদের দোষ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"Many important officers were filled by wamagayds. The Caliphs family charges of Neyolism became wide spread."

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, বই লেখকের জ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ এবং চিন্তাধারা কত পলিদ, ঈমান কত দুর্বল আর লেখাটা কত ঈমান ধ্বংসকারী। আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, المرا يقيس على نفسه। অর্থাৎ যাহার ভিতর যেমন সে অন্যকেও মনে করে তেমন। একটা গল্প মশহুর আছে যে, এক কাফ্রী গোলাম পথের মধ্যে একখানা আয়না পাইয়া আয়নার মধ্যে নিজের বিশ্রী চেহারা যখন দেখিল তখন আয়নাখানাকেই বিশ্রী মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হয়ত বইয়ের এই এবারতের মধ্যে এই গল্পের এবং প্রবাদ বাক্যেরই প্রতিফলন হইয়াছে। যে নিজে মন্দ সে-ই কোন সৎ ও মহৎ লোককে মন্দ চিন্তা করিতে পারে। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে— كل اناء يترشح بما فيه পাত্রের ভিতর থেকে ঐ জিনিসই বাহির হয় যাহা ঐ পাত্রে থাকে, নতুবা কোন স্বচ্ছ বিবেক বিশিষ্ট লোকই কোন সৎ ও মহৎ লোককে মন্দ চিন্তা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ এই বইয়ের অথর (প্রণেতা) রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্রাতা-মহাত্মা ছাহাবাদের শানে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রামাণিকভাবে শুধু নিজের কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এমন জঘন্য ঘৃণিত আঘাত হানিয়াছেন যাহা কোন এনছাফ-পছন্দ মানুষই পছন্দ করিতে পারেন না। মনে হয় 'অথর' ত্রিশ বৎসর আগে যে বিষ ফল বিষ বৃক্ষ লাগাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے ، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو ۔ (دستور جماعت اسلامی صـ ٤)

ইহার দ্বারা তিনি এই অর্থই করিয়াছিলেন অর্থাৎ "রছূলের ছাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি নহেন, তাঁহারা সমালোচনার উর্ধ্বে নহেন, তাঁহাদের জেহেনী গোলামী করা যাইবে না, তাঁহাদের দোষচর্চা করা যাইবে। তাঁহাদের ভিতর এতটা

বিশ্বস্ততা নাই যে, কোন মানুষ বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহাদের অনুকরণ অনুসরণ করিতে পারে।" এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঠকের ঈমান নষ্ট করার কৌশল অতি সন্তর্পণে বহু অগ্রেই করা হইয়াছে। কারণ মওদুদী সাহেবের এবারত— رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے

এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি রছূলকে সত্যের মাপকাঠি মানেন সত্য, কিন্তু রছূলের ছাহাবাগণকে তিনি সত্যের মাপকাঠি মানেন না এবং জনসাধারণ মুসলিমগণকেও মানিতে দিতে চান না। অথচ স্বয়ং রছূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহার ছাহাবাগণকে নিজ পবিত্র মুখে আল্লাহ্র ওহী-প্রাপ্তিক্রমে ছনদ দিয়া গিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমিও যেরূপ সত্যের মাপকাঠি, আমার ছাহাবাগণও তদ্রূপ সত্যের মাপকাঠি; তাঁহারাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং কেহ মোমেন মুসলিম হইতে চাহিলে তাহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে অবশ্যই তাঁহাদের অনুকরণ অনুসরণ করিতে হইবে।

আছহাবগণের মর্যাদা

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله يامحمد ان اصحابك عندى كالنجوم بعضها اضوء من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على الهدى رواه الدار قطنى ـ (تفسير مظهرى ـ ج ٢، ص ١١٢)

অর্থ ঃ হযরত নবী আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, আপনার আছহাবগণ আমার নিকট নক্ষত্র তুল্য, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আছে, অবশ্য কাহারও চাইতে কাহারও অধিক। কিন্তু অন্ধকার কাহারও মধ্যে নাই, সকলের মধ্যেই আছে আলো। অতএব যদিও কুত্রাপি কোথাও তাঁহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতের পার্থক্য দেখা যায় তবুও যে কেহ তাঁহাদের যে কোন একজনের পথ গ্রহণ করিবে, সে আমার নিকট সৎপথেই আছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এই হাদীছখানা ৯ খানা বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই ৯ খানা গ্রন্থ এই—

(١) عبد بن حميد فى مسنده (٢) الدارمى (٣) ابن ماجة (٤) العبدرى فى الجمع بين الصحيحين (٥) ابن عساكر (٦) الحاكم (٧) الدار قطنى فى فضائل الصحابة (٨) ابن عبد البر (٩) بيهقى فى المدخل ـ

যাহাদের এল্মে হাদীছের মধ্যে দক্ষতা নাই শুধু দুই একটা লফ্জ পড়িতে শিখিয়াছে তাহারা বলিয়া থাকে যে, এই হাদীছের ছনদ যয়ীফ। কিন্তু বিখ্যাত মোহাদ্দেছ কাজি ছানাউল্লাহ ছাহেব তাঁহার তফছীরে মাজহারীর দ্বিতীয় জিলদে ১১৬ পৃষ্ঠায় এই হাদীছখানি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কাছরাতে তোরোকের কারণে ইহার ছনদের কোনই দুর্বলতা নাই। তাছাড়া এই হাদীছের মজমুন কোরআনের আয়াতের দ্বারা সমর্থিত, কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন ছনদে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকিলেও তাহা ক্ষতিকারক নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফের মধ্যে ফরমাইয়াছেন—

يوم لا يخزى الله النبى والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم ـ (القران ـ)

মর্মার্থ ঃ এমন এক বিচারের দিন সামনে আসিতেছে যে, সেদিন আল্লাহ্ অন্যান্য লোকদের তো অপমানের এবং জিল্লতির শাস্তি দান করিবেন কিন্তু নবীকে এবং নবীর সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছেন তাঁহাদিগকে আদৌ কোন জিল্লতি বা অপমান দান করিবেন না। তাঁহাদের নূর (আলো, জ্যোতি) তাঁহাদের সামনে পিছনে চতুর্দিকে দৌড়াইতে থাকিবে।

এই আয়াতের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক ছাহাবীর মধ্যে নূর এবং আলো আছে, অন্ধকার কাহারও মধ্যে নাই। অতএব দুইজন ছাহাবীর মধ্যে যদি কোন বিষয়ে দ্বি-মত হইয়া থাকে তবে কোরআনের আয়াতের দ্বারা এবং উপরোক্ত হাদীছের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দুই জন ছাহাবীর মধ্যে দ্বি-মত হইলে যে কোন একজনের অনুসরণ করিলেই হেদায়াত, মুক্তি নাজাত পাওয়া যাইবে কিন্তু একজনের অনুসরণ করিয়া অন্যজনের দোষচর্চা করা যাইবে না। দোষ চর্চা হারাম হইবে।

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী দান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى - (ترمذى جـ ٢ ، صـ ١٠٤)

অর্থাৎ, অতিশীঘ্র আমার উম্মত ৭৩ (তেহাত্তর) ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে, তন্মধ্যে মাত্র একটি জামায়াত হইবে নাজী—বেহেশতী, তাহা ছাড়া সবগুলি ফেরকাই হইবে নারী—জাহান্নামী, দোযখী। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই নাজ—মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী বেহেশতী কাহারা এবং তাঁহাদের এতবড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন্ নীতির, কোন্ আদর্শের এবং কোন্ তরীকার উপর? হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উত্তরে বলিলেন—"যে তরীকার, যে আদর্শের, যে নীতির উপর আমি আছি এবং আমার আছহাবগণ থাকিবে সেই আদর্শ, সেই তরীকা এবং সেই নীতিই নাজী ও মুক্তিপ্রাপ্ত জামায়াতের একমাত্র তরীকা।"

এই হাদীছের মধ্যে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, আমি যেমন সত্যের মাপকাঠি, আমার যেমন সমালোচনা করা কাহারো জন্য দুরস্ত নাই এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার জেহেনী গোলামী অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার অনুসরণ অনুকরণ ব্যতিরেকে যেমন নাজাতের, ঈমানের এবং মুক্তির অন্য কোন পথ নাই; তদ্রূপ আমার ছাহাবাগণও সত্যের মাপকাঠি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং তাহাদের জেহেনী গোলামী অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহাদের অনুসরণ অনুকরণ ব্যতিরেকে মানুষের নাজাতের, মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।

টীকা ঃ জেহেনী গোলামী শব্দটি ইসলামী শব্দ নহে। ইসলামী শব্দ এত্তেবা বা পরবর্তী যুগে তক্বলিদ শব্দটিও মুসলিম সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। মওদুদী সাহেব কথায় রছূলকে সত্যের মাপকাঠি মানিয়াছেন সত্য এবং ছাহাবাগণকে মানেন নাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি তিনি রছূলকে সত্যের মাপকাঠি মানেন তবে ছাহাবাগণকেও সত্যের মাপকাঠি মানিতে হইবে। কেননা স্বয়ং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ছাহাবাগণও সত্যের মাপকাঠি আর যদি রছূলের ছনদ ও সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও রছূলের আছহাবগণকে তিনি (মওদুদী) সত্যের মাপকাঠি না মানেন, তাঁহাদিগকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে না করেন এবং তাঁহাদের জেহেনী গোলামীকে, এত্তেবাকে জায়েয মনে না করেন, তবে প্রমাণিত হইবে যে, রছূলকেও তিনি সত্যের মাপকাঠি বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যেমন মোনকেরীনে হাদীছ (ফেরকা) নিজেদেরকে আহলে কোরআন বলিয়া দাবী করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, আমরা আল্লাহ্‌র বাণী 'কোরআন' মানি কিন্তু 'হাদীছ' মানি না। তাহারা তলাইয়া দেখে না যে, রছূলের বাণী 'হাদীছ' না মানিলে কোরআনকেও অমান্য করা হয়। কারণ, কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী, এই কথাটি আমরা কোথায় পাইলাম? রছূল বলিয়া দিয়াছেন যে, এই বাণীটিই আল্লাহ্‌র বাণী 'আল-কোরআন'। তাই আমরা কোরআনকে 'কোরআন' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। রছূলের বাণী ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন চিনিবার অন্য কোন উপায় নাই।

অতএব রছূলের বাণী না মানার অর্থই কোরআনকে না মানা। ঠিক তদ্রূপই রছূলের আছহাবগণকে না মানার অর্থই রছূলকে না মানা। কারণ রছূলের আছহাবগণ ব্যতিরেকে রছূলকে চিনিবার, জানিবার অন্য কোন উপায় নাই এবং রছূলই নিজের আছহাবগণকে মানিবার এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিবার আদেশ জারী করিয়া গিয়াছেন।

কোরআন ও হাদীছ
কিরূপে আমরা পাইলাম?

কোরআন যেমন আছমান ফাটিয়া আমাদের কাছে আসে নাই, প্রথমে রছূলের শুধু কাঁধে চড়িয়া নয় ছিনায় চড়িয়া তারপর লক্ষাধিক আছহাবগণের কাঁধে চড়িয়া নয় ছিনায় চড়িয়া, তারপর তাবেয়ীন, তবয়ে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন, আয়েম্মায়ে মোহাদ্দেছীন প্রমুখ লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি পবিত্রাত্মা-মহাত্মাগণের ছিনায় চড়িয়া আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

টীকা ঃ ছিনায় চড়িয়া অর্থ মুখস্থ করিয়া আমলী জেন্দেগী তৈয়ার করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া যারা যারা একে অন্যদেরকে পৌঁছাইয়াছেন। ঠিক তদ্রূপই রছূলের পরিচয় আব্দুল্লাহ্ বিন ছাবার মাধ্যমে, হিট্টি, মারগোলিয়াত, নিকলসন, জাস্টিস আমীর আলীর মাধ্যমে বা মওদুদী সাহেবের মাধ্যমে আমরা পাই নাই, লক্ষাধিক পবিত্রাত্মা-মহাত্মা সত্যের মাপকাঠি আছহাবগণের মাধ্যমে এবং তারপর লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি ইসলামের জন্য, রছূলের জন্য, কোরআনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী তাবেয়ীন, তবয়ে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন, আয়েম্মায়ে মোহাদ্দেছীন প্রমুখ মহাত্মাগণের মাধ্যমে পাইয়াছি।

অপচেষ্টাকারীদের চক্রান্তের স্বরূপ

ষড়যন্ত্রকারী শত্রুগণ কিন্তু প্রথম ধাপে এ বলিতে সাহস পায় না যে, আমরা কোরআন মানি না বা হাদীছ মানি না। সেইজন্য তাহারা প্রথম ধাপে বলে যে, অমুক হাদীছের মধ্যে বা অমুক ছাহাবীর মধ্যে অমুক ত্রুটি আছে। হয়ত তাহারা পরবর্তী ধাপে শুধু হাদীছের মধ্যে এবং ছাহাবীর মধ্যে নয়, কোরআনের মধ্যে এবং রছূলের মধ্যেও দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে অপচেষ্টা করিবে।

যেমন দুর্ভাগ্যক্রমে জনাব মওদুদী সাহেবকেও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার লিখিত কিতাব تجديد واحيائے তজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীনের ১১৯ পৃষ্ঠায় প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পূর্বে পাক-ভারতের প্রধান দুইজন যুগ প্রবর্তক মনীষীর দোষচর্চা করিয়া বলিয়াছেন—

انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کاپورا اندازہ نہیں لگایا اور ندانستہ انکو پھر وہی غذا دی جس سے مکمل پر ہیز کرانیکی ضرورت تھی -

অর্থ ঃ (তাহারা) অর্থাৎ হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি—পাক-ভারতের এই প্রধান দুইজন (ওলী-আল্লাহ্) তাছাওওফ সম্পর্কে মুসলমান সমাজের ব্যাধির পরিমাণ পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা না জানিয়া না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে (পাক-ভারতের মুসলমানদিগকে) পুনরায় সেই খাদ্যই খাইতে দিয়াছেন—যে খাদ্য হইতে তাহাদিগকে পূর্ণরূপে পরহেজ করানো উচিত ছিল।

মওদুদী সাহেব পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন আওলিয়া-আল্লাহ্র বাতানো তরীকাকে ভুল বলিয়া উহা হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। অথচ বিশ্ববাসী জানে যে, তাঁহারা আমাদিগকে কোরআন হাদীছের তরীকাই বাতাইয়াছেন, যাঁহাদের অছিলায় পাক-ভারতের কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ্ রছূলকে চিনিয়া হক্ব পথে চলিয়াছে। অথচ মওদুদী সাহেব এইটাকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি মওদুদী সাহেব তাঁহাদের বাতানো তরীকা বাদ দিয়া কোন্ তরীকা ধরিতে বলেন? তাঁহারা তো কোরআন হাদীছের খাদ্য ছাড়া অন্য কোন খাদ্যই দান করেন নাই। এখন মওদুদী সাহেব

কোথা থেকে আমাদেরকে কোন্ জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে চান সেটা আমাদের চিন্তারও বাহিরে।

সুধী পাঠক! চিন্তা করুন, এই এবারতের দ্বারা মওদুদী সাহেব প্রথম ধাপে প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পূর্বে শ্রেষ্ঠ আওলিয়াগণের হেয়ত্ব প্রমাণ করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। তারপর ২৭/২৮ বৎসর পরে তিনি সমস্ত আওলিয়া-আল্লাহদের ঊর্ধ্বে ছাহাবাগণের দোষচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর আঘাত হানিয়াছেন। মুসলিম সমাজের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই আঘাত ওলী-আল্লাহ্গণের বা ছাহাবাগণের গায়ে লাগিবে না নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব অনেক।

দ্বিতীয় بزرگ 'বোজর্গ' শব্দটি দ্বারা অর্থ করা হইয়াছে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একদিকে তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ চতুষ্টয়ের অন্যতম। অপর দিকে তিনি হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সাথে সপ্তম হিজরীতে ওমরাতুল ক্বা'যার عمرة القضاء মধ্যে শরীক হন।

—বেদায়া নেহায়া অষ্টম জেল্দ ২১-১১৭ পৃঃ দ্রঃ

اسلم هو وابوه وامه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح، وقد روى عن معاوية انه قال اسلمت يوم عمرة القضاء ولكنى كتمت اسلامى من ابى الى يوم الفتح (البداية النهاية جـ ٨ صـ ١١٧ - ٢٢ - ٢١)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সপ্তম হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার ইসলাম সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়।

তারপর তিনি অনবরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছোহবতে রহিয়াছেন এবং কাতেবে-ওহী (ওহী লেখক) রূপে হুযূরের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন।

ان معاوية كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم - (البداية والنهاية جـ ٨ صـ ٢١)

আর ওহী লেখার পদ যে কত বড় উচ্চ মর্যাদার পদ, তাহা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুখে শুনুন—

فماكان الله ينزل تلك المنزلة الا كريما على الله ورسوله - (الرياض النضرة جـ ٢، صـ ١٢٩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রছূলের অতি প্রিয়পাত্র না হইলে কেহই ওহী লেখার মত এত বড় সম্মানের পদ লাভ করিতে পারেন না।

এতে দেখা যায় যে, ওহী লেখক হওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রায় চার বৎসরের অধিক আল্লাহ্‌র নবীর পবিত্র ছোহবত হাছেলের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিনি তিন বৎসরের ছোহবত লাভ করিয়াছিলেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর তিন বৎসরের ছোহবত—যাঁহার জীবনের একটি কথাও মানব প্রকৃতির কথা নয়, আল্লাহ্‌র ওহীর কথা, ইহা কম দৌলত নহে। অতি বড় সৌভাগ্যের আকর এবং পরশমণিতুল্যই বটে। পরবর্তী যুগে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তিনি শাম দেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে এই গুণ ছিল যে, তিনি নিজে ব্যক্তিগত স্বার্থকে পিছনে ফেলিয়া উম্মতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করিতে পারিবেন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহা দেখিয়াই তাঁহাকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় বিশ বৎসর যাবত উক্ত পদে বিনা সমালোচনায় অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষ হইতে না কোন অভাব-অভিযোগের প্রশ্ন উঠিয়াছে, না তাঁহার ন্যায়বিচার ও সত্যন্যায়নিষ্ঠার প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগিয়াছে, না ব্যক্তি স্বার্থের লেশ গন্ধও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। এইভাবে গভর্নরের পদে তিনি সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর যখন হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজ্‌হাহুর শাহাদত বরণের পরে হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হন তখন তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওছিয়ত অনুসারে হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যোগ্যতম পাত্র মনে করিয়া গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের (মরক্কো হইতে খোরাসান পর্যন্ত) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করেন।

হযরত মোয়াবিলা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় বিশ বৎসর যাবত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের মোকাবেলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইসলামের খেদমতের গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন।

হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু এই খেলাফত হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার পরে মুসলিম জাহানের সমস্ত মনীষীগণই হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে সত্য এবং ন্যায়ধর্মের খেলাফত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

فسمى يومئذ بانه الخليفة الحق ووافقه كل الصحابة على ذالك ولم يطعن احد من اعدائه فضلا من اصدقائه بقدح خلافته بشئ مطلقا بل كلهم اتفقوا واجمعوا على انه الخليفة الحق حينئذ - (تطهير الجنان واللسان صـ ٢)

এই জন্যই হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁহার জামানায় এবং তাঁহার পরবর্তী পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

خير الناس بعد على معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه - العو اصم من القواصم - ٢١٢

অর্থ ঃ হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজ্‌হাহুর পর হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু শ্রেষ্ঠতম।

হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করিয়াছেন—

لاتذكروا معاوية الابخير فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به -

(ترمذى جـ ٢ صـ ٢٢٧ - البداية والنهاية - جـ ٨ صـ ١٢٢)

অর্থ ঃ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলিয়াছেন, তোমরা মোআবিয়ার গুণচর্চা ব্যতীত দোষচর্চা করিও না। কেননা; আমি হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, "হে খোদা! তুমি মোআবিয়ার দ্বারা হেদায়েতের কাজ চালু কর।"

বিখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করিয়াছেন— (تطهير الجنان واللسان ص ۲۸) معاوية اسود ۔

অর্থাৎ, "মোআবিয়া নেতৃত্বের যোগ্যতম পাত্র।"

হেরুল উম্মত, জ্ঞানের সমুদ্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ছহীহ্ বোখারী শরীফের মধ্যে মন্তব্য করেন— (صحيح البخاری ج ۱ ص ۵۶۱) - انه فقيه অর্থাৎ, "মোয়াবিয়া দ্বীনের এলমের এবং আমলের একজন বিচক্ষণ আদর্শ পুরুষ।"

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় মন্তব্যে বলেন—

ما رايت احدا اضلع للملك من معاوية ۔

অর্থাৎ, আদর্শভাবে দেশ শাসনের জন্য মোয়াবিয়ার থেকে উত্তম যোগ্য পাত্র আমি দেখি নাই।

—তারিখে বোখারী ৪র্থ জেল্‌দ, ৩২৭ পৃঃ দ্রঃ; তারিখে তাবারী ৫ম জেল্‌দ ৩২৭ পৃঃ দ্রঃ।

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتى بامتى ابوبكر رضـ واقوى هم فى دين الله عمر رضـ واشدهم حياء عثمان رضـ واقضاهم على بن ابى طالب ولكل نبى حوارى وحواريى طلحة والزبير وحيثما كان سعد بن ابى وقاص كان الحق معه وسعيد بن زيد من احباء الرحمن وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن وابو عبيدة بن الجراح امين الله و امين رسوله صلى الله عليه وسلم ولكل نبى صاحب سر وصاحب سرى معاوية بن ابى سفيان فمن احبهم فقد نجاومن ابغضهم فقد هلك ۔

এই হাদীছখানা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত মোহাদ্দেছ মোহেব্বেতাবারী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব الرياض النضرة فى مناقب العشرة 'আর রিয়াজুন্নাযেরাহ্ ফি মানাকেবে আশারাহ্' কিতাবের ১ম খণ্ডে ৩১, ৩২ পৃষ্ঠায় এবং علامة ابن حجر الهيثمى مكى তাঁহার বিখ্যাত কিতাব تطهير الجنان واللسان এর ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

উহার মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন— (১) আমার উম্মত অর্থাৎ মুসলিম জাতির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক দরদী আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু, (২) আমার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি সবচেয়ে বেশী মজবুত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, (৩) আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রমশীল ও হায়াদার ওছমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, (৪) আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিচারক আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু। (৫ ও ৬) প্রত্যেক নবীর জন্য, নবীর সাহায্যের জন্য কিছু সংখ্যক হাওয়ারী (খাছ লোক) থাকিয়া থাকেন। আমার হাওয়ারী, খাছ মদদ্গার, খাছ সাহায্যকারী আমার জন্য আমার আনীত ইসলাম ধর্মের জন্য খাছভাবে জীবন উৎসর্গকারী তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা (৭) ছায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ এত পরিপক্ক ঈমানবিশিষ্ট লোক যে, তাঁহার ভিতর বাতেল অর্থাৎ অসত্য এবং অন্যায় প্রবেশ করিবারই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ছায়াদ দুইটি পথের বা দুইটি মতের যে কোন একটির উপর থাকিবে নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে যে, সেটাই হক্ব। (৮) ছায়ীদ ইবনে জায়েদ আল্লাহ্র খাছ প্রিয়পাত্রের মধ্যে অন্যতম। (৯) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাজেরদের মধ্যে বাছনি করা আল্লাহ্র খাছ তাজের (ব্যবসায়ী)। (১০) আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রছূলের খাছ আমানতদার এবং বিশ্বস্ত লোক। (১১) প্রত্যেক নবীর জন্যই খাছ রাজদার, বিশ্বস্ত বন্ধু, গোপন তথ্য রক্ষাকারীরূপে কিছু বিশ্বস্ত লোক থাকিতেন। আমার খাছ রাজদার, বিশ্বস্ত বন্ধু, গোপন তথ্য রক্ষাকারী হইল মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। অতএব যাহারা আমার এই আছহাবগণের সঙ্গে মহব্বত রাখিবে তাহারা নাজাত পাইবে এবং যাহারা তাঁহাদের প্রতি বদগোমানী বা দুশমনী করিবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দরবারে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এতবড় মর্যাদা ছিল যে, হুযূরের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাতেবে ওহী অর্থাৎ ওহী লেখকের পদে সমাসীন ছিলেন।

এই সম্পর্কে আরও দুইটি হাদীছ বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইবনে হাজার হায়ছামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা ইবনে কাছীরের কিতাব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

جاء جبرائيل عليه الصلوة والسلام الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد استوص بمعاوية فانه امين على كتاب الله ونعم الامين هو ۔ (تطهير الجنان واللسان صـ ١٢٩)

عن ابن عباس رضـ قال اتى جبرائيل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقرا معاوية السلام واستوص به خيرا فانه امين الله على كتابه ووحيه ونعم الامين هو ۔ (البداية والنهاية جـ ٨ صـ ١٢)

মর্মার্থ ঃ একদিন জিব্রাঈল আলাইহিচ্ছালাম হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের কাছে আসিয়া বলিলেন যে, মোয়াবিয়াকে আমার পক্ষ হইতে ছালাম জানাইয়া দিন, আমি মোয়াবিয়া সম্পর্কে আপনার নিকট কিছু খাছ ওছিয়ত করার জন্য আসিয়াছি। মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সত্যই বিশ্বস্ত লোক, এইজন্য তাঁহাকে ওহী লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি সেই পদের অত্যন্ত উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং আপনি তাঁহার প্রতি খাছ দৃষ্টি রাখিবেন। এহেন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা সম্পর্কে মওদুদী সাহেব তাঁহার "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" কিতাবের ১৪৮ পৃষ্ঠায় জঘন্যভাবে মন্তব্য করিয়া নিজের বিকৃত আত্মার কল্পিত চিন্তাধারাকে সমাজে প্রকাশ করিয়া এইসব পবিত্রাত্মা-মহাত্মাদের দোষ বাহির করিবার পেশাকেই তিনি একচেটিয়াভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছেন এবং খুব জ্ঞানীর ভাব দেখাইয়া মুরুব্বীয়ানা লাহ্জায় বলিতেছেন—

اب خلافت على منهاج النبوة کے بحال ہونے کی اخری صورت یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضـ یاتو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورہ پر چھوڑ دیتے یااگر قطع نزاع

کیلئے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کرنا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم واہل خیر کو جمع کرکے انہیں ازادی کیساتھ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولي عہدی کیلئے امت میں موزون تر ادمی کون ہے لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کیلئے خوف وطمع کے ذرائع سے بیعت لیکر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کردیا ہے ۔ (خلافت وملوکیت صـ ١٤٨)

মওদুদী সাহেবের নিকট এই সম্পর্কে একটি সত্য সাক্ষ্য বা ছহীহ্ হাদীছ অথবা কোরআনের আয়াত কিছুই নাই। তাঁহার এবারতের সরল অর্থ ঃ মওদুদী সাহেব বলেন, এখন (খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়ত) নবীর তরীকা এবং শরী'অত অনুযায়ী খেলাফত চলার একমাত্র পথ এই বাকী ছিল যে, হয়ত হযরত মোয়াবিয়া তাঁহার পরবর্তী খলীফা কে হইবে সে সম্পর্কে নিজে কোন ফয়ছালা না করিয়া মুসলিম জগতের মতের উপর, ভোটের উপর হাওয়ালা করিয়া দিতেন অথবা পরে বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে এই ভয়ে যদি কাহাকেও মনোনয়ন দান করিতেন তবে সেটা নিজের ব্যক্তিগত মতানুসারে না করিয়া মোত্তাক্বী পরহেজগার জ্ঞানী আলেমগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে ফয়ছালা করিতে দিতেন যে, পরবর্তী খলীফা কাহাকে মনোনীত করা যাইতে পারে? কিন্তু তিনি এই দুই পথের এক পথও অবলম্বন না করিয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া এবং লোভ দেখাইয়া নিজের ছেলে এযীদের জন্য বায়য়াত করাইয়া খেলাফত আলা মিন্হাজিন্নবুয়তের পুনরুদ্ধারের শেষ সম্ভাবনাটুকুও শেষ করিয়া দিলেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মওদুদী সাহেবের নিকট মনে হয় যেন একখানা বিকারগ্রস্ত বিবেক এবং তৎপ্রসূত মিথ্যা ছুয়ে জন, বদগোমানী এবং মিথ্যা শিয়া রাবীদের মিথ্যা মওজু রেওয়ায়েত ছাড়া সত্য ইতিহাসের বা কোন সৎ ও মহৎ লোকের প্রতি হোছনে জনের কোন সম্বলই নাই।

সুধী পাঠকের এই কথা জানিয়া রাখা দরকার যে, একজন লোকের প্রতি ভাল ধারণা রাখিবার জন্য কোন প্রমাণের দরকার হয় না; কিন্তু একজন লোকের সম্পর্কে সামান্যতম মন্দ ধারণা রাখিতে গেলেও মজবুত দলীলের দরকার হয়।

জানি না মওদুদী সাহেব যাঁহাদের সত্যতা, বিশ্বস্ততা রছূলের সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত, তাঁহাদের প্রতি এমন জঘন্য মন্তব্য কেমন করিয়া করেন? এবং এই ধরনের মন্তব্য করিতে গিয়া তিনি এমনি মতিভ্রম হইয়া যান যে, তাহার আক্রমণ যে রছূলের উপর গিয়া পতিত হয়, এ কথাও তিনি চিন্তা করেন না? রছূল যাহাকে বিশ্বস্ত মনে করেন, মওদুদী সাহেব তাঁহাকে বলিতেছেন যে, "তিনি নবুয়তের তরীকার খেলাফতকে শেষ করিয়া দিলেন এবং নিজের ছেলের জন্য লোকদিগকে লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ধমকাইয়া ভোট নিলেন।"

মওদুদী সাহেব এখানে নিজের অপবিত্র পরিবেশের দ্বারা এবং বিকৃত প্রবণতার দ্বারা এতই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পরোক্ষভাবে নাউজু বিল্লাহ্ নাউজু বিল্লাহ্ (আল্লাহ্ ইহা হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন) যেন ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে, হযরত নবী আলাইহিচ্ছালাম তাঁহার পবিত্রাত্মা ছাহাবীদের লইয়া নির্লোভতার, নির্ভীকতার এবং আমরে বিল-মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের যে পবিত্র পরিবেশ গঠন করিয়াছিলেন, এই পবিত্র পরিবেশের কথা তখনকার জীবিত বহু-সংখ্যক উচ্চ মর্যাদাশালী ছাহাবীরাও যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নাউজু বিল্লাহ্ (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে এমন দুর্ভাগ্যের কথা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন)।

এযীদের মনোনয়ন সম্পর্কে সত্য ঘটনা এই যে, একথা সত্য যে, নিজের ছেলেকে তিনি মনোনয়ন দান করিয়াছেন; কিন্তু কেন করিয়াছেন এবং কি প্রকারে করিয়াছেন নিম্নোক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিতেছি ঃ

এইখানে মওদুদী সাহেব তেরশত বৎসর দূরে থাকিয়া নিজের কাল্পনিক ও স্বাপ্নিক মন্তব্যে বলিতেছেন যে, "হযরত মোয়াবিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়তকে শেষ করিয়া দিয়া নিজের ছেলেকে মনোনয়ন দান করিয়াছেন। অথচ হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের কথা তাঁহার নিজের মুখেই আপনারা শুনুন, তিনি কি বলিতেছেন? হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

قال يوما فى خطبته اللهم ان كنت تعلم انى وليته لانه فيما اراه اهل لذلك فاتمم له ماوليته وان كنت وليته لانى احبه فلاتتم له ماوليته (البداية والنهاية جـ ٨ صـ ٨)

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খোৎবার মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হে খোদা! তুমি সাক্ষী থাকিও,

তোমাকে সাক্ষী বানাইয়া, তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, যদি আমি আমার পুত্রকে যোগ্যতম পাত্র পাইয়া পরবর্তী খলীফার পদের জন্য তাহাকে মনোনয়ন দান করিয়া থাকি তবে আমার এই কার্যকে তুমি সুসম্পন্ন কর, আর যদি আমি আমার পুত্রকে পুত্র হিসাবে পুত্রস্নেহের বশবর্তী হইয়া মনোনয়ন দান করিয়া থাকি তবে আমার এই কাজকে বাতেল করিয়া দাও।" হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনগণকে সাক্ষী রাখিয়া খোৎবার মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ ফরিয়াদ করার দ্বারা তাঁহার কতদূর আন্তরিকতা এবং ইসলামের ও উম্মতের প্রতি তাঁহার কত দরদ বুঝা যাইতেছে। সুধী পাঠক, একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন।

তারপর তাঁহার পুত্রকে তিনি একাই শুধু যোগ্য পাত্র মনে করার উপর নির্ভর করেন নাই বরং পূর্ববর্তী পাঁচজন খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন শুধু রাজধানী শহরের গণ্যমান্য মোত্তাক্বী পরহেজগার জ্ঞানী আলেমগণের পরামর্শের দ্বারা। এর মধ্যে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই চারিজন খলীফা মদীনা মোনোয়ারার গণ্যমান্য মোত্তাক্বী, জ্ঞানী, আলেম-আছহাবগণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা নিযুক্ত হইয়াছিলেন কুফার গণ্যমান্য আলেম-আছহাবগণের ভোটের দ্বারা। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিক এহ্‌তিয়াত এবং অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তখন তৎকালীন রাজধানী দামেস্কের গণ্যমান্য লোকের ভোট লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং তিনি অধিক এহ্‌তিয়াত এবং অধিক সতর্কতার পথ অবলম্বন করিয়া সমস্ত মানুষের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। কোন কোন জায়গায় নিজে গিয়া স্বাধীন আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন যাহাতে উম্মতের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি না হয়, যার ফলে দেখা গেছে কেবলমাত্র একজন ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের ছাড়া এই মতের বিরোধিতা কেহই করেন নাই। —মোকাদ্দমা ইবনে খাল্লাদুন, ২১১ পৃঃ দ্রঃ

ولم يبق فى المخالفة لهذا العهد الذى اتفق عليه الجمهور الا ابن الزبير ـ

একটু গভীরভাবে ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এবং পুরা ইতিহাস রিসার্চ করিলে দেখা যায় যে, ছাহাবায়ে কেরামের উপর এই দোষারোপের মিথ্যা জাল

ইতিহাসের গোড়ায় কতকগুলি কাট্টা শিয়া, ছাবায়ী, মিথ্যাবাদী রাফেজী ইত্যাদি ইসলাম ও খেলাফত ধ্বংসকারীদের জাল ষড়যন্ত্রকারীর কারসাজিতে ভরপুর রহিয়াছে। আর ইহাদের পদানুসরণ করিয়াই ইসলামের চির দুশমন ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির মানসপুত্র হিট্টি, নিকোলসন ইত্যাদি পাদ্রী ঐতিহাসিকেরা ঐ মিথ্যারই অনুসন্ধান করিয়াছেন। মওদুদী সাহেবও যে ইসলামের শত্রুদের আমদানীকৃত মিথ্যা ইতিহাসের অনুসরণে ছাহাবাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ইতিহাস রচনা করিবেন এই আশা আমাদের কস্মিনকালেও ছিল না। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি মিথ্যার রদ করিয়া সত্য খাঁটি ইতিহাস সমাজের সামনে পেশ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেন যে তাহাদের স্রোতে ভাসিয়া গেলেন তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের হৃদয়ে ব্যথা পাই। অথচ মওদুদী সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রছূলের ছাহাবীদেরকে ভয় দেখাইয়া বা লোভ দেখাইয়া একটা শরী'অত বিরোধী কাজ করাইয়া লওয়া গেলে সে রছূলের ছোহ্‌বতের কি মূল্য থাকে? রছূলের সাহচর্য কি এতই ঠুন্‌কো যে তাঁহার সাহচর্যের অধিকারী হইয়াও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়িতে পারিলেন না বরং ব্যক্তিস্বার্থের পিছনে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিলেন এবং ঐ সময়ের জীবিত উচ্চ মর্যাদাশালী সমস্ত ছাহাবারাই তাঁহাদের অন্যায়ের সমর্থন করিলেন—আর মওদুদী সাহেব হাল জামানার পরশ পাথর হইয়া এই সমস্ত মহাত্মাদের এছলাহের কাজে লাগিয়া গেলেন। আমাদের আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই দুইজন ছাহাবী শত শত ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্‌র নবীর পিছনে নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। আর তিনি সেই নবী, যেই নবীর একটি কথাও মানব প্রকৃতি-প্রসূত নয় বরং আল্লাহ্‌র ওহী; সেই নামাযের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়াছেন سمع الله لمن حمده "যে কেহ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় এবং প্রিয়পাত্র হইবে।" এই ঘোষণায় পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে এই দুইজন ছাহাবী নিশ্চয়ই সাড়া দিয়াছেন এবং সোৎসাহে বলিয়াছেন "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাদ হাম্‌দ্"। "হে খোদা! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।" নবীর ঘোষণায় একবার মাত্র সাড়া দেওয়াই দোনো জাহানের কামিয়াবীর জন্য যথেষ্ট হইবে। অথচ তাঁহারা একবার নয়, দুইবার নয়, শত শত বার নবীর ডাকে সাড়া দেওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থপরতার কালিমা থেকে গেল এবং কিভাবেই বা স্বার্থপরতার ঘৃণ্য কালিমা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহাদিগকে প্রিয়পাত্র বানাইয়া নিলেন? যাহা رضى الله عنهم ورضوا عنه দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুইজন ছাহাবীকে কি ঘৃণ্যভাবেই না স্বার্থপর বলিয়া মওদুদী সাহেব আক্রমণ করিয়াছেন। নবীর ছোহবতে দুনিয়ার হীন স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দ্বীনের, ইসলামী হুকুমতের মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে স্থান না দিতে পারিলে তবে নবীর ছোহবতের কি মূল্য রহিল? আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন পবিত্রাত্মা মহাত্মা সম্পর্কে মওদুদী সাহেব "স্বার্থপরের" মত জঘন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আসলে দেখা যাইতেছে যে, ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের ধারণাই খারাপ।

ভাল ধারণা ও মন্দ ধারণার হাক্বীক্বত

সাধারণতঃ সাধারণ ভাষায় বক্তা যখন একটা বাক্য বলে, তখন যদি ক্রিয়াপদের উদ্দেশ্য বা কারণ উহ্য থাকে, তখন শ্রোতার মনে একটি 'কেন' প্রশ্নের উদয় হয়।" 'কেন' প্রশ্নের উত্তর যদি বক্তা নিজে দেয়, তবে সে উত্তর হইবে সত্য খাঁটি উত্তর; নতুবা শ্রোতা বা পাঠক যদি নিজে প্রশ্ন করিয়া উত্তর জোটায় তবে তাহা হইবে কাল্পনিক উত্তর। আর কাল্পনিক উত্তর সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। তারপর যদি সেই কল্পনা আর সেই অনুমান সুধারণাপ্রসূত হয় (হোছনে জন) তবে তাহা বৈজ্ঞানিক বিবেচনায়ও অন্যায় হইবে না এবং শরী'অতের দৃষ্টিতেও অন্যায় বা পাপ হইবে না। আর যদি ঐ কাল্পনিক ও আনুমানিক উত্তরটি কু-ধারণা প্রসূত (ছুয়ে জন) হয় তবে তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হইবে অন্যায় আর শরী'অতের দৃষ্টিতে হইবে হারাম এবং পাপ। অধিকন্তু বক্তা যত উচ্চপদস্থ হইবেন, তাঁহার প্রতি কু-ধারণাও হইবে তত অধিক বড় পাপ এবং জঘন্য হারাম। যেমন ضربته অর্থাৎ, আমি তাহাকে মারিয়াছি। আমি একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছি, আমি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। এই বাক্য তিনটির প্রত্যেকটির উপরই প্রশ্ন হইতে পারে। কেন মারিয়াছেন, কি উদ্দেশে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কি উদ্দেশে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন? স্বয়ং বক্তা যদি ইহার উত্তর বলিয়া দেন যে, আমি তাহাকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য মারিয়াছি, ইসলামের খেদমতের জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছি এবং ইসলামের খেদমতের জন্যই এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছি, তবে সে উত্তরটিই হইবে অকাট্য নির্ভুল উত্তর। আর যদি পাঠক বা শ্রোতা কাল্পনিক উত্তর দেয় তবে যদি পাঠক এবং শ্রোতার মনে বক্তার প্রতি কু-ধারণা থাকে তবে হয়ত সে বলিবে যে, তাহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, তাহার সহিত শত্রুতা ছিল সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মারিয়াছেন অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং ইসলামের মূল উচ্ছেদের জন্য এই

প্রস্তাবটি পেশ করিয়াছেন বা এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ কু-ধারণা প্রসূত কাল্পনিক উত্তর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অন্যায় এবং শরী'অতের দৃষ্টিতে হারাম। একজন সাধারণ মানুষের প্রতিও এইরূপ কু-ধারণা করা শরী'অতে জায়েয নাই। বিশেষতঃ যদি সাধারণ মো'মেনের স্তরের উর্ধ্বে আওলিয়াগণের স্তরের বক্তা হন বা আওলিয়াগণের স্তরের উর্ধ্বে ছাহাবাগণের স্তরের বক্তা হন তবে তাঁহাদের সম্পর্কে কু-ধারণা প্রসূত উত্তর হইবে আরও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় পাপ এবং বড় হারাম। আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদের মধ্যে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ۔

অর্থ ঃ "হে মুসলমানগণ! তোমরা কু-ধারণা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ।"

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে,

نهى الله المؤمن ان يظن بالمؤمن سوء ۔ (الدرالمنثور جـ ٢ صـ ٩٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি যে কোন প্রকার কু-ধারণা (বদ-গোমানী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন—

من اساء باخيه الظن فقد اساء بربه ۔ (الدرالمنثور جـ ٢ صـ ٩٦)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বদ-গোমানী করিল, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে বেয়াদবী করিয়া আল্লাহকে কষ্ট দিল।

এ তো গেল সাধারণ মো'মেনের কথা, কোন ওলী-আল্লাহ্ সম্পর্কে বদ-গোমানী (কু-ধারণা) করিলে সে সম্পর্কে হাদীছে কুদছীতে আসিয়াছে ঃ

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب ۔

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি বদগোমানী করিয়া আমার কোন অলী-আল্লাহ্‌র প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সহিত আদাওয়াতি করিবে, তাহাকে আমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোষণা দিতেছি।

— বোখারী শরীফ

আওলিয়াগণের স্তরের উর্ধ্বে ছাহাবাগণের স্তর। ছাহাবাগণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه (القران)

অর্থাৎ, ছাহাবাগণ যাঁহারা সর্বপ্রথম মোহাজের হইয়া এবং আনছার হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়া পরবর্তীকালে ইসলাম ঈমান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লাহ্ তা'আলার উপর রাযী হইয়াছেন।

ছাহাবাগণের সমালোচনার উর্ধ্বে হওয়ার সার্টিফিকেট এর চেয়ে বড় আর কি হইতে পারে? তারপর হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করিয়া ঘোষণা দিয়া বলেন যে—

الله الله فى اصحابى لاتتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذا نى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه (ترمذى جـ ٢ صـ ٢٢٦)

অর্থ ঃ সাবধান! সাবধান!! আল্লাহকে ভয় কর। খবরদার! খবরদার!! আমার পরে আমার আছহাবগণকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করিও না অর্থাৎ, আমার ছাহাবাগণের মধ্যে কাহারো সমালোচনা তোমরা করিও না। কারণ তাঁহারা আমার সাক্ষ্য মতে ও আমার ছনদ দান সূত্রে সমালোচনার উর্ধ্বে এবং যেহেতু আমি তাহাদিগকে সাক্ষ্য ও ছনদ দিতেছি এবং আমার এই সাক্ষ্য প্রদান এবং আমার এই ছনদ দান স্বয়ং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী সূত্রে, অতএব যে কেহ আমার ছাহাবাদিগকে ভালবাসিবে সে ভালবাসা আমাকেই ভালবাসা হইবে এবং যে কেহ আমার ছাহাবাগণকে মন্দ জানিবে বা তাহাদের প্রতি বদগোমানী করিবে বা তাহাদের প্রতি মনে মনে খারাপ ভাব অথবা শত্রুতার ভাব পোষণ করিবে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই মন্দ জানা হইবে এবং আমার প্রতি মন্দ ভাব পোষণ করা হইবে; যে কেহ তাহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে আল্লাহ্‌র দরবারে সেই কষ্ট দেওয়া আমাকে কষ্ট দেওয়ার পর্যায়ে গণ্য হইবে এবং আমাকে কষ্ট দেওয়া স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দেওয়ার পর্যায়ে গণ্য হইবে এবং যে

কেহ আল্লাহকে কষ্ট দিবে সে অতি শীঘ্র আল্লাহ্‌র আযাব এবং আল্লাহ্‌র গযবে গ্রেফতার হইবে। এই হাদীছের দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে ঃ

(১) ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সমালোচনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দোষচর্চা করা হারাম।

(২) ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণের মহব্বত করা, তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা রাখা এবং তাঁহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা ওয়াজেব।

(৩) তাঁহাদেরকে মন্দ জানা বা তাঁহাদের প্রতি মন্দ ধারণা রাখা হারাম।

আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা

এই সূত্রেই আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের এজমায়ী আক্বীদা এই হইয়াছে যে, যাহা ইমাম আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব শরহে ফেক্‌হে আকবরের মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ

لانذكر الصحابة (اى مجتمعين ومنفردين) كما فى نسخة وفى نسخة ولانذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير - (شرح فقه اكبر صـ ٨٥)

যাহারা আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহিবে তাহাদের অন্তরের অকাট্য বিশ্বাস সহকারে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং একজন ছাহাবীরও গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচর্চা করিব না। অর্থাৎ, যে কেহ কোন একজন ছাহাবীর কোনরূপ দোষচর্চা করিবে, সে আর ছুন্নত জামায়াতভুক্ত থাকিতে পারিবে না। সে হয় রাফেজী দলভুক্ত হইয়া যাইবে, না হয় খারেজী দলভুক্ত হইয়া যাইবে, না হয় অন্য কোন গোমরাহ্ পথভ্রষ্ট দলভুক্ত হইয়া যাইবে। এই মর্মে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছহীহ্ ছনদসহ একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীছটি এবারত এইরূপ ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختارنى و اختار اصحابى فجعلهم اصحابى واصهارى وجعلهم انصارى وانه سيجىء فى اخر الزمان قوم ينتقص حقوقهم

ويسبونهم الا فلاتناكحوهم الا فلاينكحوا اليهم - الا فلاتصلوا معهم فان ادركتموهم فلاتدعوا لهم فان عليهم لعنة الله - (كنزالعمال، دار قطنى ابن النجرشيرازى شين عن عق)

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া স্বীয় পরবর্তী উম্মতগণকে বলিয়া গিয়াছেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আমাকে তামাম (সমস্ত) মানব জাতির মধ্য হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবীর পদ দেওয়ার জন্য বাছনী করিয়া নিয়াছেন, তেমনিভাবে আমার ছাহাবাগণকেও তামাম মানব জাতির মধ্য হইতে সমস্ত নবীগণের নিম্নে এবং সমস্ত আওলিয়াগণের উর্ধ্বের পদ দান করিবার জন্য বাছনী করিয়া নিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার জন্য কন্যাদানকারী এবং কন্যা গ্রহণকারী বানাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে আমার সাহায্য ও সহায়তাকারী বানাইয়াছেন। তোমরা জানিয়া রাখ, শেষ জামানায় এমন একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা আমার ছাহাবাগণের প্রতি সম্মানহানিসূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিবে। হে আমার উম্মতগণ! আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, কঠোরভাবে তাক্বীদ করিতেছি, এই রকম লোক যাহারা তাহাদের কন্যা তোমরা বিবাহ করিও না এবং তাহাদের নিকটও তোমাদের কন্যা বিবাহ দিও না। এবং ইহাও অত্যন্ত তাক্বীদের সহিত বলিয়া যাইতেছি যে, এইরূপ লোকদের পিছনে তোমরা নামায পড়িও না; এইরূপ লোকদের জন্য তোমরা দোয়া করিও না। কেননা এইরূপ লোক যাহারা তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে।

এখন আমরা তৌরাত শরীফ হইতে যে তৌরাত শরীফ সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে হযরত মূছা আলাইহিচ্ছালামের উপর নাযিল হইয়াছিল এবং যে কিতাবের হাজারো পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও উহার মধ্যে এই সত্যটুকু এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে যাহাতে মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা-মহাত্মা দশ হাজার সাথী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে তফছীরে হক্কানী হইতে তৌরাতের এবারতের উর্দু তরজমাটুকু পেশ করিতেছি এবং পরে তৌরাত শরীফ হইতে ইংরেজী তরজমার এবারতও সুধী পাঠক সমীপে পেশ করিতেছি। তফছীরে হক্কানী হইতে এবারত ঃ

خداوند سینا سے ایا اور شعیر سے ان پر طلوع ھوا فاران ھی کے پھاسے جلوہ گرھوا دس ھزار قدسیوں کے ساتھ ایا اور اسکے داھنے ھاتہ میں ایك اتشی شریعت انکے لئے تھی۔ (توارت سفر استشنی ۳۳ وی باب)

অর্থ ঃ মহাপ্রভু ছিনাই পর্বত হইতে আসিলেন, ছায়ীর পর্বতে উদয় হইলেন, ফারান পর্বত হইতে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তিনি দশ সহস্র পবিত্রাত্মা মহাত্মাসহ এমন অবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিতুল্য একখানা জ্যোতির্ময় শরী'অত গ্রন্থ (জীবন ব্যবস্থা)।

ওল্ড টেস্টামেন্ট হইতে এবারত ঃ

And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir upto them; He Shined forth from muont Faran and he came with ten thousands of saints, from his right hand went a fiery law.

Deuter Nomay 33/chapter
2 Para
Bible Old Testament

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার ন্যায়নীতি, স্বার্থহীনতা কেবলমাত্র আমাদের হোছনে জনের সুধারণা পোষণের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং কোরআন হাদীছ এমনকি ছাহাবায়ে কেরামের পরম শত্রু ইহুদীদের কবলিত তৌরাত গ্রন্থেও মক্কা বিজয়ী দশ হাজার ছাহাবার নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা এবং মহানুভবতার জলদগম্ভীর ঘোষণা বিদ্যমান রহিয়াছে। আর একথা সকলেই জানে যে, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা মক্কা বিজয়ের সময় নিঃসন্দেহরূপে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সঙ্গে ছিলেন।

ভাল ধারণা এবং মন্দ ধারণার উদাহরণ

যেমন হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, এখানে উম্মতে মুহাম্মাদী অর্থাৎ যে কেহ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মত থাকিতে চাহিবে, তাঁহার উপর এইরূপ ধারণা রাখা ওয়াজেব

হইবে যে, নিশ্চয়ই তিনি নিজের ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই প্রস্তাব পেশ করেন নাই, নিশ্চয়ই তিনি এই প্রস্তাব ইসলামের, মুসলিম জাতির এবং ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী নেজামের হিতের জন্যই পেশ করিয়াছেন। তাহার বিপরীত যদি আমরা এই ধারণা পোষণ করি এবং মনের থেকে বাহির করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করি যে, তিনি এই প্রস্তাব ব্যক্তিগত হীন স্বার্থের জন্য পেশ করিয়াছিলেন তবে আমরা হযরত রছূলে মকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আদেশ অমান্যকারী প্রমাণিত হইব। তার মানে আমরা আমাদের ঈমান ও ধর্ম নিজ হাতে নষ্ট করিব। যদি কেহ এই উক্তি করে যে, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যক্তি স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন তবে তাহার ঈমান ও ধর্ম নষ্ট হইবে।

মওদুদী সাহেব যে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার প্রতি এইরূপ জঘন্য ঘৃণিত মন্তব্য পেশ করার দুঃসাহস করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহার হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আদেশের প্রতি এবং মুসলিম সমাজের ঈমান রক্ষার প্রতি চিন্তা কত স্বল্প, কত লঘু।

এইরূপে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি প্রস্তাব সমর্থন বা গ্রহণ করিলেন অথবা দেশের সমস্ত অঞ্চলের জ্ঞানী-গুণী মোত্তাক্বী পরহেজগার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহারা যাঁহাকে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহাকে পরবর্তীকালের খেলাফত চালাইবার জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছেন। তিনি কেন মনোনয়ন দান করিয়াছেন বা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই কাল্পনিক উদ্দেশ্য বাহির করার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। সুধী পাঠকবৃন্দ! পূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনি নিজের কোন স্বার্থের জন্য বা নিজের পুত্র স্নেহের জন্য অথবা নিজের পুত্রের তরফদারীর জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই বা মনোনয়ন দান করেন নাই; বরং যোগ্যতম পাত্র হওয়ার সাক্ষ্য শুধু দামেস্কেরই নয়—বছরা, কুফা, মক্কা, মদীনা সব কেন্দ্রীয়-প্রধান প্রধান স্থানের গণ্যমান্য পরহেজগার মোত্তাক্বী আলেমগণের সাক্ষ্য পাইয়াছেন, সেই জন্যই তিনি মনোনয়ন দান করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি মন্দ ধারণা রাখা হারাম এবং ভাল ধারণা রাখা ওয়াজেব। যদি তিনি মনোনয়ন দানের কারণ প্রকাশ না-ও করিতেন তবুও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর ফরয ছিল, কু-ধারণা হইতে মনকে পবিত্র রাখা এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা। যখন তিনি (মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই নিজের কাজের বর্ণনা দিয়াছেন, তখন সেই ফরযের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

মন্দ ধারণা এই যে, "তিনি এই প্রস্তাবটি ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করিয়া ইসলামী হুকুমতের ক্ষতি করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা পুত্র স্নেহের বশবর্তী হইয়া অথবা ঘৃণিত রাজতন্ত্র জারী করিবার জন্য এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরী'অত সঙ্গত খেলাফতকে শেষ করিয়া দেওয়ার জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছেন"—এইরূপ ধারণা রাখা হারাম এবং ঈমান ধ্বংসকারী কার্য। হযরত রছূলে মকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মতের মধ্য হইতে বহির্গত না হইয়া এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া কেহই এইরূপ ধারণা রাখিতে বা করিতে পারে না।

এখানে একটি সন্দেহ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, হেদায়া কিতাবের গ্রন্থকার এবং হানাফী মাযহাবের ফতওয়ার কিতাব কাজী খানের গ্রন্থকার তাঁহাদের কিতাবদ্বয়ে 'সুলতানে জায়েরের' অধীনে চাকুরী করা জায়েয আছে—এই মাছ'আলার উদাহরণ দিতে গিয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে ছাহাবাগণ চাকুরী করিয়াছেন, এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা প্রকারান্তরে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সুলতানে জায়েরের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, তাঁহারা ভুল বলেন নাই—ঠিকই বলিয়াছেন। কারণ যাবত পর্যন্ত (৪১ হিঃ রজব মাস) হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পূর্ণ খেলাফত হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর সোপর্দ করিয়া না দিয়াছেন এবং যাবত পর্যন্ত হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনস্থ গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত স্বীকার করিয়া নিয়া হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত না করিয়াছেন—এই সময়ের জন্য হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সুলতানে জায়ের বলা যায়। যদিও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুক্তি এই ছিল যে, আমি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়'আত করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাবত পর্যন্ত তিনি ইসলামী খেলাফত ধ্বংসকারী, খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী দলের শাস্তি বিধান করিয়া ইসলামী খেলাফতের পুনরুদ্ধার না করিবেন তাবত পর্যন্ত আমি বায়'আত করিব না। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই যুক্তি সম্পূর্ণ বাতেল ছিল না, ইহাতেও সত্য নিহিত ছিল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুক্তি এই ছিল যে, "তুমি আগে বায়'আত কর, আমরা এক হইয়া একত্রে খেলাফত ধ্বংসকারীদের শাস্তি বিধান করি।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুক্তিও জোরদার ছিল। এই দুই যুক্তির মধ্যে অধিকাংশ ইমামগণ হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজ্‌মাহুর যুক্তিকেই বেশী জোরদার এবং

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুক্তিকে কমজোর মনে করিয়াছেন। এটা হইল যুক্তির লড়াই, শরী'অত মান্যতা ও অমান্যতার লড়াই নহে। যাঁহারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুক্তিকে দুর্বল মনে করিয়াছেন, তাঁহারা এই অন্তবর্তীকালীন চারি বৎসর সময়ের জন্য হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সুলতানে জায়ের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। সুধী পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার যে, 'সুলতানে জায়ের' শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ এক অর্থ প্রজা উৎপীড়নকারী জালেম বাদশা; দ্বিতীয় অর্থ বক্র পথগামী, কেন্দ্রীয় খলীফার হস্তে বায়'আত করিতে অস্বীকারকারী। কোন শত্রুও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রজা উৎপীড়নকারী বলিয়া কখনও দোষারোপ করে নাই। কাজেই সুলতানে জায়েরের প্রথম অর্থে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কেহই দোষী করেন নাই। অবশ্য দ্বিতীয় অর্থে যতদিন হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর খেলাফত ন্যস্ত করেন নাই, ততদিন পর্যন্ত যেহেতু তিনি কেন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; এইজন্য ঐ সময়ের জন্য উপরোক্ত দুইজন মনীষী হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সুলতানে জায়ের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার পরে সকলে তাঁহাকে খলীফায়ে হক্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ গেল হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ধারণা রাখার বিস্তারিত আলোচনা। আর এই প্রস্তাব সমর্থন করার ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর ভাল ধারণা রাখার অর্থ এই যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব ইসলাম ধর্মের হিতের জন্য, মুসলিম জাতির হিতের জন্য এবং ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী নেজামের হিতের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ ভাল ধারণা রাখা আমাদের উপর ওয়াজেব এবং ইহার বিপরীত ধারণা রাখা আমাদের উপর হারাম। যাহার ঈমানের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা আছে সে ইহার বিপরীত করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কোন কোন লোক কিতাবের এবারতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভুল অর্থ করিয়া সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদিগকে ভুল পথে পরিচালিত করিতে অপচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত, সত্যিকার ঈমানদার যাঁহারা তাঁহারা কোনদিনই এই অপচেষ্টা ধোঁকায় পড়িবেন না।

কোরআন হাদীছে আছহাবে কেরামের ফযীলত

সুধী পাঠক! একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, কোরআন পাক এবং হাদীছ শরীফের বহু স্থানে ছাহাবায়ে কেরামের ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক এবং রছূলে মকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বহু খোশ-খবরী

দিয়াছেন এবং তাঁহাদের দোষ চর্চা করিতে এবং তাঁহাদের প্রতি খারাপ ধারণা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কোরআন হাদীছে আল্লাহ্ এবং রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের মা-বাপের সম্পর্কে জান্নাতের কোন খোশ-খবরী আগে হইতে দিয়া রাখেন নাই। আল্লাহ্ এবং রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের মা বাপের উপর রাযী হইয়া গিয়াছেন, এমন কথাও কোরআন হাদীছের কোথাও নাই, তা সত্ত্বেও এমন কেহ কি আমাদের মধ্যে আছেন যিনি যোগ্য পিতা-মাতার সমালোচনা করিতে, দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং সেই মিথ্যা দোষ সমাজের সামনে প্রকাশ করিতে রাযী হইবেন? বা কেহ কি এমন আছেন যে, তাহার পিতাকে কোন মিথ্যাবাদী শত্রু দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য সমাজের সামনে তাহার দোষচর্চা করিয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু সমাজের জ্ঞানী-গুণীরা তাহার পিতার সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা এবং স্বার্থহীনতা ও মহত্ত্বের কারণে তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ পাইয়া সততার সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও সেই যোগ্য পিতার কোন কুপুত্র ছাড়া কোন সুপুত্র কি পিতার উপরের মিথ্যা তোহমতকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিয়া সমাজের সামনে সেই নির্দোষ পিতাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অপচেষ্টা করিতে পারে? অথবা তাহার বদনাম গাহিয়া শত্রুর সুরে সুর মিলাইয়া অপবাদ রটাইবার চেষ্টা করিয়া বা খুব গবেষক এবং মোহাক্কেক সাজিয়া যোগ্য পিতার গুণের মধ্যে মিথ্যা দোষ তালাশ করার গবেষণা চালাইয়া জগতের সামনে নিজেকে নিজের জাতিকে হাসির খোরাক-রূপে চিত্রিত করিতে প্রচেষ্টা চালাইতে পারে?

আমার মনে হয় আমরা যত বড়ই বক্তা, লেখক বা গবেষক হই না কেন, এমন কাজে কেহই অগ্রসর হইয়া পাণ্ডিত্য দেখাইতে, গবেষণা চালাইতে কিছুতেই অগ্রসর হইতে রাযী হইব না। অথচ দুঃখের বিষয় আমাদের মা-বাপ হইতে লক্ষ-কোটি গুণে যে সমস্ত পবিত্রাত্মা-মহাত্মাগণ শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানীয়, যাহা শুধু আমাদের নিকটই নয়—স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আল্লাহ্র রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, সমস্ত নবীগণ এবং সমস্ত আওলিয়া-আল্লাহ্গণ এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দুশমনগণ ব্যতীত সমস্ত মানব জাতির নিকট সম্মানীয় ও প্রশংসার পাত্র; যাঁহাদের উপর দ্বীন ও ঈমানের বুনিয়াদী গঠন নির্ভরশীল, যাঁহাদের ওছিলায় আমরা কোরআন হাদীছ ও আল্লাহ্ রছূলকে জানিতে, চিনিতে ও মানিতে পারিয়াছি, সেইসব মহাত্মাদের সম্পর্কে জনাব মওদুদী সাহেব স্বার্থপর-সুবিধাবাদী, জাহেলিয়াতের অনুসারী, ভুল পলিসি করনেওয়ালা এবং স্বজনপ্রীতির মত জঘন্যতম গালি মিথ্যাবাদী শত্রুদের পদানুসরণ করিয়া স্বকপোলকল্পিতভাবে মিথ্যা জঘন্য মন্তব্য করিবার দুঃসাহস

করিয়াছেন এবং কিতাব ছাপাইয়া দিয়া অন্ধ অনুকরণপ্রিয় বাতেলদের দ্বারা প্রচার করাইয়া মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে সমূলে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস পাইতেছেন।

অথচ আমরা পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছি যে, কোরআন এবং হাদীছে কঠোরভাবে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দোষচর্চা করা এবং খুঁজিয়া খুঁটিয়া মিথ্যা-মিথ্যি দোষ বাহির করাকে হারাম করা হইয়াছে; কেননা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন খুঁটি-নাটি ত্রুটি হইয়া গেলে তাহা তাঁহাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং ক্ষমাপ্রার্থী মহৎ-আল্লাহ্ রাছূলানুগত প্রাণের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের অনেক জায়গায় প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়া তাহা মাফ করিয়া দিয়া তাঁহাদের উপর রাযী হইয়াছেন।

কোরআনের এই ঘোষণা সূত্রে এবং রছূলে মকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের কড়া আদেশ নিষেধ এবং ঘোষণা সূত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ছাহাবীদের দওরের মধ্যে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেয়ীন, তবয়ে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীনদের দওরের মধ্যে এবং তৃতীয় শতাব্দীতে আয়েম্মায়ে মোহাদ্দেছীনদের দওরের মধ্যে উমাইয়া খালীফাদের শত্রু পক্ষ আব্বাছিয়া খলীফাদের দওরেরও একমাত্র ছাবায়ী (খারেজী-রাফেজী) ফেরকা ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানই কোন নিম্ন স্তরের ছাহাবীরও দোষ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় লাগে নাই বরং তাহারা সর্ববাদী সম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে,

لانذكر الصحابة الا بخير -

আমরা চৌদ্দশত বৎসর দূর হইতে ঐ সমস্ত মহাত্মাদের উপরে উঠিয়া কেমন করিয়া বিচার করিতে পারি? ইহা একেবারেই অসম্ভব। এইজন্যই তাঁহারা আমাদিগকে নিরাপদ পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন—খবরদার! যদি আল্লাহ্র গযব ও রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অভিসম্পাত হইতে বাঁচিতে চাও তবে হযরত আলী অথবা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দুই পক্ষের কোন পক্ষের দোষচর্চার ভয়াবহ কাজে আত্মনিয়োগ করিও না। কারণ কোন ছাহাবীর রায়-ই হীন স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইসলামের এবং উম্মতের হিত চিন্তার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদিগকে আমাদের ইমামগণ ছহীহ হাদীছ হইতে বাহির করিয়া এই ওছিয়ত দান করিয়া গিয়াছেন যে, ছাহাবীদের এজমায়ী মতকে নির্ভুল মনে করিয়া

তাহা অনুসরণ করিতে হইবে এবং যদি কুত্রাপি দুইজন ছাহাবীর মধ্যে দ্বি-মত হইয়া থাকে তবে দুইজনের যে কোন একজনের মত ও পথকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু দ্বিতীয়জনকে দোষারোপ করা বা তাঁহার ভুল ধরা আমাদের জন্য জায়েয নাই। কারণ ভুল ধরিতে পারে বড় ছোট এর। আমরা যদি তাঁদের মিথ্যা ভুল ধরিতে যাই তবে প্রকারান্তরে তাঁহাদের থেকে আমাদের বড় হওয়ার দাবী করা হয়। অথচ এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মহাপাপ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাপাপ কেন হইবে? মহাপাপ এই জন্য হইবে যে, আমরা যদি ছাহাবাদের দোষ ধরিতে যাই তবে যে ভিত্তিতে দোষ ধরিতে যাইব, সেটা নিশ্চয়ই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রছূল বা খোলাফায়ে রাশেদীন বলিয়া যান নাই যে, তোমরা রছূলের ও ছাহাবীদের দোষ ধর; বরং কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই আমরা ছাহাবাদের দোষ ধরিতে গেলে সেইটা হইবে আমাদের ছুয়ে জন (কুধারণা)। আর ছুয়ে জন একজন সাধারণ মোমেনের প্রতিও কোরআনে হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং ছাহাবায়ে কেরাম যেহেতু নবীদের স্তরের পরে সর্ব উচ্চস্তরের মহামানব, তাঁহাদের উপর ছুয়ে জন রাখা হইবে আরও অধিক বড় হারাম ও মহাপাপ। এই জন্যই ইসলামের কোন প্রাণঘাতী দুশমন ছাড়া ইসলামের এবং ঈমানের প্রতি যাঁহাদের সামান্যতমও দরদ আছে; তাহারা কিছুতেই ছাহাবায়ে কেরামদের তথা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিন্দুমাত্রও দোষচর্চায় লিপ্ত হন নাই, দোষ খোঁজেন নাই; বরং তাঁহার যুগে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং প্রথম চারি খলীফার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সর্ববাদী সম্মতভাবে মান্য করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ এই যে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্ববিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইবনুল আরবী যখন বাগদাদে আসিয়াছেন তখন তিনি বাগদাদের মসজিদসমূহে সাইন বোর্ড আকারে লেখা দেখিয়াছেন ঃ

مكتوب على ابواب مساجدها ؛ خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ابو بكر الصديق رضـ (٢) ثم عمر بن الخطاب رضـ (٣) ثم عثمان رضـ (٤) ثم على بن ابى طالب (٥) ثم معاوية خال المؤمنين ابن ابى سفيان رضـ ؛
(العواصم من القواصم صـ ٢١٣)

অর্থাৎ, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, তারপর হযরত ওমর, তারপর হযরত ওছমান, তারপর হযরত আলী এবং তারপর হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুম। পাঠক! লক্ষ্য করুন, সেই জামানাটি ছিল আব্বাছিয়াদের চরম উন্নতির জামানা বরং বলিতে গেলে বাগদাদ ছিল তখনকার যুগে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রীয় শহর এবং লক্ষ লক্ষ ওলামা, ছোলাহা, ফোকাহা ও মোহাদ্দেছীনদের একত্রিত হইবার কেন্দ্রীয় শহর এবং এমন হুকুমতের কেন্দ্রীয় শহর যে হুকুমত ওয়ালারা উমাইয়াদের সহিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিয়া শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন ও প্রকাশ্যভাবে উমাইয়া খলীফাদের সমালোচনায় এবং শত্রুতায় লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, এত শত্রুতা ও প্রতিহিংসা থাকা সত্ত্বেও আব্বাছিয়া খলীফাদের কেহই উমাইয়া বংশের অন্তর্ভুক্ত হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কোন কু-ধারণা তো করেন-ই নাই; অধিকন্তু সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই কারণেই এবং তাহারই ফলে মসজিদসমূহে এই সাইন বোর্ড স্থায়ীভাবে কায়েম ছিল। নতুবা এমনটি কিছুতেই সম্ভব হইত না। অথচ আফছোছের বিষয়, মওদুদী সাহেব এমন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা সম্পর্কে কেবলমাত্র বিষোদগার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার কু-ধারণার আরও কয়েকটি পলিদ উক্তির দ্বারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করার অপচেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কথা কয়টি উল্লেখ করিয়া উহার আসল হাক্বীক্বত এবং মওদুদী সাহেবের কু-ধারণার নমুনা আপনাদের খেদমতে পেশ করিয়াছি।

ছাহাবাগণের প্রতি কু-ধারণার বিষোদগার

মওদুদী সাহেবের কেতাব "খেলাফত ও মুলুকিয়াতের" ১৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখিতেছেন ঃ

مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رضـ نے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی، کتاب وسنت کی روسے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں

داخل کرنا چاهئے اور باقی چارحصه اسی فوج میں تقسیم کئے جانے چاهئے جولڑائی میں شریك هوئی هو، لیکن حضرت معاویه رض نے حکم دیا که مال غنیمت میں سے چاندی سونا انکے لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال شرعی قاعده کے مطابق تقسیم کیا جائے ۔

অর্থাৎ, গনিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া কোরআন ও ছুন্নাতের প্রকাশ্য হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কোরআন ও ছুন্নাহর হুকুম এই যে, সমস্ত মালে-গনিমতের $^1/_5$ (এক পঞ্চমাংশ) বায়তুল মালে জমা করিতে হইবে এবং বাকী $^4/_5$ (চারি ভাগ) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া প্রথমে তাঁহার নিজের জন্য সোনা-চান্দি পৃথক রাখিয়া অবশিষ্ট মাল শরী'অতের বিধান অনুসারে ভাগ করার হুকুম দিয়াছেন।

আমি বলিতেছি, এই কথাগুলি সম্পূর্ণ জাল এবং অসত্য কথা। আমি আরও চ্যালেঞ্জ করিতেছি, শুধু মওদুদী সাহেব কেন, তাঁহার অন্যান্য সাহায্যকারী বন্ধুরা সম্মিলিতভাবেও কেয়ামত পর্যন্ত এই কথার কোন বিশ্বস্ত দলীল পেশ করিতে পারিবেন না। ইহা মওদুদী সাহেবের ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বদ-গোমানী ছাড়া আর কিছুই না। মওদুদী সাহেবের বদগোমানীর নজীর দেখুন ঃ

তিনি বেদায়া-নেহায়ার হাওয়ালা দিয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মিথ্যা দোষারোপ করার অপচেষ্টা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত রায় প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন যে, গনিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া কোরআন হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাপ করিয়াছেন এবং এই কথার সমর্থনের জন্য মওদুদী সাহেব বেদায়া-নেহায়ার থেকে বলেন, হযরত মোয়াবিয়া গনিমতের মালের মধ্য হইতে সোনা-চান্দি নিজের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছিলেন, অথচ দুঃখের বিষয়, মওদুদী সাহেবের এই উদ্ধৃতিটি বেদায়া-নেহায়া কিতাবের ৮ম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় যে স্থান হইতে লইয়াছেন সেই স্থানেই মওদুদী সাহেবের উদ্ধৃতিটির কেবল পরেই لبيت المال অর্থাৎ "সরকারী ধনাগারের জন্য, জনসাধারণের সম্পত্তির জন্য" শব্দটি বহাল তবিয়তে রহিয়াছে; যাহার দ্বারা জনাব মওদুদী সাহেবের বদ-গোমানীর জন্য পেশকৃত বাক্যটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। অথচ মওদুদী সাহেব এই لبيت المال শব্দটি অতি সন্তর্পণে হজম করিয়া

গিয়াছেন। এখানে বাক্যটির মধ্যে لبيت المال শব্দটির অর্থ যে সরকারী ধনাগার এবং জনসাধারণের সম্পত্তি একথা তো সকলেরই জানা আছে, কাজেই এই শব্দটির উল্লেখ করিলে মওদুদী সাহেবের কু-ধারণার সোনা-চান্দির মহলাটি যে মাঠে মারা যাইত এবং পবিত্রাত্মা-মহাত্মা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সাথীদের প্রতি কোন প্রকারেই যে বদ-গোমানী করিয়া ফযীলত হাছিল করা যাইত না; এটা মওদুদী সাহেব যখন নিজে আরবী ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন তখন হয়ত নিশ্চয়ই ভালভাবে বুঝিয়াছেন। এই জন্যেই আমরা জনাবের সোনা-চান্দির মহলাটির মধ্যে لبيت المال (সরকারী ধনাগারের জন্য) শব্দটিকে অনুপস্থিত দেখিতেছি।

অথচ অতীব দুঃখের বিষয় যে, মওদুদী সাহেবকে এই বুদ্ধিটি কে দিল যে, যে কিতাব মওদুদী সাহেবের নিকট আছে তাহা অন্য কাহারও নিকট থাকিবে না, বা আরবী ভাষায় لبيت المال "লিবায়তিল মাল" শব্দটির যে কি অর্থ তাহা কোন আল্লাহ্‌র বান্দা বুঝিতে পারিবে না। মওদুদী সাহেবের এই সত্যটি তো অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, এখনও কওমের মধ্যে এমন সহস্র সহস্র আল্লাহ্‌র বান্দা রহিয়াছেন যাহারা পেটের জন্য, ভোগের জন্য বা পদের জন্য নয়, খালেছ আল্লাহ্‌র জন্যই, আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেফাজতের জন্যই যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আল্লাহ্‌র মনোনীত আরবী ভাষাকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এমন দিবালোকে পুকুর চুরির মেছাল আমাদের শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব মুসলিম সমাজকে উপহার দিবেন এই ধারণা আমাদের কোন দিনই ছিল না।

আমরা যদি প্রকাশ্যভাবে শব্দটি দেখিতে না-ও পাইতাম এবং খলীফা নিজের জন্য মাল জমা করার কথা বলিয়াছেন লেখা দেখিতে পাইতাম তবুও কোন পাগলেও এই কথা বিশ্বাস করিত না যে খলীফা ইহা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিতে রাখিতে বলিয়াছেন। কেননা এই কথা সকলেই জানে যে খলীফা নিজেই বায়তুল মালের রক্ষক, কাজেই নিজের জন্য বলিলেও বায়তুল মালের কথাই বুঝা যাইত। আমরা আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারি না যে, একজন মুসলমান জ্ঞানী ভদ্রলোক কিভাবে একটা বেহুদা কথাকে টানিয়া-খিঁচিয়া কাট্‌-ছাঁট্‌ করিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে একজন আল্লাহ্‌র রছূলের সাথীর উপরে দোষ চাপাইতে অপচেষ্টা করিতে পারেন? এর দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর মওদুদী সাহেবের ভক্তি ও মহব্বত কত ঠুন্‌কো ও অন্তঃসারশূন্য এবং আখেরাতের ব্যাপারে কত উদাসীন এবং ঈমানের প্রতি কত নির্মম ও নিষ্ঠুর।

গনিমতের মালের বণ্টন ব্যাপারে আমরা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এই বলিতে পারি যে, তিনি এই মাল নিজের জন্য কখনও লইতে পারেন না, নেন-ও নাই। এই মাল তিনি বায়তুল মাল তথা সর্বসাধারণের জন্যই জমা করার হুকুম দিয়াছিলেন।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারে যে, বায়তুল মালে সমস্ত গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ যাইবে, শুধু সোনা-চান্দির দ্বারা বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ কেন পূরণ করা হইবে যাহা পূর্ববর্তী খলীফারা করেন নাই?

সুধী পাঠকের এই কথা জানা উচিত যে, বায়তুল মালের সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী নহে আর তাহার মালিকও ব্যক্তিবিশেষ নহে, এই জন্যই যে বস্তু অধিক স্থায়ী এবং সংরক্ষণে সহজ, নষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকে না তাহাই বায়তুল মালে রাখা যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশে এত মাল জমা হইত যে, যদি উট, বকরী এবং অন্যান্য অস্থায়ী মাল বায়তুল মালে দাখিল করা হইত তবে তাহা রাখিতে রাজধানীর একটা বিরাট জায়গা একোয়ার করার প্রয়োজন হইত, অথচ এই অস্থায়ী মাল সংরক্ষণ দুষ্কর হইত। তখনকার দিনে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এতই ভাল ছিল যে, যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এই কারণেই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এজতেহাদ করিয়া এই চমৎকার বিধানের দ্বারা বায়তুল মালে সোন-চান্দি জমা রাখিয়াছেন, ইহা ছুন্নতের খেলাফ নহে।

কোরআন হাদীছ এবং এজমায়ে ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ভিত্তিতে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মাল সম্বন্ধে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নিয়ম জারী করিয়া গিয়াছেন—হযরত ওসমান, হযরত আলী ও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁহারা কেহউ সেই নিয়মের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য দরকারবশতঃ এজতেহাদ করিয়া বাড়াইয়াছেন বটে। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু পূর্ববর্তী খলীফাগণের নীতিকে (ছুন্নতকে), আদর্শকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ বলেন, তবে তাহা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে, যাবৎ না তাহা ছহীহ্ দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করিবেন। কিন্তু মওদুদী সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁহার ছুয়ে জনের (কু-ধারণার) কারণেই দোষারোপ করিয়াছেন, এটা তাঁহার ইসলামের শত্রুদের গোপন শত্রুতামূলক লিটারেচার বা ইতিহাস পড়ার কারণেও হয়তো হইতে পারে। এই জন্যই হয়ত তিনি হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যায়ভাবে বায়তুল মালে হস্তক্ষেপ করার মত জঘন্য মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন। এটা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জন্য বলিতেছি যে, যে কিতাবের হাওয়ালা

দিয়া মওদুদী সাহেব এই অসহনীয় মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন সেই "বেদায়া নেহায়া" কিতাবের ৮ম জিলদের ২৯ পৃষ্ঠায়ই لبيت المال শব্দটি তো পরিষ্কারভাবে আছেই। যাহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করারও সুযোগ থাকে না, তদুপরি নিম্ন ঘটনাটি পাঠ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের মওদুদী সাহেব হামেশা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁহার কু-ধারণার কারণে যে গবেষণায় মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র ছিলেন। ঘটনাটি আল্লামা ইবনে হজর মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কিতাব "তাত্হীরুল জেনান ওয়াল-লেছান"-এর ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু জনসাধারণের মধ্যে আম্‌রে বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মোন্‌কারের امر بالمعروف نهى عن المنكر (বাকস্বাধীনতার) সৎ সাহস আছে কি-না এটাই পরীক্ষার জন্য দামেস্কের শাহী মসজিদে জুমু'আর খোৎবায় ঘোষণা দিলেন—

انه (معاوية) خطب يوم الجمعة فقال انما المال مالنا والفئ فيئنا فمن شئنا متعناه فلم يجبه احد ثم خطب يوم الجمعة الثانية كذلك فقام اليه رجل فقال كلا انما المال مالنا والفئ فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه الى الله تعالى باسيافنا فمضى فى خطبته ثم لما وصل منزله ارسل للرجل فقالوا هلك ثم دخلوا فوجدوه جالسا معه على سريره فقال لهم ان هذا احيانى احياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من بعدى امراء يقولون فلايرد عليهم يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة وانى تكلمت اول جمعة فلم يرد على احد فخشيت ان اكون منهم ثم فى

الجمعة الثانية فلم يرد على احد فقلت انى منهم ثم تكلمت فى الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد على فاحيانى احياه الله تعالى ۔ (تطهير الجنان واللسان صـ ٤٧)

একদা জুমু'আর খোৎবায় মিম্বরের উপর বসিয়া সমস্ত জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা দিলেন—"রাষ্ট্রের বায়তুল মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার। আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব না, ইহাতে টু শব্দটি করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এইরূপ বলায় কেইহ কোন প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর দ্বিতীয় জুম'আয় আবার উপরোক্ত ঘোষণা দিলেন কিন্তু তখনও কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। পুনরায় তৃতীয় জুমু'আয় আবার এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিলেন; তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং খলীফার কথার প্রতিবাদ করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, সাবধান! রাষ্ট্রের বায়তুল মালের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের জনসাধারণের, ইহাতে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার আপনার কোনই অধিকার নাই; ইহার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে আমরা তলোয়ারের দ্বারাই তাহার মীমাংসা করিব। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু খোৎবা শেষ করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং ঐ লোকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—"এই লোকের আজ আর রক্ষা নাই।" অতঃপর লোকেরা কৌতূহলী হইয়া খলীফার গৃহে গমন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, সেই লোকটি খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন। তখন হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি আমাকে বাঁচাইয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখুন, কেননা আমি হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমার পরে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না, তাহারা এমনভাবে দোযখে প্রবিষ্ট হইবে যেমন করিয়া বানরের দল একের পিছে এক একদিকে ধাবিত হয়। (ইহা পরীক্ষার জন্য) আমি প্রথম জুমু'আয় এই ঘোষণা দিয়াছিলাম যে, হয়ত আমি এই দলভুক্ত হইয়া পড়ি কি-না! অতঃপর দ্বিতীয় জুমু'আয় আবার এই ঘোষণা দিলাম, তখনও কেহই ইহার প্রতিবাদ করিল না। তখন আমি মনে করিলাম, হায়! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর তৃতীয় জুমু'আয় আমি আবার সেই ঘোষণা দিলাম, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমার কথার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া আমাকে রক্ষা

করিল, বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করি, আল্লাহ্ যেন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ঘোষণাটি এই জন্য দিয়াছিলেন না যে, তিনি বায়তুল মালের একচ্ছত মালিক হইবেন বা কোরআন হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বায়তুল মালের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের সম্পত্তি হইতে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবেন; বরং লোকের মধ্যে জামানার পরিবর্তনের কারণে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আসল ছুন্নত আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুন্কারের অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের এবং অন্যায়কে অপসারণ করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার, অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করিয়া ন্যায়ের পথে অটল অচল থাকিবার পূর্ণ প্রেরণা ও সৎ সাহস আছে কি-না? যাহার সহায়তায় দেশের শাসনকর্তাদেরও ন্যায়ের পথে থাকা অতি সহজসাধ্য হয় এবং ন্যায়ের উপর থাকিতে বাধ্য হয়; এই গুণটা পরীক্ষা করার জন্যই এই ঘোষণাটি দিয়াছিলেন। এই কথার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, নির্লোভতা, নিঃস্বার্থতা এবং শরী'অতের পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সাথে ইহাও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আমাদের আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের নেক ধারণা অবাস্তব নয় মোটেই বরং অধিকতর নেক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব সত্য। আর জনাব মওদুদী সাহেবের বর্ণনা সম্পূর্ণ কু-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উদ্ধৃতিটি একেবারেই অসম্পূর্ণ। আমরা যেহেতু কাহারও মনের কথা বলিতে পারি না কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহা একেবারেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—মওদুদী সাহেবের ইতিহাস জ্ঞানও কত অপক্ক, শত্রুদের থেকে ধার করা ও মনগড়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি তাহার আক্বীদা কত মারাত্মক এবং ধারণা কত খারাপ। সমাজে যখন এই আক্বীদা ছড়াইবে তখন কি বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি হইবে? ব্যাপারটা যেহেতু আখেরাতের ব্যাপার, ধর্মের এবং ঈমানের ব্যাপার, এই জন্যই আমরা জনসাধারণকে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া নিজেদের ধর্ম, ঈমান এবং আখেরাতের হেফাজত করিতে বলিতেছি এবং মওদুদী সাহেবের বাক পটুতায় এবং ভাষা চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম, ঈমান এবং পরকাল বরবাদ না করিতে সাবধান করিতেছি।

মওদুদী সাহেব তাহার "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" কিতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দোষ চর্চা করিতে গিয়া জেয়াদের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন যে, (জেয়াদ ইব্‌নে ছোমাইয়া)

زیاد ابن سمیه کا استلحاق بهی حضرت معاویه رضی اللّه عنه کے ان افعال میں سے هے جن میں انهوں نے سیاسی اغراض کےلئے شریعت کے ایك مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تهی۔

অর্থ ঃ "জেয়াদ ইবনে ছোমাইয়া হযরত মোয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের জেনার সন্তান ছিল। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাই বানাইয়া লইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ শরী'অতের খেলাফ।"

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু সুফিয়ান যখন কাফের ছিলেন তখন তিনি একজনের একটা বান্দীর সহিত জেনা করিয়াছিলেন, সেই জেনার দ্বারা জেয়াদ পয়দা হইয়াছিল; সে অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন বীর পুরুষ শাসনকর্তা ছিল। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাকে ভাই বানাইয়া নিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইসলাম পূর্ব অধিকাংশ নছবকে ঠিক রাখিয়াছিলেন এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, হযরত জেয়াদের ব্যাপারটাও ঐ পর্যায়ে পড়িবে। এই জন্যই তিনি জেয়াদকে ভাই বানাইয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন ওলামাগণ বুঝাইয়াছেন যে, জেয়াদকে ভাই বানাইয়া নেওয়া আপনার জন্য জায়েয হইবে না, এই কথা শোনার পর হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মছলা হইতে রুজু করিয়াছেন। যেমন নিম্নের বাক্য দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে। হযরত মোয়াবিয়া বলেন ঃ

قضاء رسو اللّه صلی اللّه علیه وسلم خیر من قضاء معاویة۔ (رجاله ثقات ، مجمع الزوائد ج ١٣ صـــ)

অর্থাৎ, যদিও এই ধরনের ঘটনার নছব ছাবেত হইয়া যায় বলিয়া আমি পূর্বে রায় দিয়া থাকি কিন্তু নছবের ব্যাপারে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের

বিস্তারিত আইন জানিবার পর আমি মোয়াবিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, "মোয়াবিয়ার ফয়ছালার চাইতে রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ফয়ছালাই শ্রেষ্ঠ! (অতএব আমি এই ভুল হইতে রুজু করিলাম)। ভুলের থেকে রুজু করার পর সেই ব্যক্তির উপর হামলা করা যে অতি বড় অন্যায়, তাহা কি মওদুদী সাহেব বুঝিতে পারেন নাই? কিন্তু মওদুদী সাহেবের ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উপর আক্বীদার দুর্বলতার কারণে এখনও তিনি গাহিয়া বেড়াইতেছেন যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বার্থের জন্য শরী'অতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, ভুল হওয়াটা বড়ছে বড় ওলী আল্লাহ্‌র থেকেও অসম্ভব নয়, ভুল স্বীকার করিয়া নেওয়াই বড় গুণ, আমরা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে এই গুণটি দেখিতে পাইতেছি। মওদুদী সাহেবের মধ্যে এই বড় গুণটি দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইতাম।

মওদুদী সাহেবের "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে শত্রুদের শিখানো কথা গাহিয়া বলিতেছেন—

ایک اور نهایت مکروه بدعت حضرت معاویه کے عهد میں یه شروع هوئی که وه خود اور انکے حکم سے انکے تمام گورنر خطبوں میں بر سر ممبر حضرت علی رضہ پرسب و شتم کی بوچهاڑ کرتے تهے حتی که مسجد نبوی میں ممبر رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم پر عین روضه نبوی کے سامنے حضور صلی اللّه علیه وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیان دیجاتی تهی۔

অর্থাৎ, "হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় আর একটি ঘৃণিত জঘন্য বেদ'আত এই শুরু হইয়াছিল যে, মিম্বরের উপর বসিয়া তিনি নিজে এবং তাহার গভর্নরগণ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর নিন্দা-কুৎসার বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন, এমনকি মসজিদে নববীর মধ্যে স্বয়ং হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মিম্বরের উপর বসিয়া ঠিক রওজা শরীফের সামনে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পরম প্রিয় পাত্রকে গালি দেওয়া হইত।"

আমরা মওদুদী সাহেবকে মনে করিয়াছিলাম যে, তিনি একজন দক্ষ ইতিহাসবেত্তা; বিশেষ করিয়া ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তিনি যে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণের সম্পর্কে এমন ভুল, জাল এবং সাজান-গোছান মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বর্ণনা সমাজের সামনে পেশ করিয়া আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস পাইবেন ইহা আমাদের ধারণারও বাইরে ছিল। তিনি (মওদুদী সাহেব) একটা জামায়াতের আমীর বা পরিচালক। বহু লোকে তাহার তত্ত্ব ও তথ্যের হাওয়ালা দিয়া কথা বলিতে পারেন, কাজেই তাহার কথার দ্বারা সমাজের যত অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ তাহার সংগৃহীত তথ্যাদি ভুল হইলে, প্রবঞ্চনাপূর্ণ হইলে তাহার দ্বারাও সমাজ তত অধিক বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হইয়া গোমরাহীতে পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই দিকে মওদুদী সাহেব বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া দুইজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহ্ইয়ার এবং হেশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ছায়েমে কাল্‌বির বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া একজন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা বিচক্ষণ ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর এমন জঘন্যতম হামলা ও দুঃসাহসিক আঘাত করিবার অপপ্রয়াস পাইয়াছেন, অথচ তিনি যে "তারীখে তাবারীর" হাওয়ালা দিয়াছেন, সেই তারীখে তাবারীর লেখক মুহাম্মদ ইবনে জরীর রহমাতুল্লাহি محمد بن جرير পরিষ্কারভাবে এই উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কিভাবে একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া একজন বিচক্ষণ ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা-মিথ্যি হামলা চালাইয়াছে। ইমাম ইবনে জরীর শুধু এতটুকুই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, শক্ররা ইসলামের মুখোশ পরিয়া ইসলামের উপর, ইসলামের মজবুত স্তম্ভ ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর কিভাবে অতি সন্তর্পণে আঘাত হানিবার অপচেষ্টা করিয়া থাকে। তিনি নিজে কোন মন্তব্যই করেন নাই, শিয়া মিথ্যাবাদীরা কিভাবে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করিয়া কিভাবে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের বদনাম করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দিয়া আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিয়াছেন মাত্র, যাহাতে আমরা এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের বেড়াজালে আটকা না পড়ি।

فما يكن فى كتابى هذا من خير ذكرناه عن بعض المصبين مما يستنكره قاريه او يستشيئه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة فليعلم انه لم يؤت فى ذلك من.قبلنا وانها اتى من قبل بعض ناقليه الينا وانما ادينا ذلك على نحو ما ادى الينا ـ

(مقدمة تاريخ الطبرى صـ٨)

অথচ মওদুদী সাহেব যাচাই-বাছাই করিয়া কেবলমাত্র দুই একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়ার রেওয়ায়েতকেই তিনি কিভাবে পছন্দ করিয়া লইলেন এবং অন্য সমস্ত ছহীহ্ রেওয়ায়েত বাদ দিয়া এই মিথ্যার সহিত নিজের দায়িত্বে আপন কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মহৎপ্রাণ ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর কলঙ্ক লেপনের দুঃসাহস করিলেন, এটা তিনিই ভালভাবে জানেন। তিনি যদি এটা না জানিয়া এবং না বুঝিয়া আপন কল্পনার ঘোড়া ছুটাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাহার ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী পবিত্র সমাজ সম্পর্কে চরম অনভিজ্ঞতা এবং চরম দীনতারই পরিচয় মাত্র। আর যদি তিনি জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এইরূপ মারাত্মক পদক্ষেপ করিবার সাহস পাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাহার ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের সহিত চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনারই পরিচয় মাত্র। মুসলিম সমাজ তাহাকে ইসলামের ও মুসলমানদের হিতৈষী বন্ধু মনে করার পরিবর্তে ইসলামের মূলোচ্ছেদকারী গোপন শত্রুদের গোপন হাতিয়ারের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া ধারণা করা ছাড়া অন্য কোন পথ পাইবে না। এ কথা সকলেরই জানা উচিত যে, ইসলামের ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মূল ভিত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদদের আনুমানিক ধারণা বা বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়, ইসলামের ইতিহাস বা অন্য যে কোন ইতিহাসই হউক না কেন, ইহার সত্যতা মাপের, যাচাইয়ের একমাত্র মূল কাঠি, বুনিয়াদ ও ভিত্তি কোরআন ও হাদীছ। এই ভিত্তির মাপকাঠিতে যে ইতিহাস দর্শনকে আমরা সঠিক পাইব তাহাকেই আমরা সত্য এবং খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিব, অম্লান বদনে মানিয়া লইব, অন্যথায় যে ইতিহাস এবং যে দর্শনকে আমরা এই মূলনীতির বিরুদ্ধে পাইব তাহাকেই জাল, মিথ্যা এবং ধোঁকা বলিয়া নর্দমায় নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইব, ইহাই আমাদের সত্য-মিথ্যা বাছাইয়ের মূল তুলাদণ্ড। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জানি না মওদুদী সাহেব কিভাবে একজন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এমন সব জাল বর্ণনা ও মিথ্যা মন্তব্যের আশ্রয় নিলেন যাহা দলিল-প্রমাণাদি তো দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞানেও নর্দমায় নিক্ষেপের উপযুক্ত। মওদুদী সাহেবের এতটুকু চিন্তা করিবারও অবকাশ হইল না বা সুযোগ পাইলেন

না যে, যে ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে একশত ত্রিশখানা ছহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে, যাঁহার উপর আমাদের দ্বীন ও ঈমান নির্ভরশীল, সেই মহাত্মা সম্পর্কে এমন ঘৃণিত মিথ্যাবাদী শিয়ার মন্তব্য কিভাবে দলীল হিসাবে পেশ করা যায়, যাহা একজন ইসলামের শত্রুর দ্বারাও সম্ভব বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না। এবং সেই সঙ্গে নিজের কুধারণা-প্রসূত খেয়ালী মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া সমাজের সামনে, জগতের দরবারে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হেয়, দোষীরূপে চিত্রিত করিবার অপচেষ্টা করিতে মওদুদী সাহেবের একটু লজ্জাবোধ করা উচিত ছিল।

যে মিথ্যাবাদীর উপর নির্ভর করিয়া মওদুদী সাহেব এত বড় জলিলুল ক্বদর ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এমন জঘন্য মন্তব্য করিতে সাহস পাইয়াছেন সেই ছহীহ জালকারী মিথ্যাবাদী রাবী, ধোঁকাবাজ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত-সর্বজনমান্য ইমামগণ কি মন্তব্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল। আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহ্ইয়াহ এবং তাহার শিষ্য হেশাম কল্বী সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার বিখ্যাত কিতাব "মিনহাজুচ্ছুন্নাহ্র" তৃতীয় জিল্দের ১৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ঃ

اكثر المنقول من المطاعن الصريحة، هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل ابى مخنف لوط بن يحيى ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبى وامثالهما من الكذابين وهو من اكذب الناس هو شيعى يروى عن ابيه وابى مخنف وكلا هما متروك كذاب وقال ابن عدى ابوه ايضا كذاب و قال الزائدة والليث و سليمان التيمى هو كذاب وقال يحيى ليس بشئ كذاب ساقط وقال ابن حبان وضوح الكذب فيه اظهر من ان يحتاج الى الاغراق فى وصفه ۔

(منهاج السنة جـ ٣ صـ ١٩)

قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ابومخنف لوط بن يحيى عن الكلبى لوط والكلبى كذابان ۔ (اللالى، المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة جـ ١ صـ ٣٨٩) وقال شمس الدين ابن خلكان المتوفى ٦١٨هـ وكان الكلبى المذكور هشام بن محمد بن السائب الكلبى من اصحاب عبد الله بن سبا الذى كان يقول ان على بن ابى طالب رضـ لم يمت انه راجع الى الدنياء ۔

(وفيات الاعيان جـ ٣ صـ ٤٣٧)

وقال العلامة الذهبى فى ميزان الاعتدال ج صف٨٢-٣٨١ قال يزيد بن زريع وكان هشام ابن محمد ابن السائب سبائيا وقال الاعمش اتق هذه السبائية فانى ادركت الناس وانما يسمونهم الكذابين وقال ابن حبان كان الكلبى سبائيا من اولئك الذين يقولون ان عليا لم يمت وانه راجع الى الدنيا ۔

(ميزان الاعتدال جـ ٢ صـ ٣٨١)

وقال ابن تيمية ابومخنف وهشام بن محمد بن السائب وامثالهما من المعروفين بالكذب عند اهل العلم ۔

(منهاج السنة جـ ١ صـ ٣٧)

لوط بن یحیی ابو مخنف اخباری تالف لایوثق به ترکه ابوحاتم وغیره وقال ابن عدی، شیعی محترق صاحب اخبارهم (میزان الاعتدال جـ ۲۰ صـ ۲٦)

ومحمد ابن سائب الکلبی قال دار قطنی وغیره متروك وقال ابن عساکر رافضی لیس بثقة ۔ (میزان جـ ۳ ۔صفـ ۲٥٦)

মওদুদী সাহেব তাহার 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লিখিতেছেন—

حضرت معاویہ رض نے ایك صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کرے جواھل شام کے سامنے یہ شہادت دیں کہ حضرت علی رض ھی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ھیں ۔ چنانچہ وہ صاحب پانچ گواہ تیارکر کے آئے اور انھوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو قتل کیاھے ۔

অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করিলেন যে, তিনি যেন কিছু সংখ্যক মিথ্যা সাক্ষ্য জোগাড় করিয়া তাহাদের দ্বারা শামবাসীদের সামনে এই সাক্ষী দেওয়াইয়া দেন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়াছেন। সেই সূত্রে সেই লোকটি পাঁচজন মিথ্যা সাক্ষী বানাইয়া আনিল। তাহারা সর্বসমক্ষে এই সাক্ষ্য দিল যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ক্বতল করিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা তোহমত লাগাইতে গিয়া মওদুদী সাহেব নিজের আসল রূপটিকেই সমাজের সামনে একেবারেই জাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা এই জাতীয় নোংরা মিথ্যা বেসাতির ভাণ্ডার খুঁজিতে গিয়াই তিনি দুনিয়ার যত আস্তাবল আঁস্তাকুড় ড্রেন আর নর্দমার গলিত ঘৃণিত পুঁতিগন্ধময় ময়লার স্তূপ জমা করিবার চিন্তায় লাগিয়া গিয়াছেন। কারণ লক্ষ কোটি গুণের মধ্যেও মিথ্যা মিথ্যি দোষের গন্ধ অনুসন্ধান করার দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করিতে যে ভাইয়েরা অভ্যস্ত, তাদের জন্য গুণকে দোষ দেখা বা তাবিল-তুবিল করিয়া গুণের মধ্যে দোষের রূপ বাহির করাটা কিছুমাত্র মুশকিল না হইলেও কোন সত্যান্বেষী সুধী ব্যক্তির জন্য ইহা শোভনীয় নয় মোটেই।

মওদুদী সাহেবকে যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই আজগুবি তোহমতের পিছনেই লাগিয়াছেন, কাজেই তাহার সহযোগিতায় আহলে হক্বদের কেহই অগ্রসর না হইলেও শিয়া, ছাবায়ী, রাফেজী, খারেজী এবং ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির সহযোগিরা হয়ত সর্বপ্রকার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াই তাহার সাহায্যে মহানুভবতার পরিচয় দিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মওদুদী সাহেবের এই আজগুবি চাঞ্চল্যকর কথাটির মূল উদ্যোক্তা কাহারা? কোথা থেকে কিভাবে তিনি এই ঈমানধ্বংসী তোহমতটির সন্ধান লাভ করিলেন? এবং কোন্ বলে তিনি এটা সমাজের সামনে উপহার দেওয়ার দুঃসাহস করিলেন? এবং কোন্ ধরনের মনোবৃত্তির কারণে এইসব সামগ্রী প্রাপ্তি তাহার জন্য সহজসাধ্য হইয়াছে, কোন সব বন্ধুরা তাঁহার এই কাজে সহায়ক হইয়াছেন? এই রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে আমাদের বিপুল অর্থ, কষ্ট, যথেষ্ট মানসিক শ্রম ও শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। মওদুদী সাহেবের হাওয়ালাকৃত 'ইস্তিয়াব' ইত্যাদি কিতাবের হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ লাইনের মধ্যে মওদুদী সাহেবের মতের সমর্থনের বর্ণনাগুলির সন্ধান যেখানেই আমরা করিয়াছি সেইখানেই সর্বক্ষেত্রে সর্বৈবভাবে ইহা ইসলামদ্রোহী, ঈমান ধ্বংসকারী, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, কাট্টা শিয়া, রাফেজী, খারেজী ও আব্দুল্লাহ্ বিন ছাবার গোষ্ঠীতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছি। সেখানে কোন সত্যান্বেষণকারীর নাম-গন্ধও পাওয়া যায় নাই। মওদুদী সাহেবের প্রধান মুরব্বী, পাঁচজন মিথ্যা সাক্ষী সম্পর্কীয় বর্ণনার উদ্যোক্তা নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী যে একজন প্রথম নম্বরের কাট্টা শিয়া রাফেজী দলভুক্ত, কাট্টা মিথ্যাবাদী, একথাটি বিশ্বের দরবারে বিশেষ করে কোরআনী সাহিত্যে ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতমও জ্ঞান যাহারা রাখেন, তাহাদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট,

উজ্জ্বল। মুসলিম বিশ্বের সকল যুগের সকল কালের সকল শ্রেণীর সকল সুধীবৃন্দই এই কথা জানেন যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজী দলভুক্ত। ইসলামের এবং মুসলমানদের তথা আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের মূল মেরুদণ্ড ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিই 'মোছতাশরেকীন' ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির ভক্তদের মত ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের খুঁটিনাটি মিথ্যা দোষ রচনায় ও রটনায় লিপ্ত ছিল এবং সাধারণ লোক এমনকি শিয়া রাফেজী খারেজী মিথ্যাবাদীরাও জানে যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সকলের ওস্তাদ মিথ্যাবাদী।

وفى ميزان الاعتدال للعلامة الذهبى (جـ ٤ صـ ٢٥٣) نصر بن المزاحم الكوفى رافضى جلد تركوه قال العقيلى: شيعى فى حديثه اضطراب وخطأ كثير وقال ابوخيثمة كان نصر بن مزاحم كذابا وقال ابوحاتم واهى الحديث متروك وقال الدار قطنى: ضعيف.

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মওদুদী সাহেবের দ্বারা আমরা সত্য খাঁটি ইতিহাস লেখার আশা করিয়াছিলাম এবং এই জন্যই আমরা তাঁহার অনেক কথা ও কাজের সমর্থনও করিয়া আসিতেছিলাম; এই জন্যই যে, হয়ত তাঁহার দ্বারা গায়ের ইসলামীদের মোকাবেলায় ইসলামের অনেক খেদমত হইবে। কিন্তু তিনি যে এমন ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসী কাজ করিবেন, যে কাজ করিতে নিদারুণ প্রাণঘাতী শত্রুরাও কম সাহস পাইয়াছে, সেই কাজে অগ্রসর হইবেন এটা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার কাজে, ভাষায় যাহা প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এটা ইসলামের পরম শত্রু ছাবায়ী পার্টিরই একমাত্র কাজ অথবা সেই পার্টির সংগৃহীত বিষবৃক্ষের তত্ত্বাবধানকারী রাফেজী, খারেজী ও মোস্‌তাশরেকীন, ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির বা তাহাদের শাগ্‌রেদদেরই গা ঢাকা রূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিনি যে, استيعاب 'ইস্তিয়াব' কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন সেখানে ইস্তিয়াবের লেখক قيل শব্দের দ্বারা এই কথা বুঝাইয়াছেন যে, এই কথার জাল সাক্ষীর আমি মোটেই সমর্থক নই। অধিকন্তু তিনি এই জাল সাক্ষীর কথার উল্লেখ করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে,

এইরূপ কথা ইসলামের শত্রুরা ছাড়া অপর কেহই বলিতে পারে না। কাজেই এই শত্রুর কথা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার এবং ইহা হইতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তিনি তাঁহার কিতাবের ভূমিকায় এই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি সত্য মিথ্যা যাচাই ব্যতিরেকে সব রকমের বর্ণনাই নকল করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে কোন কথা অকাট্য সত্যের বিরুদ্ধে হইলে উহা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে এবং ঐ মিথ্যা বর্ণনাকারীর বর্ণনার জন্য ঐ মিথ্যাবাদীই দায়ী হইবে, আমি দায়ী হইব না। কেননা আমি সত্য মিথ্যার যাচাই বাছাই করি নাই। কোন মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বর্ণনা তাহার গান্ধা আক্বীদারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে, ইহাও সত্যপন্থীদের জানা দরকার; কাজেই আমি সত্য মিথ্যা সকল বর্ণনাই জমা করিয়া দিলাম।

আমাদের দুঃখ এই জন্যই যে, যে কথা মিথ্যাবাদী নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারীর বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে এবং যাহা সর্ববাদী সম্মতরূপে মিথ্যায় ভরপুর, এইরূপ কথাকে একজন কওমের খেদমতের দাবীদার কিভাবে দলীল হিসাবে পেশ করিতে পারেন? বিশেষ করিয়া হযরত রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্রাত্মা-মহাত্মা ছাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর তোহমত বা মিথ্যা দোষারোপ করিতে মওদুদী সাহেবের মত একজন লোক, যাহার ইতিহাস জ্ঞান সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা ছিল, তিনি এমন মিথ্যাবাদী ছাবায়ীর কথাকে দলীল হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করিয়া হাসির খোরাকীর জোগাড় দিবেন এটা আমাদের কল্পনা করিতেও লজ্জা এবং দুঃখ বোধ হইতেছে।

ইসলামের সত্য ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা সকলেই জানেন, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কোন অভিযোগ আনয়নের চেষ্টা কোনদিনই করেন নাই বরং সর্বদাই তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজের চেয়ে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই খলীফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এমনকি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবিত থাকাকালীন কোনদিনই বিভিন্ন লোকের হাজারো অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। বহু সংখ্যক ছহীহ্ রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ البداية والنهاية বেদায়া নেহায়া কিতাবের ৭ম জিলদের ২৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে; বরং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ঘোষণা দিতেছেন—

ونحن لانرد ذلك عليه ولانتهمه به -

অর্থাৎ আমি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কোনই দোষ দেই না। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আরো স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে—

فليقدنا من قتل عثمان فانا اول من بايعه من اهل الشام (البداية ص ٦٥)

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদিগকে, ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী নেজাম ধ্বংসকারীদিগকে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলে 'আমি মোয়াবিয়া সর্বপ্রথমে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বায়আত করিব।'

প্রকাশ থাকে যে, ছাবায়ী পার্টির প্রধানগণ এবং মালেকে উশ্‌তুর ইত্যাদি প্রোপাগাণ্ডাকারীরা কৌশলে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে ঢুকিয়া অধিকাংশ ক্ষমতা তাহারা হস্তগত করিয়া নেয়; যার ফলে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ফেৎনাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন যে, এখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করিলে এই খেলাফত ধ্বংসকারী ছাবায়ী ফেৎনাকারীদের নিকটই আত্মসমর্পণ করার শামিল হইবে। ইহাদের দমন না করিলে ইসলামী খেলাফতের পূর্ণ হেফাযতের কোনই সম্ভাবনা বাকী থাকিবে না। কারণ ছাবায়ী ফেৎনাকারীরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে থাকিয়াই ভিতরে ভিতরে দল পাকাইয়া হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হুকুম অমান্য করিতেছিল। বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনায় তাহার ভুরি-ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। এই ফেৎনাবাজেরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে থাকিয়াই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, এই ফেৎনাবাজদের হাতেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শাহাদত বরণ করিতে হইল। এই জন্যই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ফেৎনাবাজদের থেকে বাঁচিবার জন্য এবং ইহাদেরকে দমনের জন্যই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানের খেলাফ কোন কথা কোনদিনই মুখে আনেন নাই এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবিত থাকাবস্থায়

কোনদিনই নিজেকে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মোকাবেলায় খলীফা হওয়ার দাবী করেন নাই।

এই সমস্ত স্পষ্ট সত্য কথা মৌজুদ থাকা সত্ত্বেও মওদুদী সাহেব কিভাবে এই মহাত্মা সম্পর্কে কলঙ্ক রটনার চেষ্টা করিয়া মশহুর মিথ্যবাদী নছর ইবনে মোজাহেমের মিথ্যা জাল বর্ণনা নিজ কিতাবে দলীল হিসাবে পেশ করিয়া তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার অপচেষ্টা করিলেন তাহা তিনি নিজেই ভাল বুঝেন। জানি না মওদুদী সাহেব কি উদ্দেশে এই ঘৃণিত কাজে অগ্রর হইলেন, কারণ তাহার মনের কথা আমরা কি করিয়া বুঝিব? যদি তিনি জানিয়া শুনিয়া এমন ঈমানধ্বংসী কাজে অগ্রসর হইয়া থাকেন তবে আর আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমরা তাহাকে খারেজী, রাফেজী ও ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির মানস-শাগরেদ না বলিলেও সমাজকে এই কথা হইতে বিরত করার কোনই উপায় দেখিতেছি না। আর যদি তিনি ভুলবশতঃ এই কাজে অগ্রসর হইয়া থাকেন তবে জ্ঞানীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য আপন ভুল স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া নেওয়া; কারণ ভুল সংশোধন করায় কোন অপমান নাই, বরং ইহা সম্মানেরই সোপান। কেননা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—

كلكم خطاؤن وخير الخطائين التوابون -

প্রত্যেক মানুষেরই ভুল আছে, কিন্তু ভুল স্বীকার করিয়া ভুল হইতে তওবাকারীই সর্বোত্তম মানুষ। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম এবং মরদুদ ইবলীছের মধ্যে এই দিক দিয়া শুধু এতটুকুই পার্থক্য ছিল যে, যেখানে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভুল স্বীকার করিয়া এই ভুলের জন্য ছিলেন তিনি অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী, পক্ষান্তরে মরদুদ ইবলীছ ছিল আপন দোষ অস্বীকারকারী এবং হটকারী ও অহংকারী।

আমরা ইহাই আশা করি যে, মওদুদী সাহেব এই ভুলের সংশোধন করিয়া আমাদের যুবক সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা দূর করিবেন। বিষয়টি যেহেতু ধর্ম ও ঈমান-আক্বীদা ও আখেরাতের বিষয়, সাধারণ দুনিয়াবী বিষয় নহে, এই জন্য আমরা সকলকে সতর্ক করিয়া জানাইয়া দিতেছি যে, যদি কেহ মওদুদী সাহেবের বর্ণনা অনুসারে এইরূপ আক্বীদা রাখে তবে সে আর আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতভুক্ত থাকিবে না। এই জন্যই বিষয়টির উপর আমরা এত গুরুত্ব দিতেছি।

জনাব মওদুদী সাহেব হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর আর একটি হাস্যাস্পদ দোষ ইহাও চাপাইয়াছেন যে—

حضرت معاویہ رض نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا (خلافت وملوکیت ص ۱۷۳)

অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে তিনি কাফের পিতার মুসলিম সন্তানকে পিতার ওয়ারিছ বানানোর ফতোয়া এবং হুকুম জারী করিয়াছিলেন এবং মুসলিম পিতার কাফের সন্তান পিতার মিরাছ পাইবে না বলিয়া হুকুম জারী করিয়াছিলেন। মওদুদী সাহেবের খেলাফত ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৭৩ পৃষ্ঠার এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা মনে হয় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন কোরআন হাদীছের বিরুদ্ধে, এজমায়ে ছাহাবার বিরুদ্ধে তথা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামী ফরায়েযের উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করিয়া নিজে একটা নূতন মতবাদ জারী করিয়া মুসলমানদিগকে কাফেরদের ওয়ারেছ বানাইবার এবং কাফেরদেরকে মুসলমানদের ওয়ারেছ না বানাইবার আইন জারী করিয়াছিছেন।

মওদুদী সাহেবের এই কথাটুকু অবশ্যই জানা দরকার ছিল যে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের এই ধারাটি শুধু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর একার এজতেহাদই ছিল না, অধিকন্তু হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে হযরত মোয়াজ ইবনে জবল রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ এক জামায়াত এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত হাছান বছরী, হযরত মছরুক, হযরত ইমাম বাকের, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, হযরত ইব্রাহীম নখ্য়ী, হযরত ছাঈদ ইবনে মোছাইয়াব রাহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা প্রমুখ এবং আরও অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবেয়ীনগণের এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর একই মত ও মাযহাব ছিল। (আইনী—শরহে বোখারী, ২৩ জিল্দ, ২৬০ পৃঃ, নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ জিলদ, ৭৯ পৃঃ, বেদায়াতুল মোজতাহেদ, ২য় জিল্দ, ৩০৪ পৃঃ)। বিশেষতঃ জলীলুল ক্বদর ছাহাবী হযরত মোয়াজ ইবনে জবল রাযিয়াল্লাহু আনহু—তিনি শুধু ব্যারিস্টারই ছিলেন না, তিনি জাস্টিসও ছিলেন এবং তিনিও এই জাজমেন্টই দিয়াছিলেন।

—ফতহুল বারী ১২ জিল্দ ৪০ পৃঃ।

মওদুদী সাহেবের মত বুদ্ধিমান লোকের যদি ছিদ্রান্বেষণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য না হইত তবে একটা সোজা সরল মামুলী কথাকে চক্রবক্র করিয়া পবিত্রাত্মা-মহাত্মা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি দোষারোপ করিতে তিনি কিছুতেই সাহস পাইতেন না। আমাদের দুঃখ শুধু এই জন্যই না যে, মওদুদী সাহেব কেবল ভুলই করিয়াছেন বরং সবচেয়ে বেশী দুঃখ এই জন্য যে, আরও আরও মহাত্মাগণ যেখানে যে মাযহাবের যে মতের অনুসারী সেইখানে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই মাযহাব অনুসরণ করিয়া কি অপরাধটা করিলেন? যাহা কোন আলোচনায় আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না, তাহা সত্ত্বেও এমন পবিত্রাত্মা-মহাত্মার দোষ অন্বেষণে কে তাঁহাকে উৎসাহিত করিল? তাহা তিনিই ভাল জানেন।

জনাব মওদুদী সাহেব তের শত বৎসর দূরে থাকিয়া নিজের নেহায়েত নেক (?) ধারণার কারণেই হয়ত হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিচার ব্যবস্থার কোন সৌন্দর্যই খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর একই যামানায় তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মায়াকেল (ইনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাগরেদ ছিলেন) উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছেন—

وقال عبد الله ابن معاقل ما رايت قضاء احسن من قضاء قضى به معاوية ابن ابى سفيان (نرث اهل الكتاب ولا يرثنا)

—ফতহুল বারী শরহে বোখারী ১২শ' জিল্দ ৪১ পৃঃ দ্রঃ

অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মিরাছ সম্পর্কে যে ফয়ছালা (জাজমেন্ট) দিয়াছেন তার চেয়ে উত্তম ফয়ছালা (জাজমেন্ট) আমি কুত্রাপি দেখি নাই। দুর্ভাগ্য এই যে, জনাব মওদুদী সাহেব এমন স্পষ্ট কথাটিও দেখিতে পাইলেন না। আমরা তাঁহাকে ইতিহাসবেত্তা বলিয়া মনে করিলাম কিন্তু তাঁহার এইসব কথা মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, তিনি ইসলামী ইতিহাসের ছাত্র নহেন। শত্রুদের অতি কষ্টে যোগাড় করা মিথ্যা কথা হইতে তিনি অর্বাচীন যুবকদের সামনে এই অখাদ্য পেশ করিয়াছেন মাত্র।

মওদুদী সাহেব ইহার পর হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর দোষারোপ করিয়া 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' কিতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে—

حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ میں گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور انکی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کردیا ۔

অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার গভর্নরদিগকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন এবং শরী'অত মোতাবেক তাঁহাদের জুলুম অত্যাচারের বিচার করিতে ছাপ অস্বীকার করিতেন।

কথা কয়টি মওদুদী সাহেবের কু-ধারণা প্রসূত অজ্ঞতারই পরিচয় মাত্র। কেননা তিনি তোহ্‌মত লাগাইবার জন্য যে উদ্ধৃতিটি পেশ করিয়াছেন এই উদ্ধৃতিটির মধ্যেই তাঁহার নিজের ভুলের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইত যদি তিনি এবারতটি সম্পূর্ণ নকল করিতেন। তিনি এবারতটি পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে সুধী পাঠক ইহার মধ্যে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুণপণারই পূর্ণ পরিচয় পাইতেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু শরী'অতে মোকাদ্দাছার উপর কেমন অটল অচল ছিলেন এবং তাঁহার গভর্নরগণ সামান্য অপরাধ করিলেও তিনি তাহাদিগকে শরী'অত অনুযায়ী কেমন কঠোর শাস্তি দিতেন উদ্ধৃতিটি তাহাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জনাব মওদুদী সাহেবের মিথ্যা দোষারোপ প্রমাণ করিবার একটি কথাও ঐ এবারতে নাই। মওদুদী সাহেবের দেওয়া এবারতটি অসম্পূর্ণ বিবররণের খোলাছা এই—

একদা বছরার গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে গায়লান বছরার শাহী মসজিদে (তখন মসজিদেই রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পন্ন হইত) ভাষণ দিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বাগাওয়াতী করিয়া মসজিদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া খোদ গভর্নরের উপর পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। (ইহা পরিষ্কার রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?) গভর্নর ইহাকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা মনে করিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাইয়া হাত কাটাইয়া দেন। এই ঘটনার পর উক্ত লোকটির বংশের লোকেরা চিন্তা করিল যে, তাদের বংশের লোকেই যখন স্বয়ং খলীফার গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় মসজিদের মধ্যেই এত বড় বিদ্রোহের কাজ করিয়াছে, সুতরাং এই কথা খলীফার কর্ণগোচর হইলে আমাদের প্রতি খলীফার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সকলে গভর্নরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সুপারিশ করিল যে, জনাব! আপনি আমাদিগকে মেহেরবানী করিয়া এই কথাটা লিখিয়া দেন যে, বিদ্রোহীকে আপনি বিদ্রোহের কারণে হাত

কাটেন নাই বরং কেবলমাত্র সন্দেহের কারণে কাটিয়াছেন যে, হয়ত বিদ্রোহ করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা খলীফার এই সন্দেহ হইতে বাঁচিয়া যাইব বলিয়া আশা রাখি। গভর্নর দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে এই কথাটি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর ঐ সমস্ত লোক চক্রান্ত করিয়া ঐ লেখাটি লইয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া গভর্নরের প্রতি হদ জারীর জন্য আবেদন জানাইল। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাদের এই চক্রান্তের খবর সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ সত্য মনে করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শরী'অতের কানুন অনুসারে বিচারকের ভুলের কারণে বিচারককে দণ্ডিত করা যায় না; এই জন্যই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরের উপর শরী'অতের বিধান মতে হদ কেছাছ তো জারী করিতে পারিলেন না কিন্তু যেহেতু গভর্নর বিচারে ভুল করিয়াছে, এই ভুলের জন্য গভর্নরকে সাথে সাথে বরখাস্ত করিয়া দিয়া বছরার জন্য নূতন গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তির হাত কাটার বদলে তাহাকে দিয়াত দিয়া দিলেন, অথচ মওদুদী সাহেব নিজের উদ্ধৃতির মধ্যে এই গভর্নরের বরখাস্তের (কথাটি) وعزل عبد الله بن غيلان কথাটি একেবারেই বাদ দিয়া দিয়াছেন, যাহাতে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদিগকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন এই মিথ্যা কথাটি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আফছোছ! মওদুদী সাহেবের এই কথাটি অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, ইতিহাসের কিতাবগুলির এবারতগুলি শুধু জনাব মওদুদী সাহেবের মতলব হাছিলের জন্যই লেখা হয় নাই; মওদুদী সাহেব কি ইহাই মনে করেন যে, নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য ছাঁট-কাট করিয়া তিনি যে এবারতটুকুর উদ্ধৃতি দিবেন তাহা ছাড়া বাকী সমস্ত এবারত তাঁহারই খাতিরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে বা কোন একজন লোকও ঐ কিতাবগুলির আরবী এবারত বুঝিতে সক্ষম হইবে না। কারণ উক্ত কিতাবের এবারত অন্য লোকে বুঝিলে তো গভর্নরের বরখাস্তের কথা বাহির হইয়া পড়িবেই এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যে গভর্নরদের বিচার করিতে গিয়া বিন্দুমাত্র খাতির করিতেন না তাহাও প্রমাণিত হইবে। কাজেই উক্ত কিতাবগুলির এবারত যতটুকু মওদুদী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন ততটুকুই রাখিতে হইবে, বাকী সব আমাদের একেবারেই হয়ত দেখা চলিবে না বা ভুলিয়া যাইতে হইবে। কেননা তাহা না হইলে যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেবের ছাহাবার প্রতি বদ-গোমানী যে কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না।

মওদুদী সাহেবের কিতাবের এবারতের উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করার এবং ছাঁট-কাট করিয়া সত্যকে গোপন করার অভ্যাস নূতন নয় এবং তিনি যে কথার মাঝখানে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করিয়া আপন মতলব হাছিল করিতে নেহায়েত ওস্তাদ তাহা চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। তিনি যে এই বিষয়ে ওস্তাদ একথা আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু এই ওস্তাদী যে তিনি আল্লাহ্‌র নবীর একজন প্রিয় শাগরেদ, কাতেবে ওহী, হযরত ওমর এবং হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বিশ বৎসরের বিশ্বস্ত গভর্নর এবং প্রায় অর্ধ বিশ্বের সমস্ত মানুষের বিশ বৎসরের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা-মিথ্যি চালাইবেন তাহা কোন মুসলমান স্বপ্নেও আশা করে নাই, অথচ মওদুদী সাহেব ইসলামের খেদমতের নাম নিয়া এহেন জঘন্য কাজে হাত দিয়াছেন। অধিকন্তু সমস্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের প্রমাণলব্ধ বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলিকে (ছহীহ রেওয়ায়েতকে) পশ্চাতে ফেলিয়া অবিশ্বস্ত, মিথ্যাবাদী শিয়া, রাফেজীদের উদ্ধৃতির দ্বারা ঐ সমস্ত মহাত্মাদের মহান ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত হানিয়া বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

মওদুদী সাহেব তাঁহার স্বরচিত কিতাব 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' কিতাবের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

دیت کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رض نے سنت کو بدل دیا سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمانوں کی برابر ہوگی مگر حضرت معاویہ رض نے اس کو نصف کر دیا اور باقی خود لینی شروع کردی۔

উচ্চারণ ঃ দিয়াত কে মোয়ামেলা মে ভী হযরত মো'য়াবিয়া নে ছুন্নত কো বদল দিয়া। ছুন্নত ইয়ে থী কে মোয়াহেদ কী দিয়াত মুসলমানু কে বরাবর হোগী। মাগার মোয়াবিয়া (রাযিঃ) নে উছকো নেছ্‌ফ কর দিয়া আওর বাকী খোদ লেনী শুরু কর দি।

অর্থাৎ, "দিয়াতের ব্যাপারেও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের ছুন্নতকে, তরীকাকে বদলাইয়া দিয়াছেন। ছুন্নত এই ছিল যে, মুসলমানের এবং জিম্মিদের দিয়াত একই রকম হইবে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু জিম্মিদের দিয়াত অর্ধেক করিয়া দিয়া বাকী অর্ধেক নিজে নেওয়া শুরু করিয়াছেন।"

জনাব মওদুদী সাহেব আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীরের হাওয়ালা দিয়া বলেন যে, হাফেজ ইবনে কাছীর বলিতেছেন যে, হযরত মোয়াবিয়া দিয়াতের ব্যাপারে ছুন্নতকে বদলাইয়া দিয়াছেন। অথচ অতীব আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, হাফেয ইবনে কাছীর এই কথা কখনও বলেন নাই, এই কলঙ্কটি জনাব মওদুদী সাহেবই হাফেয ইবনে কাছীরের মুখে তুলিয়া দিয়া নিজে আড়ালে থাকিয়া হাফেয ইবনে কাছীরের দ্বারা মিথ্যা-মিথ্যি ছুন্নতকে বদলানোর মত বদনাম মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর চাপাইয়া নিজের বাতেল খেয়ালী মতলব হাছিল করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর আমাদের যুবক সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধাকে ঘৃণায় পরিণত করিতে এইরূপ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করিয়াছেন।

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু জিম্মিদের দিয়াতের ব্যাপারে যে নিয়ম অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজের কোন মনগড়া তরীকা ছিল না, ইহা স্বয়ং হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছে যাহা হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, "কাফেরদের দিয়াত মুসলমানদের অর্ধেক।"

عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال دیة الکافر علی النصف من دیة المسلم۔

—বেদায়াতুল মোজতাহেদ, ২য় জেলদ, ৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অবশ্য দিয়াত সম্পর্কে ছুন্নত তরীকা অনুযায়ী তিনটা মাযহাব প্রমাণিত আছে। এই জন্যই আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন এই তিনটা তরীকার মধ্য হইতে এক একজন এক একটা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কোন ছুন্নত বিরোধী কাজ নহে এবং এই তিনটি মাযহাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই ছুন্নত তরীকাকেই গ্রহণ করা হইল, ছুন্নতকে বদলাইয়া দেওয়া হইল না। ইমাম শাফেয়ী ছাহেব তো হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদীছের অবলম্বনে বলেন যে, 'কাফেরদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ।' তাবেয়ীনদের এক বৃহৎ জামায়াত এই মাযহাব অবলম্বী ছিলেন।

অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ছাহেব বলেন, মুসলমান এবং জিম্মিদের দিয়াত সমান সমান। (বেদায়াতুল মোজতাহেদ, ২য় জিলদ ৩৫৬ পৃঃ দ্রঃ) উল্লিখিত

দলীল অনুযায়ী ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দিয়াত সম্পর্কে তিনটি মাযহাব সর্ববাদী সম্মতভাবে ছুন্নত তরীকা অনুযায়ী নির্ধারিত রহিয়াছে, ইহাতে জ্ঞানীগণের দ্বিমত নাই। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যে মাযহাব অনুসরণ করিয়াছেন সেই মাযহাবই হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুসরণ করিয়াছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মাযহাবেও কাফেরদের দিয়াত মুসলমানদের অর্ধেক ছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু দিয়াতের ব্যাপারেও পুরা ছুন্নতেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মহাত্মাগণ এবং মুসলমানদের বিরাট এক জামায়াত এই একই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছুন্নতের খেলাফ করিয়া নূতন কোন তরীকা জারী করেন নাই বা ছুন্নতকে বদলাইয়া দেন নাই। মওদুদী সাহেবের ঘাবড়াইবার কোনই কারণ নাই। অবশ্য এই বদ-গোমানীর সময়টুকু হাদীছের কিতাবে খরচ করিলেই তাহার নিকট এ কথাটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া যাইত এবং ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উপর বদ-গোমানীর মত কঠিন গোনাহ হইতে বাঁচিয়া যাইতেন।

এই সম্পর্কে জনাব মওদুদী সাহেবের আরও একটি সন্দেহ এই রহিয়া গিয়াছে যে, "হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু জিম্মিদের দিয়াত তো অর্ধেক দিতেন, বাকী অর্ধেক নিজে গ্রহণ করিতেন।" এই সম্পর্কে পাঠক সমীপে আমরা পূর্বেই পেশ করিয়াছি যে, নিজের জন্য অর্থই বায়তুল মালের জন্য। এই কথা মওদুদী সাহেবের হাওয়ালাকৃত "বেদায়া নেহায়া" কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে ولبيت المال, অধিকন্তু বিখ্যাত কিতাব বেদায়াতুল মোজতাহেদের ২য় খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে—

حتى كان معاوية فجعل فى بيت المال نصفها (جـ ٢ صـ ٣٥٦)

অর্থাৎ, "কাফেরের দিয়াতের অর্ধেক হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মালে রাখিতেন।" কাজেই আমাদের এই ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়া অস্থির হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্যই একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন এইখানে এই হইতে পারে যে, জিম্মিদের দিয়াতের অর্ধেক ওয়ারেছদিগকে দিয়া বাকী অর্ধেক হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মালে নিতেন কি কারণে? পাঠকের এই কথা জানা আছে যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ফকীহ্ এবং

মোজতাহেদ ছিলেন। কাজেই এটাও তাঁর বিশেষ চমৎকার এজতেহাদ। চমৎকার এই জন্য বলা হইয়াছে যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই এজতেহাদের দ্বারা জালেম দলের নিকট হইতে পূর্ণ দিয়াত আদায় করিয়া জুলুমের উপযুক্ত বিচার করিয়াছেন; আবার হাদীছ অনুযায়ী জিম্মিদেরকে অর্ধেক দিয়াত প্রদান করিয়া তাহাদেরও হক্ব আদায় করিয়াছেন এবং বাকী অর্ধেক বায়তুল মালে জমা করিয়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সহায়তারও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু ইহার দ্বারা অসহায় প্রজা পালনেরও একটা চমৎকার সুযোগ হইয়া গিয়াছে। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এজতেহাদের দ্বারা উভয় দিক দিয়া হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তারও পূর্ণ সুব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে আমাদের ঈর্ষার কোনই কারণ থাকা উচিত নহে। আর এই জন্যই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সমস্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার কারণে তাঁহার বিশ বৎসরের গভর্নরী এবং বিশ বৎসরের খেলাফতের আমলে সুদূর মারাকাশ হইতে কাবুল পর্যন্ত বিশাল রাষ্ট্রের কোথাও কুশাসন, বিশৃঙ্খলা বা অভাব-অভিযোগ দেখা যায় নাই। এমনকি যাকাতের টাকা নেওয়ার লোকও বিরল হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত লোক পূর্ণ দ্বীনদারী পরহেযগারীর সঙ্গে শান্তি, নিরাপত্তা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হোজর ইবনে আদীর ক্বতলের ঘটনা

ইমাম বোখারী প্রমুখ ইমামগণের মতে হোজর ইবনে আদী ছাহাবী না হইলেও মুহাম্মদ ইবনে ছা'দ ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ ইমামগণের মতে তিনি একজন ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার ক্বতলের প্রশ্ন অনেক পুরাতন প্রশ্ন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন (সাক্ষাৎ সম্পর্কে কেহ ধোঁকা খাইবেন না, পর্দার সহিত কথা বলিয়াছেন) তখন যেহেতু জমানা ছিল সৎ সাহসের এবং আমর বিল মা'রূফ এবং নাহী আনিল মুনকারের, কাজেই মা আয়েশা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করিয়াছেন, "মোয়াবিয়া! তুমি হোজর ইবনে আদীর ক্বতলের কি জবাব দিবা?" উত্তরে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, মা! আমাদের উভয়েরই আল্লাহ্র দরবারে হাজির হইতে হইবে। আল্লাহ্র দরবারেই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইবে। অতএব আপনি আমাকে এবং হোজর ইবনে আদীকে আল্লাহ্র দরবারে মীমাংসার জন্য ছাড়িয়া দিন। যে কোন খোদাভীরু মোমেনের জন্য এর চেয়ে

দায়িত্বপূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে? এই জন্য মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাবের জন্য হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই কথাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং মা আয়েশাও এই জবাবটি হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়-নিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, "আমার কাছে যথেষ্ট জবাব আছে।" শরী'অতে মোকাদ্দাছার হুকুমের চেয়ে বড় জবাব আর নাই। শরী'আতের হুকুম হইয়াছে এই যে, একজন খলীফা মোকাররার হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বা বাগাওয়াতের শাহাদত (সাক্ষ্য) পাওয়া গেলে চাই বাগী যত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হউক না কেন, তাহাকে কৃতল করিতে হইবে—

اذا بويع لخليفتين فاقتلوا لاخر منهما ـ (مسلم جـ ٢ صـ ١٢٨)

অর্থাৎ, "একজন খলীফা সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার পরে যখন অন্য একজন খলীফার প্রস্তাব গ্রহণ করার চেষ্টা করে তখন তোমরা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কৃতল করিয়া দাও।" হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহাও বলিয়াছেন—

انما قتله الذين شهدوا عليه (البداية والنهاية) جـ ٨ صـ ٥٣)

অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে বাগাওয়াতের এত পরিমাণ সত্য সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, আমি তাহাকে শরী'অতের আইন অনুসারে কৃতল করিতে বাধ্য হইয়াছি; তদুপরি আমি এ কথারও প্রচুর পরিমাণে সাক্ষ্য পাইয়াছি যে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ছাবায়ী, খারেজী, রাফেজী ফেৎনা ইহাকে শক্তিশালী হইতেছিল। এমনকি ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খেলাফত সোপর্দ করিয়া দেওয়ার কারণে হোজ্র ইবনে আদী তাঁহাকে (হাছানকে) লা'ন তা'ন করিয়াছে এবং হযরত হোছাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দ্বিতীয়বার খেলাফতের বায়আত লওয়ার জন্য উস্কানি দিয়াছে। এইসব কারণে দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কারণে আমি বুঝিয়াছি—

قتل واحد خير من قتل مائة الف (البداية نهايه جـ ٨ صـ ٥٤)

অর্থাৎ, এখন হয়ত একজনকে কৃতল করিলেই দেশের মধ্যে ফেৎনা-ফাসাদ দূর হইয়া পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা এই একজনকে কৃতল না করিলে পরে লক্ষ লক্ষ জনকে কৃতল করিলেও দেশে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনা যাইবে না। এই জন্যই হোজর ইবনে আদীর কৃতল সংঘটিত হইয়াছে।

ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের মধ্যে আপোসে যুদ্ধ কেন হইয়াছিল?

একথা সকলেরই জানিয়া রাখা দরকার যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ তো কোনদিনই হয় নাই, কারণ গৃহযুদ্ধ বলে ঐ যুদ্ধকে—যে যুদ্ধ স্বার্থের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের মধ্যে আপোসে যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহা স্বার্থের জন্য ছিল না, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলাম বিরোধী ফেৎনাকে দমন করিয়া ইসলামী সুবিচার ও সুশাসন কায়েম করা এবং ইসলামের শক্তিকে বর্ধিত করা। ছাবায়ী ফেৎনাবাজদের কারণে যে ফেৎনার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ছাবায়ীদের চক্রান্তের কারণেই হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হইয়া গেলেন।

তাহারই প্রতিকার করিতে গিয়া হযরত তালহা ও জোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা শহীদ হইয়া গেলেন। এই ফেৎনা দমন করিতে গিয়া হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। (কারণ ভিতরে ভিতরে ছদ্মবেশী ছাবায়ীরাই খেলাফত ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিতেছিল) এবং শেষ পর্যন্ত এই ফেতনাবাজদের হাতেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করিলেন, ফেতনা দমন করিতে পারিলেন না; কারণ ছাবায়ী মোনাফেক দল অতি গোপনে কৌশলে সকল দলের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

মনে হয় হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইহধাম ত্যাগের পরে এরতেদানের (ধর্মদ্রোহীতা ধর্ম পরিত্যাগকরণের) এবং যাকাত বন্ধের যে ফেতনা উঠিয়াছিল তাহা দমন করিবার জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে নেজামে খেলাফতকে এবং ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করিবার জন্য যে ছাবায়ী (খারেজী, রাফেজী) ফেতনা আব্দুল্লাহ বিন ছাবার দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে

অনেক ভুলাভালা সরলমনা মুসলমানও জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ফেতনাকে অতি কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য মনে হয় যেন হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মনোনীত করিয়াছিলেন। সেই জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, খারেজী ফেতনা—হযরত আলীর এত বড় মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁহার দ্বারাও প্রশমিত হইতে পারে নাই। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্তবা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে কম দরজার হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হস্তে খারেজী ফেতনা সমূলে বিনাশ হইয়াছিল। যদি হোজর ইবনে আদীকে কতল করিয়া এই ফেতনার মূলোচ্ছেদ করা না হইত তবে যে কত লোক এই ফেতনার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িত এবং সে জন্য কত লোক যুদ্ধে নিহত হইত তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এ কথাটাকেই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু অল্প কথায় বলিয়া দিয়াছেন—

قتله احب الى من ان اقتل معه مائة الف (بدايه نهاية جـ ٨ صـ ٥٤) روى اخمد بن حنبل ...... ياام المؤمنين، انى وجدت قتل رجل فى صلاح الناس خيرا من استحيائه فى فسادهم (البداية والنهاية جـ ٨ صـ ٥٥)

এই জন্যই মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্নটি যেহেতু মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সম্মুখে শেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মওদুদী সাহেব এ প্রশ্নটি না তুলিলেও পারিতেন। তিনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা কোরআন হাদীছের আদৌ বিরোধী হয় নাই বা ইহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর আদৌ কোন দোষ আরোপ করা যাইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওদুদী সাহেব যেহেতু ছাহাবাগণের দোষচর্চা এবং চোষ চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য তিনি হোজর ইবনে আদীর পুরাতন প্রশ্ন যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত আরও তিনটি সম্পূর্ণ মিথ্যাভিত্তিক প্রশ্ন জুড়িয়া দিয়াছেন, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন তিনি এই করিয়াছেন যে, যেহেতু মওদুদী সাহেবের কল্পিত মতানুসারে, যদিও তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, হযরত মোয়াবিয়া

রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই তিনি বিনা প্রমাণে মুলুকিয়াতের স্থাপয়িতা কল্পনা করিয়াছেন, কাজেই এর উপর ভিত্তি করিয়া তার খেলাফত ও মুলুকিয়াত কিতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

اس دور کی تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ازادی سلب کرلی گئی۔

উচ্চারণ ঃ এছ দওর কি তাগায়্যুরাত মেঁ ছে এক আওর আহাম তাগায়্যুর ইয়ে থা কে মুছলমানু ছে আমর বিল মা'রূফ অ নাহী আনিল মোনকার কি আজাদী ছল্‌ব্ কর লীগেয়ি।

অর্থাৎ ঃ "এই জামানার পরিবর্তনের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন এই ছিল যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা মুসলমানদের থেকে আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মোনকার করার অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া মুসলমানদের হক্ব বলার স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন।" মওদুদী সাহেবের এই দাবীটির কোনই ভিত্তি নাই। কেবলমাত্র আপন সন্দেহযুক্ত কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই এত বড় কু-উক্তি করিতে সাহস করিয়াছেন। তাঁহার এই কু-ধারণার সপক্ষে তিনি কোনই বিশ্বস্ত দলীল পেশ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যে আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মোনকারের নীতি জেন্দা রাখাকে বড় ফরয মনে করিতেন এবং মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন, ইহার প্রমাণ হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে ভূরি-ভূরি রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নমুনাস্বরূপ পাঠকদের খেদমতে আমরা মাত্র একটি ঘটনা পেশ করিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই সুধী পাঠক জানিতে পারিবেন যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাকে কত বড় উচ্চ মর্যাদার ফরয মনে করিতেন। ঘটনাটি বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইবনে হাজর হায়ছামি মক্কী তাঁহার মশহুর تطهير الجنان واللسان কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

وانه (معاوية) خطب يوم الجمعة وقال انما المال مالنا و الفئ فيئنا فمن شئنا منعناه فلم يجبه احد ......

(الى اخر القصة ـ)

অর্থাৎ, হযরত মোয়াবিয়া দামেস্কের শাহী মসজিদে একদিন জুমুআর খোত্তবার মধ্যে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিলেন যে, রাষ্ট্রে বায়তুল মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার, ইহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই। আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব, যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব না। আমার এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও কোন হক্ব নাই। খলীফার এ কথার কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। দ্বিতীয় জুমুআয়ও তিনি এই ঘোষণা করিলেন কিন্তু কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর তৃতীয় জুমুআয় যখন তিনি উক্তরূপ ঘোষণা করিলেন তখন একটি লোক দাঁড়াইয়া খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, দেখুন! "এই রাষ্ট্রের বায়তুল মালে আপনার ব্যক্তিগত কোনই অধিকার নাই। ইহার একমাত্র মালিকানা অধিকার আমাদের জনসাধারণের, আমাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে তলোয়ারের দ্বারাই ইহার চূড়ান্ত ফয়ছালা করিব।" এই কথা শুনিবার পর হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বাভাবিকভাবে খোতবা নামায শেষ করিয়া গৃহে গমন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন সমস্ত লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহার আজ আর রক্ষা নাই। অতঃপর লোকেরা খলীফার গৃহে গমন করিয়া দেখিল যে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তির দিকে ইশারা করিয়া উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, দেখ, এই ব্যক্তিই আমাকে বাঁচাইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করি—আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখুন। কেননা আমি হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন— "আমার বাদে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাহাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না, এইরূপ শাসনকর্তারা এমনভাবে দোযখে প্রবিষ্ট হইবে, যেমন করিয়া বানরের পাল একের পিছনে এক সারিবদ্ধভাবে একদিকে ধাবিত হয়।" ইহার পরীক্ষার জন্যই আমি প্রথম জুমুআয় এই ঘোষণা দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই; ইহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, হয়ত আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর

আমি দ্বিতীয় জুমুআয় ঐ একই ঘোষণা দিলাম, তখনও কেহই ইহার প্রতিবাদ করিল না, আমি তখন মনে করিলাম, হায়! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর আবার যখন আমি এ ঘোষণা দিলাম তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রতিবাদ করিয়া আমাকে রক্ষা করিল, বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করেন।

সুধী পাঠক! হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়নিষ্ঠতা, খওফে খোদা, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের কথার প্রতি মর্যাদা দান এবং আমরে বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মোনকারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের পরিচয় তো দেখিলেন? এখন আপনারাই বিচার করিয়া বলুন আমাদের মওদুদী সাহেবের খেয়ালী পোলাউ পাকাইবার কি ফযীলত থাকিতে পারে? তাকে আমরা একজন ভাল লোক বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু তিনি ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি এইরূপ ভিত্তিহীন, অবাস্তব, শত্রুর শিখানো মিথ্যা কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সমাজকে গান্ধা করিবার অপচেষ্টায় মিছামিছি অবতীর্ণ হইবেন এ কথা পূর্বে আমরা ধারণাও করি নাই।

মওদুদী সাহেব দ্বিতীয় প্রশ্ন এই তুলিয়াছেন যে, জল্লাদ হোজর ইবনে আদী এবং তাহার সাথীদিগকে কতল করার পূর্বে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ হইতে না-কি এই কথা বলা হইয়াছিল যে, তোমরা যদি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিতে স্বীকার কর তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই কথা একেবারেই জাল এবং ইহা ধোঁকাবাজ মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহিয়ার মিথ্যা কল্পিত জাল বর্ণনাকে সম্বল করিয়া মওদুদী সাহেব এই উদ্ভট উক্তি করিয়াছেন। এমন কথার কোনই ভিত্তি নাই। ইহা শুধু মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের কারখানারই পচা গুদামজাত দুর্গন্ধময় মালের নমুনা মাত্র। মওদুদী সাহেব কিভাবে এমন জালিয়াতদের মিথ্যা কথার তাহকীক না করিয়া ইহাকে একজন ছাহাবীর বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে পেশ করিতে সাহস করিলেন ইহা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

মওদুদী সাহেব তৃতীয় ভিত্তিহীন প্রশ্ন এই তুলিয়াছেন যে, "হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর হযরত হাছান বছরী চারিটি দোষ আরোপ করিয়াছেন।" এটা নিশ্চয়ই হাছান বছরী মওদুদী সাহেবের কানে কানে বলিয়া যান নাই। নিশ্চয়ই তিনি কোন মাধ্যম সূত্রে এ কথাটা পাইয়াছেন। এখন কথা হইল এই যে, সেই মাধ্যম সম্পর্কে মওদুদী সাহেব একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে,

আমি কাহার বা কাহাদের বর্ণনা চোখ বুজিয়া দলীল হিসাবে গ্রহণ করিতেছি? বা ইহাও কি মওদুদী সাহেবের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই বর্ণনাটি যদি মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের জাল বর্ণনা হয় তবে ইহার পরিণাম কত সাংঘাতিক হইবে? অথবা ইহাও কি মওদুদী সাহেবের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই মিথ্যার দ্বারা মিথ্যা-মিথ্যি রছূলুল্লাহ্‌র পবিত্রাত্মা ছাহাবীদের প্রতি কলঙ্ক লেপন করিলে আল্লাহ্‌র দরবারে কি জবাব দেওয়া যাইবে? হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্রাত্মা সাথীদের উপর কলঙ্ক লেপন করিতে গিয়া মওদুদী সাহেব যে মিথ্যার ডিপো সংগ্রহে লাগিয়াছেন ইহার দ্বারা তিনি নিজেই কলঙ্কিত হইয়াছেন।

এখন শুনুন, যে মিথ্যাবাদীর বর্ণনা কুড়াইয়া মওদুদী সাহেব আপন ভাণ্ডারকে অপবিত্র করিয়াছেন, সে হইল একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহিয়া; যাহা সমস্ত বিশ্বস্ত আছমাউর রেজালের কিতাবে স্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে। যাহাদের ভিতরে বিন্দুমাত্র খোদাভীতি আছে তাহারা কিছুতেই এত বড় একটা মিথ্যুকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহার মিথ্যা কথাকে না হযরত হাছান বছরীর মুখে তুলিয়া দিতে পারেন, না হযরত হাছান বছরীর দ্বারা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর কথাটা মিথ্যা-মিথ্যি লাগাইবার দুঃসাহস করিতে পারেন।

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তাহার জবাব

নিম্নের ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতের ও তাঁহার অধীনে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরীর জামানায় সংঘটিত হইয়াছিল। একবার হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন দেশের গভর্নরদের কার্যাবলী তদন্ত করিতে করিতে শামদেশে গিয়া উপস্থিত হন। তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কেহ কেহ এই অভিযোগ করিল যে, "হযরত মোয়াবিয়া দরবারে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া আসেন এবং দরজায় দারোয়ান রাখেন, যে কারণে জনসাধারণের (তাঁহার) দরবারে পৌঁছিতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই অভিযোগ পাইয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কোড়া হাতে লইয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কৈফিয়ত তলব করিলেন এবং বলিলেন, তোমাকে পায়ে হাঁটিয়া মদীনা যাওয়ার শাস্তি দেওয়া দরকার। কৈফিয়তে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যাহা বলিলেন

তাহাতে খলীফার গোস্‌সা শুধু প্রশমিতই হইল না, অধিকন্তু তিনি হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে এমন তা'রীফ করিলেন যাহাতে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শত্রুদের মুখে চুনকালিই মাখিয়া গেল।

হযরত মোয়াবিয়া এবং হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ হইয়াছিল—

لما قدم عمر بن الخطاب الشام فلقيه معاوية فی مرکب عظيم فلما دنا من عمر قال له انت صاحب المركب قال نعم يا امير المؤمنين قال هذا حالك مع مابلغنى من طول وقوف ذوى الحاجات ببابك؟ قال هو ما بلغك من ذلك، قال ولم تفعل هذا؟ قد هممت ان امرك بالمشى حافيا الى بلاد الحجاز - قال يا امير المؤمنين انا بارض جواسيس العدو فيها كثيرة فيجب ان يظهر من عز السلطان مايكون فيه عز الاسلام واهله ويرهبهم به فان امرتنى فعلت وان نهيتنى انتهيت - فقال عمر لحسن مورده ومصادره جشمناه ما جشمناه - (البداية والنهاية جـ ٨ صـ ١٢٤٥)

وفى قصة اخرى فقال عمر (فى حق معاوية) والله مارايت الا خيرا ومابلغنى الا خير -

(البداية والنهاية جـ ٨ صـ ١٢)

খলীফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মোয়াবিয়া! তুমি এত শান-শওকতের সঙ্গে থাক এবং দরজায় দারোয়ান রাখ, অথচ জরুরতমন্দ লোকেরা আসিয়া তোমার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা হইলে আমার মতে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া দরকার যে, তোমাকে পায়ে হাঁটিয়া দামেস্ক হইতে মদীনা যাইতে হইবে। অগ্নিপুরুষ আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমরের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্ভয়ে গম্ভীরভাবে বলিলেন—হে আমীরুল মোমেনীন! আমি এমন দেশে এমন শহরে অবস্থান করিতেছি যেখানে শত্রুদের অর্থাৎ, রোম সম্রাটের পক্ষ হইতে অনেক গুপ্তচর থাকে। এইজন্য আমি মনে করি যে, গভর্নরের এমনভাবে থাকা উচিত যাহাতে ইসলাম এবং মুসলিম জাতির শান-শওকত প্রকাশ পাইয়া শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার হইতে পারে। আমি আমার ব্যক্তিগত শানের জন্য নয়, ইসলামের জন্যই এইরূপ করি। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন তবে করিব, অন্যথায় করিব না।

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর শুনিয়া দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হযরত আব্দুর রহমান এবনে আওফ খলীফাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ইয়া আমীরুল মোমেনীন" যুবকটি কত সুন্দর উত্তর দিয়াছে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, তাহার কর্ম ও চিন্তাধারার সৌন্দর্যপূর্ণ বাস্তব দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কারণেই আমি এত বড় গুরুদায়িত্বের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছি।"

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে তিনি এমন একটা বিশেষ বিভাগ খোলেন যে বিভাগের একমাত্র কাজ ছিল রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত হাজতমন্দ অভাবী লোক আছে তাদেরকে খলীফার দরবারে হাজির করিয়া দেওয়া, যাহাতে স্বয়ং খলীফা সকলের অভাবকে দূর করিয়া দিতে পারেন এবং অভাবে বা বিনা বিচারে কেহ থাকিয়া না যায়।

(البداية والنهاية جـ ٨ صـ ١٢٦)

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সব নীতিগুণ ও তাকওয়ার ফলে মরক্কো হইতে কাবুল পর্যন্ত তিনটি মহাদেশব্যাপী বিশাল দেশে পূর্ণ ইসলামী নেজামের আইন-শৃঙ্খলা জারী হইয়াছিল এবং তিনি বহিঃশত্রু হইতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রজাদের উপর পূর্ণ পিতৃবাৎসল্য, উদারতা, বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া এমন খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন যে, এই

দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু দেশ জয় হওয়ার সাথে সাথে দেশের ভিতর এমন শান্তি এবং শৃঙ্খলা কায়েম হইয়াছিল যাহার নমুনা জগতের বুকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার আর দেখা যাই নাই এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কোথাও এমন একটা নমুনাও দেখাইতে পারে নাই যে, বিচারের জরুরত থাকা সত্ত্বেও একটি প্রজার উপর কোথাও কোন অবিচার-অত্যাচার হইয়াছে বা কোথাও একটি নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র বা গৃহের অভাবে সামান্য কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণমনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিয়া ঐতিহাসিক জাস্টিস আমীর আলীও হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এইসব মহৎ গুণাবলী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

On the Whole Mabia's rule was prosperous and peaceful at home and successful abroad.

—History of Sarasean-page 82

এত বড় ব্যক্তিত্বের এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী যে মহাত্মা, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত সিংহপুরুষ পর্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ, হযরত ওমায়ের ইবনে ছায়াদ আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত মানুষ বিরুদ্ধপার্টির লোক হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য তো করেনই নাই, অধিকন্তু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। এমনকি উমাইয়া বংশ তথা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশের প্রাণঘাতী শত্রুপক্ষ, প্রবল প্রভাবান্বিত আব্বাছিয়া খলীফাদের জামানায়ও রাজধানী শহরের প্রত্যেক মসজিদেই লিখিত রহিয়াছে— خير الناس بعد على معاوية

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ গুণশালী শাসনকর্তা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু। এমন মহামানবের গীবত (Back bating) করার মত দুঃসাহস মওদুদী সাহেব কিভাবে করিলেন, এটা তিনিই ভাল জানেন। বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের মাথা যাঁহার সামনে নত; শ্রদ্ধেয় মওদুদী সাহেব তাঁহার মত পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া আপন অন্তরের বিষকেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন; আপন পলিদ কল্পনা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া জাতির গলায় কলঙ্কের মালা পরাইতে অপচেষ্টা করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিষ্কলুষতার উপর কালিমা লেপন করিতে গিয়া আপন চেহারাকেই মওদুদী সাহেব কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যদি ছাহাবায়ে কেরামের দোষ খোঁজার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতেন, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের দরজার গুরুত্ব যদি বুঝিতেন, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মর্তবার শান যদি জনাব

মওদুদী সাহেবের হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত, তবে কিছুতেই এইরূপ জঘন্য কাজ তাহার কলমের দ্বারা প্রকাশ পাইত না।

ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মর্তবা ও শ্রেণীবিভাগ

সাধারণতঃ ছাহাবায়ে কেরামের চারিটি শ্রেণী করা হইয়া থাকে। মওদুদী সাহেব যে নিচের থেকে উপর পর্যন্ত চারি শ্রেণীর উপরই হামলা চালাইয়াছেন তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের এবং তাহার উপরের স্তরের ছাহাবা সম্পর্কে যেসব কটূক্তি করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিত আভাস পাঠক খেদমতে আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এখন উর্ধ্বতর এবং উর্ধ্বতম অর্থাৎ আশারায়ে মোবাশশরা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে মওদুদী সাহেব যে ঈমানবিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন তাহা পেশ করিব এবং একথার পূর্বে অতি সংক্ষেপে পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মর্তবা, মাকাম ও মর্যাদা যে কত উর্ধ্বের সে সম্পর্কে সুধী পাঠক খেদমতে আমরা সংক্ষেপে কিছু আরয করিব, যাতে করে কমপক্ষে আমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকু জ্ঞান দান করেন এবং বুঝবার তৌফিক দেন যে, এই পুঁতিগন্ধময় জামানায় থাকিয়া সেই স্বর্ণযুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উপর আন্দাজ করিয়া ঢিল ছোঁড়ার মত ধৃষ্টতা এবং বাতুলতা আমরা না করি।

নিম্ন দরজার ছাহাবীর মর্তবা

যাঁহারা আমাদের আদর্শস্থানীয় তাঁহাদের মধ্যেও বিভিন্ন দর্জা-স্তরের পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহবা উচ্চ আসনে সমাসীন, কেহবা উর্ধ্বতর স্তরে পৌছিয়া গিয়াছেন এবং কেহবা উর্ধ্বতম স্তরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ছোট বড় স্তরভেদ তাঁহাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমাদের নিকট সকলেই মাথার তাজ, আদর্শ স্থানীয়। যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামগণের মধ্যে আমাদের হুযূর আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সবার সেরা এবং শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য আম্বিয়াগণও আল্লাহ্‌র খাঁটি নিষ্পাপ রছূল ও নবী এবং সত্যের প্রতীক এবং আমাদের মাননীয় ও বরণীয়। এই কথায় যেমন বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই, ঠিক তদ্রূপভাবে যে সমস্ত মহাত্মাগণ আমাদের হুযূরে পোরনূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র পরশমণিতুল্য সাহচর্যে এবং সান্নিধ্যলাভে

সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বড় ছোট স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সকলেই হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পরশমণিতুল্য পবিত্র সাহচর্চলাভের অধিকারী এবং তাঁহারই সাক্ষ্য ও ছনদ মতে ন্যায়, আদর্শ ও সত্যের জ্বলন্ত প্রতীক, কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেণীর মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নিম্ন হইলেও তাঁহাদের পরবর্তী সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদী হইতে—চাই তিনি বড় হইতে বড় তাবেয়ী, তাবয়ে তাবেয়ী বা আউলিয়াগণের চূড়ামণিই হউন না কেন, সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ স্থানীয়। কেননা, খাঁটি আদর্শ এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহান গুণাবলীর প্রয়োজন তাহা পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাদের সকলের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। অবশ্য তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আদর্শের এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর পবিত্রতম সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ স্বাভাবিক স্তরের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কেহবা তাঁহাদের চেয়েও উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়া নিজেদের সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন। আবার অনেকে সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই স্তরভেদের কারণে তাঁহাদের কাহারও মধ্যে গুণের কোন অপূর্ণতা আসে নাই বা পরিদৃষ্ট হয় নাই। যেমন—একটা আম গাছে একশত আম থাকিলে উহার কোনটা একটু ছোট ও কোনটা একটু বড় হইলেও প্রত্যেকটি আমের মধ্যেই আঁটি, ছিল্‌কা, মিষ্টতা, ঘ্রাণ ও স্বাদ একই প্রকার হইয়া থাকে। আম কখনও ছোট হইয়া জাম বা তেঁতুলে পরিণত হইয়া যায় না বা আমের স্বাদ কস্মিনকালেও জাম বা তেঁতুলের মধ্যে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। এইরূপভাবে যাহারা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সাহচর্য লাভ করিবার সুযোগ পান নাই, তাহারা কখনও হুযূরের পবিত্র পরশমণিতুল্য ছোহবতের অধিকারী ছাহাবায়ে কেরামগণের সহিত তুলনাযোগ্য হইতে পারেন না। ছাহাবায়ে কেরামগণ কেহই দোষযুক্ত থাকিতে চাহেন নাই বা থাকেন নাই। সকলেই দোষমুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র সাহচর্যের বরকতে ন্যায় ও আদর্শের জ্বলন্ত প্রতীক হইয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। এখন হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আর দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবেন না এবং সেই মর্তবাও আর কেহ হাছেল করিতে পারিবে না। কাজেই যাহারা নবীর ছোহবত না পাইয়াছেন তাহাদের পাইবার আর কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই কথাকে একমাত্র বাতেল ফের্কা ব্যতীত উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া মান্য করিয়া আসিতেছেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের এক ঘন্টা বা এক মুহূর্তের সাহচর্য লাভেও যিনি সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহার মর্তবা

বড় হইতে বড় আউলিয়াআল্লাহ্দের চেয়েও শুধু লক্ষ-কোটি গুণে শ্রেষ্ঠই নহে বরং তুলনাই অবান্তর।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ইমাম, ওলীআল্লাহ্ মোয়াফা ইবনে এমরান এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, সর্বকনিষ্ঠ ছাহাবী হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মধ্যে কাহার মর্তবা বড়? এই প্রশ্নের জবাবে তাঁহারা বলেন যে, এই দুইজনের মধ্যে কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, তুলনা হইতে পারে একই শ্রেণীর ভিতরে দুইজনের মধ্যে, আর এখানে শ্রেণীই ভিন্ন; কাজেই তুলনা হইতে পারে না। যেমন কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, হযরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম এবং জোনায়েদ বাগদাদীর মধ্যে কাহার মর্তবা বড়? এই প্রশ্ন শুনিলে সকলেই প্রশ্নকারীকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। কারণ এই কথা সকলেই জানে যে, নবীদের এবং ওলীদের শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইরূপভাবে ছাহাবাদের জামায়াতও এমন একটি জামায়াত যে জামায়াত নবীদের শ্রেণীর নিম্নে বটে; কিন্তু সমস্ত আউলিয়াগণের শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কাজেই আউলিয়াআল্লাহ্দের জামায়াত ও ছাহাবায়ে কেরামের জামায়াতের সহিত কোন তুলনাই হইতে পারে না। এইজন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মোয়াফা ইবনে এমরান রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবাক্যে উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, এখানে তুলনা অবান্তর। এমনকি হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সঙ্গে 'জঙ্গে তবুক' ইত্যাদি জেহাদসমূহের মধ্যে যে ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদে গমন করিয়াছেন, ঐ ঘোড়ার পায়ের দাপটের যে ধূলিকণাটি ঘোড়ার নাকের ডগায় লাগিয়াছিল ঐ ধূলিকণার মর্তবাও ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মর্তবা হইতে অনেক ঊর্ধ্বে, যদিও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত এত বড় তাবেয়ী মোহাদ্দেছ মোজাদ্দেদ ত্যাগী খোদাভীরু ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা ছাহাবায়ে কেরামদের যুগের পরে দুনিয়ায় আর দেখা যায় নাই।

(تطهير الجنان صـ ١١ ابن كثير صـ ١٣٩٨)

সুধী পাঠক, চিন্তা করুন! একজন নিম্নস্তরের ছাহাবার মর্তবা এবং দর্জা যে কত ঊর্ধ্বের তাহা আমাদের মত লোকের এখন কল্পনায় আনাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেই সমস্ত মহাত্মাগণ এবং তাঁহাদের চেয়ে ঊর্ধ্বের মর্তবায় যাঁহারা

পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কে মওদুদী সাহেব যে সমস্ত অসহনীয়, অবান্তর, ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন, স্বকপোলকল্পিত, পলিদ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কোন ঈমান-দরদী মুসলমান কিছুতেই বরদাশত করিতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এক পাপে আর এক পাপকে, ছোট পাপ বড় পাপকে টানিয়া আনে, এই জন্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মওদুদী সাহেব প্রথমে শ্রেষ্ঠ আউলিয়াগণের উপর মিথ্যা বদনাম রটাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে ছাহাবায়ে কেরামদের নিম্নস্তর থেকে শুরু করিয়া ক্রমেই উচ্চ মর্তবার অধিকারী ছাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে মিথ্যামিথ্যি দোষ চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত উচ্চতর এবং সর্ব উচ্চস্তরের ছাহাবা হযরত তাল্‌হা ও হযরত যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে অভাবনীয় স্বকপোলকল্পিত পলিদ মন্তব্য অন্য কাহারও কথায় নহে, নিজ দায়িত্বে, নিজের রায়ে সমাজের সামনে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কলমে বা মুখে আনার মত দুঃসাহস আমরা কখনও করি না। কিন্তু যেহেতু মওদুদী সাহেব কথাগুলো বলিয়াছেন—এই জন্য, মিথ্যা দোষচর্চার জন্য নহে, (বরং) মিথ্যা দোষারোপকে অপসারণ করিবার জন্যই কথা কয়টি উল্লেখ করিতেছি এবং ইহার পূর্বে পাঠক সমীপে সেই ঊর্ধ্বতম স্তরের ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম অর্থাৎ আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ অর্থাৎ বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন পবিত্রাত্মা মহাত্মা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্তবা যে কত ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং তাঁহারা যে কত বড় সৌভাগ্যশালী ও আদর্শের জ্বলন্ত প্রতীক এই সম্পর্কে কিঞ্চিত আভাস দান করিতেছি। যাহাতে মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এ সমস্ত মহাত্মাদের সম্পর্কে নির্ভুল ইতিহাস জানিয়া মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া নিজের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করিতে পারেন। কারণ বিজাতীয় ধূর্ত পাদ্রী প্রফেসররা গোপনে পরোক্ষভাবে চক্রান্ত ও শত্রুতা করিয়া আমাদের ফরেন ডিগ্রীধারীদেরকে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বিকৃত ধারণা দিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আমাদের যুবক সমাজ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে হিট্টি, নিকোলসন ও শিয়া আমীর আলীর যে সমস্ত মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডামূলক ইতিহাস পড়েন তাহা দেখিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইসলামের শত্রুরা কিভাবে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃতরূপে লিখিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে শত্রুরা আমাদের যুবক সমাজকে সঠিক পথ ও মত হইতে বিপথে পরিচালিত করিতে সুযোগ পাইয়া যাইতেছে। আমাদের অনেক তথাকথিত বন্ধুরাও, শত্রুদের অন্ধ অনুকরণে গবেষণা করিতে গিয়া নিজেদের আপন সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং সমাজকেও বিভ্রান্ত করিতেছেন। এই কথা সকলেরই

জানিয়া রাখা দরকার যে, কোন বিষয়ে গবেষণামূলক কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে প্রথমেই সেই সত্য বিষয়কে খাঁটিভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া ওস্তাদের নিকট হইতে সূত্র পরম্পরা ধারাবাহিকতার সহিত গভীরভাবে জানিতে হইবে এবং ছনদ উদ্ধার করিতে হইবে। অতঃপর গবেষণা করিলে সেই গবেষণাই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা রাখে। অন্যথায় ধার করা কাঙ্গালের কড়ি পরগাছা হইতে হাছিল করিলে না উহার দ্বারা কোন সঠিক সত্যে নির্ভুলভাবে পৌছা যায়, না সমাজকে কিছু দান করা যায়, অবশ্য সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার মত অমোঘ ঔষধ এই ধার করা বিনা ওস্তাদের পড়া জ্ঞানেই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হইয়া থাকে। সমাজ, রাষ্ট্র এবং সুধীবৃন্দের শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া ইতিহাসের সঠিক গবেষণাও সকল ভাইয়ের জন্য সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই জন্যই অনেক আয়াস-সাধ্যের পর মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের খেদমতে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের সম্পর্কে সঠিক সত্যের কিছু নমুনা আমরা পেশ করিতেছি, যাহাতে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ অসত্য এবং কাল্পনিক-কুধারণাপ্রসূত বদগোমানীর বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে নিজেদেরকে বাঁচাইয়া সৎ পথে চলিতে সক্ষম হন।

আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কিছু ফযীলত

আমরা সর্বনিম্ন স্তরের ছাহাবী হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁহার ঊর্ধ্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কোরআন এবং হাদীছের আলোকে এবং সঠিক ইতিহাসের ভিত্তিতে সামান্য আলোকপাত করিয়াছি। তাহাতে সুধী পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন যে, মওদুদী সাহেব কত বড় দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়াছেন এবং আগুন লইয়া খেলা করিতে বসিয়াছেন এবং এমনকি পাঠকবর্গকে সেই অগ্নিতে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখন আমরা আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করিতেছি। আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্ যে কাহারা এবং তাঁহাদের মর্তবা যে কত ঊর্ধ্বে সে সম্পর্কে মওদুদী সাহেব যদি সামান্যতমও শ্রদ্ধাবান হইতেন এবং তাঁহার জেহেনে ঐ সমস্ত মহাত্মাদের সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্র ভক্তি ও সম্মান থাকিত তবে কিছুতেই কস্মিনকালেও তিনি এইরূপ তাচ্ছিল্যপূর্ণ অসহনীয় মন্তব্য তাঁহাদের সম্বন্ধে করিতে সাহসী হইতেন না। কারণ কোন মুসলমানই, যাহার বিন্দুমাত্র ঈমানের ডর এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশা আছে তিনি কিছুতেই এমন মন্তব্য করিবার

দুঃসাহস করিতে পারেন না। আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্ যে কাহারা এই সম্পর্কে আমাদের অন্তত এতটুকু জানা উচিত যে, দুনিয়ায় থাকিতে আমাদের কাহারও এ নিশ্চয়তা নাই যে, অমুক ব্যক্তি, অমুক বাদশাহ্ অবশ্যই বেহেশতে যাইবেন বা অমুক ওলীআল্লাহ্ বা অমুক ইমাম ছাহেব, মোহাদ্দেছ ছাহেব, বোজর্গ ছাহেব, আল্লামা ছাহেব, ছুফী ছাহেব, নেতা ছাহেব, দুনিয়ায় থাকিতেই বেহেশতের সার্টিফিকেট পাইয়া গিয়াছেন, এ কথা কাহারও জানিবার বা বলিবার কোনই উপায় নাই, অধিকার নাই। কিন্তু 'আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্' সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা ছাহাবায়ে কেরাম বেহেশতের এমন ছনদ, সার্টিফিকেট, এমন সাক্ষ্য এবং এমন সুসংবাদ দুনিয়া হইতে জীবিত থাকিতেই পাইয়া গিয়াছেন যে, জগতের বুকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অপর কেহই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই। আর এই ছনদ এমন সম্মানের সহিত এবং নিশ্চয়তার সহিত দেওয়া হইয়াছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্‌র ওহী প্রাপ্তি ক্রমে নিজ পবিত্র মুখে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়া বলিয়াছেন—

عن عبد الرحمن بن عوف رضـ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ابوبكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة وطلحة فى الجنة والزبير فى الجنة وسعد بن ابى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة وابو عبيدة بن الجراح فى الجنة (الترمذى)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন—(১) আবু বকর বেহেশ্‌তবাসী (২) ওমর বেহেশ্‌তবাসী (৩) ওছমান বেহেশ্‌তবাসী (৪) আলী বেহেশ্‌তবাসী (৫) তাল্‌হা বেহেশ্‌তবাসী (৬) যোবায়ের বেহেশ্‌তবাসী (৭) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বেহেশ্‌তবাসী (৮) ছায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ বেহেশ্‌তবাসী (৯) ছায়ীদ ইবনে যায়েদ বেহেশ্‌তবাসী (১০) আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ্ বেহেশ্‌তবাসী। —তিরমিযী শরীফ

এই সমস্ত মহাত্মাগণের মধ্যে হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা—যাঁহারা খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে এই বেহেশতী দশজন মহাত্মাগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা শুধু আল্লাহ্ রছূলের প্রিয়, সুহৃদ, কলিজার টুকরাই ছিলেন না বরং সমস্ত জগতের জন্য আল্লাহ্র রছূলের পথে চলার চরম ও পরম আদর্শ ছিলেন। এই সমস্ত মহাত্মাগণ ন্যায়নিষ্ঠতা, আদর্শবাদিতা, মহানুভবতা, শালীনতা ও সভ্যতার এমন আদর্শ নমুনা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হইতে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি স্তরে শিখিয়া শিখিয়া বাস্তব জীবনে আমল করিয়া উহার পূর্ণ পরিপক্কতা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সামনেই তাঁহারা অর্জন করিয়াছেন এবং হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নেতৃত্বে ত্যাগ, সেবা, মহানুভবতা, কন্ট্রোলিং পাওয়ার, জ্যাশিং পাওয়ার, শৃঙ্খলা, একতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি সমস্ত গুণাবলীকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং একের পর এক বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এলাকায় নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরামের এই কোরবানীর বদৌলতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া কোরআনে পাকে তাঁহাদের প্রতি চির সন্তুষ্টির খোশ-খবরী দান করিয়াছেন— رضی الله عنهم و رضوا عنه

'রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযূ আনহু'। এমনকি দশজন ছাহাবার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বারা এই দশজনের জন্য তাঁহার চির সন্তুষ্টির স্থান বেহেশতের খোশ্খবরী এই দশজনের নামকরণ করিয়া দুনিয়াতেই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দেওয়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ এই দশজনের দ্বারা এমন কোন কার্য সংঘটিত হইবে না যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সামান্যতমও অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে। কেননা তাঁহাদের দ্বারা যদি আল্লাহ্র অপছন্দনীয় বা অসন্তুষ্টির কাজ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনাই থাকিত তবে কিছুতেই আল্লাহ্র কোরআনে এবং রছূলে মকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাদীছে তাঁহাদের সম্বন্ধে খোশ্খবরী তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হইত না। এই কথাটা কোন মক্তবের ছেলেকেও বুঝাইয়া দেওয়ার দরকার হয় না। এই কথা জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ্র চির সন্তুষ্টির ঘোষণার পাত্রের মধ্যে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির সংমিশ্রণ কিছুতেই আসিতে পারে না। কূট-তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, এটা হইতে পারে, তবুও আমি জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত মহাত্মাদের দোষ ধরিলেন না এবং রছূল

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বারাও কোনরূপ হুশিয়ারী প্রদান করিলেন না বরং ক্ষমা ও সন্তুষ্টি এবং খুশীর খবরই শুনাইলেন, অধিকন্তু রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বারা তাঁহাদের দোষ চর্চা এবং বৃথা সমালোচনা করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। এমনকি তাঁহাদের প্রতি মহব্বতকে আল্লাহ্র মহব্বত, তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাকে স্বয়ং আল্লাহ্র প্রতি শত্রুতা বলিয়া হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কঠোর সতর্কবাণী দান করা সত্ত্বেও আছে কি কোন আকলমন্দ জ্ঞানী সভ্য শালীনতাবোধ সম্পন্ন ঈমান, ইসলাম এবং দ্বীন দরদী মুসলমান, যিনি ইহার পরেও সেই সমস্ত পবিত্রাত্মা বিশেষ করিয়া আশারায়ে মোবাশশারাহ্র অন্যতম পবিত্রাত্মা হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা—যে দুইজন মহাত্মাকে স্বয়ং হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খাছ হাওয়ারী অর্থাৎ নিজের বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—তাঁহাদের সম্পর্কে বদগোমানী করিয়া, তাঁহাদের কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের জমানার কর্মপদ্ধতির সাথে একই কাতারে শামিল করিয়া গালি দিতে পারেন? আমাদের ধারণায় কোন জ্ঞানী, ঈমানদরদী লোকে—চাই তিনি যত বড়ই ঝানু কূট-তর্কবাজ হউন না কেন, এমন জঘন্য ঈমান ধ্বংসী কাজে কিছুতেই অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব মওদুদী সাহেব তাহার স্বরচিত পুস্তক "খেলাফত ও মুলুকিয়াতের" ১২৪ পৃষ্ঠায় হযরত তালহা ও হযরত যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মত মহাত্মার কর্মপদ্ধতিকে কটাক্ষ করিয়া, ব্যঙ্গভাবে সমালোচনা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত মন্তব্যের ভিত্তিতে মুরব্বীয়ান শানে বলেন—

ظاہر ہے کہ یہ جاہیت کے دور کا قبائلی نظام تونہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کے مطالبہ کیلئے جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کیلئے استعمال کرے۔

এই কথা সকলেরই জানা কথা এবং প্রকাশ্য কথা যে, সেই যুগটি ছিল ইসলামী যুগ এবং ইসলামী আইন-কানুন পূর্ণ মাত্রায় সেই যুগে জারী ছিল। জাহেলিয়াতের যুগ ছিল না এবং জাহেলিয়াতের গোত্রীয় রীতি-নীতি, রছম-রুছুমাত, কুপ্রথা ও কুসংস্কার জারী ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মওদুদী

সাহেব হযরত তালহা ও যোবায়েরের কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের যুগের কুসংস্কারের সঙ্গে একাকার করিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা অতি সূক্ষ্মভাবে হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে জাহেলিয়াতের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলা হইয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদিগকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের মান, জ্ঞান-বিবেক, আইন-শৃঙ্খলাবোধ ছিল না; অথচ তাঁহারা ছিলেন আশরায়ে মোবাশ্‌শারাহ্‌র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহারা হিজরতের পূর্বে নবুয়তের প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ নিজেদের জান-মাল, শক্তি-সামর্থ্য, ইজ্জত-আবরু যথাসর্বস্ব কোরবানীর দ্বারা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র পরশমণিতুল্য সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কোরবানীর দ্বারাই ইসলামী নেজাম, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহারা এই কোরবানী এবং রছূল-ফেদা প্রাণের জন্যই আল্লাহ্‌র পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই কোরআনে কারীমে তাঁহাদের শানে বার বার رضى الله عنهم ورضوا عنه (রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাযূ আনহু) আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওদুদী সাহেব বদ গোমানীর তহবিল নিয়া বসিয়াছেন এবং ওলীআল্লাহ্‌দের থেকে শুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে ছোট ছাহাবী হইতে বড় ছাহাবী ও আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্‌ এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে কসুর করেন নাই এবং তাঁহাদিগকে জাহেলিয়াতের পর্যায়ে টানিয়া আনিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যেহেতু এক পাপে আর এক পাপ ডাকিয়া আনে, ছোট পাপ বড় পাপে পৌছাইয়া দেয়, এইরূপভাবেই মওদুদী সাহেব আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ্‌ ছাড়াইয়া খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত ধাবিত হইয়া হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর হামলা করিয়াছেন। হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে মওদুদী সাহেব বলেন যে—

حضرت عثمان رض کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا (خلافت وملوکیت صـــ ۱۱۲)

হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নীতির এই অংশ নিঃসন্দেহে গলদ ছিল।

শুধু ইহাই নহে, হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্বজনপ্রীতির মত তোহমত লাগাইবার দুঃসাহসও মওদুদী সাহেব করিয়াছেন। মওদুদী সাহেবের হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারেই নাদানী,

হেমাকতী, বেঈমানী, অজ্ঞতা, মূর্খতা, কুসংস্কার প্রসূত এবং শত্রুদের অন্ধ অনুকরণ সম্বলিত ইসলামের শত্রুদের শেখান কথা, যেমন পাদ্রী হিট্টি ইত্যাদি হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।

আমরা নাদানী, হেমাকতী, বেঈমানী শব্দগুলি রাগের বশবর্তী হইয়া ব্যবহার করি নাই, চিন্তা করিয়া এবং ভদ্রতার সীমা রক্ষা করিয়াই বলিয়াছি। কেননা, ছহীহ্‌ হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছে—

من ولى من امر امتى شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين -

পাঠক, একটু পরেই এই অভিযোগের অসারতা দেখিতে পাইবেন। এই পবিত্রাত্মা-মহাত্মাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার কারণে না কেহ মওদুদী সাহেবকে ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণের সমমর্যাদা দিবেন বা তাঁহাদের পদধূলির যোগ্যদের পদধূলিতে স্থান দিতে চাহিবেন, না ইহার দ্বারা ঐ সমস্ত মহাত্মাদের মর্যাদায় বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগিবে; বরং সূর্যকে ছাই নিক্ষেপ করিলে যেমন নিক্ষেপকারীরই চেহারায় উহা ফিরিয়া আসিয়া চেহারা ময়লাযুক্ত করিয়া দেয় এবং চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়, তদ্রূপভাবে আমরা যদি দুর্ভাগ্যের কারণে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম অধিকন্তু আশারায়ে মোবাশ্‌শারাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি দোষব্যঞ্জক, শালীনতা বর্জিত শব্দ প্রয়োগ করি তবে ইহা কস্মিনকালেও সেই সমস্ত মহাত্মাদের গায়ে লাগিবে না নিশ্চয়ই; বরং উহার নিম্নগতির প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদিগকে 'আছফালে ছাফেলীনে' পৌছাইয়া ছাড়িবে।

মওদুদী সাহেব আসল ইতিহাস পাঠের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াই শত্রুদের অন্ধ অনুকরণে এই দুর্ভাগ্যের ডালা স্বেচ্ছায় (ব্যক্তিগত রায়ে ও মন্তব্যে) আপন মাথায় তুলিয়া লইলেন। আসল খাঁটি ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা সামান্য কিছু আভাস দিতেছি, যাহার দ্বারা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের বিভিন্ন দিক হইতে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া এবং আপোস এখ্‌তেলাফ (মতবিরোধ) হওয়া সম্বন্ধে পাঠক কিঞ্চিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ছাহাবাদের এখ্‌তেলাফের আসল কারণ

ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বিভিন্ন দিক হইতে কেন ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছিলেন? তাঁদের মধ্যে কেন দ্বি-মতের সৃষ্টি হইয়াছিল? কাহার কাহার মধ্যে এবং কোন্ সময় কি কারণে সৃষ্টি হইয়াছিল? তাঁহাদিগকে আমরা পবিত্রাত্মা-মহাত্মা বলিয়া জানা সত্ত্বেও এই দ্বি-মতের (এখতেলাফের) কারণ কি? জঙ্গে জামাল, জঙ্গে ছিফ্‌ফীন কেন সংঘটিত হইয়াছিল? হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাহারা, কেন, কি উদ্দেশে কতল করিল বা করাইল? খেলাফত তন্ত্রের মধ্যে কিভাবে ভাঙ্গন আনিল? এই জন্য কে বা কাহারা দায়ী?

উত্তর ঃ ইসলামের শত্রুরা কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া মায়া-মমতার ভানে দরদী সাজিয়া ইসলামের জড় কাটিতে চায়। সেইজন্য তাহারা বলিতে চায় যে, 'ছাহাবাদের মধ্যে মতভেদ এবং গৃহযুদ্ধের কারণেই ইসলাম দুর্বল হইয়া গিয়াছে।' এইসব কথার মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নাই। আমরা সঠিক সত্য ইতিহাস হইতে এক এক করিয়া এই প্রশ্নগুলির কিছুটা চিন্তার খোরাক পাঠকদিগকে দিতেছি এবং যুগে যুগে যে জাতি জগতের বুক থেকে খাঁটি সত্য দ্বীনকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া শয়তানের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে, সেই ইহুদী জাতির কু-কর্মের ধারাবাহিক কিছুটা ফিহ্‌রিস্তও (বিষয়াবলীও) এর সাথে পেশ করিতেছি; যাতে করে পাঠক জানিতে পারেন যে, মূল চক্রান্তকারী কাহারা? এবং কাহাদের জন্য আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতিও ভুলবশতঃ মিথ্যা বদগোমানী করিয়া মরিতেছি।

ইহুদী জাতি ঐ অভিশপ্ত এবং ধিকৃত জাতি যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সর্বপ্রথম জগতের বুকে হযরত মূছা আলাইহিচ্ছালাম কর্তৃক প্রচারিত খাঁটি তৌহীদী ধর্মকে বিকৃত করিয়া আল্লাহ্‌র একজন সৃষ্ট মানুষ এবং প্রেরিত নবী হযরত ওজায়ের আলাইহিচ্ছালামকে খোদার বেটা বলিয়া ঘোষণা দিয়া জঘন্য শির্‌ক এবং কুফরীর অন্ধকারের অতল তলে ডুবিয়া গিয়া শয়তানকে আপন বন্ধু বানাইয়া লয়। ইহার পরে যতবার আল্লাহ্ তা'আলা এই অভিশপ্ত কওমের কাছে সত্য তৌহীদের পয়গাম দিয়া নবী পাঠাইয়াছেন ততবারই এই ইহুদী জাতি হয় ঐ নবীকে অশেষ নির্যাতন দিয়া ছাড়িয়াছে, না হয় দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে অথবা একেবারে কতল করিয়া দিয়া নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র গযব টানিয়া আনিয়াছে অথবা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া নবীকে ফাঁসী দিতে উদ্যত হইয়াছে, যথা—ঈসা আলাইহিচ্ছালাম। এইভাবে নিজেদের ভণ্ডামিকে জিয়াইয়া

রাখার জন্য সর্বদাই সত্যের ধারক এবং বাহকদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত হীন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া প্রাণঘাতী শত্রুতা করিয়াছে; এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম দুনিয়াতে আসিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশে মূছা আলাইহিচ্ছালামের ইসলাম ধর্মের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং ন্যায়, সত্য ও আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অনুসারী হইয়া চলার মধ্যেই যে মুক্তি রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া থাকেন। তখন এই ইহুদী ধূর্ত স্বার্থবাজ পাদ্রীদের হীন স্বার্থে নিদারুণ আঘাত লাগে। তাহারা নানাভাবে হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের বিরোধিতা করিতে থাকে। এমনকি তাহারা হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া হুকুমতের দ্বারা তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করে। এমনকি হযরত ঈছা নবীকে তাহারা শূলীতে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিবার পরিকল্পনা পর্যন্ত করিয়া ফেলে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামকে আপন সান্নিধ্যে উঠাইয়া লইয়া যান এবং হুকুমত ও ষড়যন্ত্রকারীরা না কামিয়াব হইয়া নিজেদের লজ্জা ঢাকা দিবার জন্য মশহুর করিয়া দেয় যে, আমরা ঈছাকে ফাঁসী দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি।

কোরআনের ঘোষণা ঃ

ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم -

হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর ইহুদীরা তাঁহার প্রচারিত ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি তৌহীদ, রেছালাত ও কেয়ামতের বিশ্বাসকে সমূলে বিনাশ করিবার গোপন শত্রুতা চালাইতে থাকে। হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের অন্তর্ধানের প্রায় সত্তর বৎসর পরে 'পল' নামক একজন ইহুদীবাচ্চা কৌশলে বন্ধু সাজিয়া এই সত্য ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য নিজেকে মিথ্যা-মিথ্যি খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করে এবং সমাজের নিকট বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া পূর্ণ এক বৎসর তপ-জপ করিয়া মহাসাধু সাজিয়া সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। তখন লোকেরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই সুযোগে সে হযরত ঈছা নবী আলাইহিচ্ছালামের ধর্মের মূল ভিত্তি তৌহীদ, রেছালাত ও আখেরাতের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ঘোষণা দেয় যে, স্বয়ং যীশু আমার সহিত দেখা দিয়াছেন—তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি স্বয়ং খোদার পুত্র ঈছা এবং আমার মাতা খোদার স্ত্রী· আমি জারজ সন্তান নই; শরী'অত পালনের দরকার নাই (নাউযু বিল্লাহ)। 'একে তিন তিনে এক'। কাজেই আমাকে কেহ ঈশ্বরের পুত্র মানিয়া লইলে তাহার আর কোন পাপকার্যে বাধা থাকিবে না এবং পাপের কোন শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে না।

কেননা আমি ঈশ্বরের পুত্র, সব রকমের পাপকে বক্ষে ধারণ করিয়া মানুষের মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় শূলীতে জীবন দিয়া সকলের পাপকে ক্ষমা করাইয়া লইয়াছি।

ভণ্ড সাধু পল এই মিথ্যা গোপন ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা ঘোষণা দিয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের তৌহীদী ধর্মকে ত্রিত্ববাদের শেরেকীতে পরিণত করিয়া গোমরাহ্ করিয়া ফেলিল। এইরূপভাবে সেই ঘৃণিত ইহুদীদের হাতেই ঈছা নবী আলাইহিচ্ছালামে সত্য ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল এবং শয়তানের রাজত্ব ধর্মের উপর আরম্ভ হইল। তাহারা ৩০০ বৎসর পরে রোমের বাদশাহ কনস্টান্টিনোপল দি গ্রেটকে এই মিথ্যা ত্রিত্ববাদের ধর্মে দীক্ষিত করাইয়া ভোগবিলাসে ও প্রজা উৎপীড়নে কোনই বাধা থাকিবে না বলিয়া রাজশক্তির সহায়তায় এই মিথ্যা ধর্মের বেড়াজাল তখনকার যুগে সর্বত্র প্রসারিত করিবার সুযোগ করিয়া লয়।

অতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দুনিয়াতে আসিয়া আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীনকে জগতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ধূর্ত স্বার্থপর ইহুদীরা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রচার কার্যকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতে থাকে; কিন্তু হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইহুদীদের সমস্ত কারসাজিকে বানচাল করিয়া দিয়া পূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন এবং মদীনার সীমা হইতে এই দুষ্টদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া ফেতনার মূলোচ্ছেদ করিয়া দুনিয়া হইতে তশরীফ নিয়া যান।

হুযূর আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূরের পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি খেলাফত করেন আড়াই বৎসর। এই আড়াই বৎসরের মধ্যে সর্বদাই ইসলামের জয়-জয়কার থাকে। কোন জায়গায়ই কোন মুসলমানের মধ্যে দুই মতের সৃষ্টি হয় নাই। অবশ্য ইহুদীদের কারসাজিতে এবং প্রোপাগাণ্ডায় তাঁহার খেলাফতের শুরুতে কিছু সংখ্যক লোক যাকাত বন্ধ এবং মিথ্যা নবুয়তের দাবী ইত্যাদি করিলেও শেষ পর্যন্ত সমবেত মুসলমানদের চেষ্টায় তাহাদের ধ্বংস সাধন হয়। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এন্তেকালের পরে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় খলিফা হন। তাঁহার দশ বৎসরের খেলাফতের মধ্যে কোথাও ইয়াহুদী শয়তানরা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় নাই। অধিকন্তু খায়বর ইত্যাদি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া

গিয়াছে। মুসলমানদের একতায় কেহই ভাঙ্গন ধরাইতে পারে নাই। কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ এবং এজমা'র মাধ্যমে উহার পূর্ণ সমাধান হইয়া গিাছে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর এন্তেকালের পর তাঁহারই পরামর্শের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হন। তিনি খেলাফত করেন ১২ বৎসর। তিনি পূর্ববর্তী আইন-কানুনকে পূর্ণরূপে ঠিক রাখিয়াছেন। কোথাও কোন পরিবর্তন আনেন নাই। অবশ্য ইসলামের ও উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ইসলামী বর্ডারের পূর্ণ হেফাজতের জন্য দুই-একজন শাসনকর্তা এবং সেনাপতিকে পরিবর্তন করিয়াছেন।

স্বজনপ্রীতির অপবাদ খণ্ডন

হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের খেলাফতের আমলে ৪৭ জন আমেল বা গভর্নর ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাত্র ৫জন আত্মীয় ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন তাঁহার নিজ বংশের তথা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের গোত্র কোরায়েশ গোত্রের শাখা উমাইয়া বংশের, খলীফা ওছমানের সঙ্গে বহু দূর সম্পর্কীয় ছিলেন। আর ২ জন তাঁহার বংশীয় ছিলেন না, শুধুমাত্র দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা তাঁহার সহিত ছিল। প্রথম ৩ জন হইলেন—(১) হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু (২) ওলীদ ইবনু ওকাবাহ (৩) ছায়ীদ এবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু। অপর দুইজন (৪) আব্দুল্লাহ এবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু (৫) আব্দুল্লাহ এবনুছ ছায়াদ ইবনে আবি ছারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। ৪৭ জনের মধ্যে তিনজন আত্মীয়কে তিনি গভর্নরী দিয়াছেন, তাহাও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়।

খলীফা ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর এন্তেকালের সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কার্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার আমেল বা গভর্নর ছিলেন—(১) আব্দুল্লাহ ইবনুল হজরমী রাযিয়াল্লাহু আনহু (২) কাছেম ইবনে রাবিয়াতা ছাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু (৩) ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু (৪) আব্দুল্লাহ ইবনু রবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু (৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু (৬) ছায়ীদ ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু (৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ছায়াদ ইবনে আবি ছারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু (৮) হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু (৯) আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ ইবনে ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তিনি যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়া বংশীয় মর্যাদার কারণে কোথাও কখনও নিজের বংশের কোনও লোককে চাকুরী দেন নাই। এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজের ছাহাবীদের শিক্ষা দিয়াছেন—

من ولى من امر المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ـ

হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কঠোর নীতি অর্থাৎ হাজার যোগ্য হইলেও আপন বংশীয় লোকদিগকে রাষ্ট্রীয় পদের চাকুরী না দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন (যদিও যোগ্যতার কারণে আপনজনকে দায়িত্বের কাজ দেওয়ার মধ্যে নাজায়েযের কিছুই নাই)। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জমানা হইতে এবং পরবর্তী দুই খলীফার জমানাতেও যোগ্যতার মাপকাঠিতেই বনু উমাইয়ার লোকেরাই অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। এইজন্য পরে হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখিলেন যে, এত কঠোর নীতি অবলম্বন করিলে অনেক যোগ্য লোকের খেদমত হইতে রাষ্ট বঞ্চিত হইয়া যাইবে, সেই কারণে তিনি সকলকেই যোগ্যতার মাপকাঠিতে দায়িত্বের কাজে নিয়োগ করিতেন—আত্মীয়তার খাতিরে বা অন্যায়ভাবে কাহাকেও কোন চাকুরী দিতেন না বা কোন দায়িত্বের কাজে লাগাইতেন না। কিন্তু যেহেতু হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু অধিকতর নরম তবীয়তের লোক ছিলেন, তাঁহার এই নরম তবীয়তের সুযোগ নিয়া শত্রুর প্ররোচনায় অনেকে কিছু কিছু বৃথা সমালোচনারও সুযোগ পাইয়াছে। হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নম্রসুলভ তবীয়তের কারণে তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই বা কোন শাস্তি বিধান করেন নাই।

এই সুযোগে ইসলামের চিরশত্রু ধূর্ত ইহুদীরা যাহারা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভয়ে একেবারেই নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছিল; তাহারা আস্তে আস্তে মাথা জাগাইবার চেষ্টা করে। হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বেশী নরম তবীয়তের হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্য প্রামাণ্য অন্যায়কে তিনি কখনও বরদাশত করিতেন না। এই ভয়ে ইহুদী শত্রুরা প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে কোনরূপ সাহস ও সুযোগ না পাইয়া গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক শত্রুতা আরম্ভ করে। এমনকি হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় একজন অতিশয় ধূর্ত সুনিপুণ কার্যদক্ষ

সুবক্তা ইহুদী-বাচ্চা মুসলমান সাজিয়া মুসলমানদের বেশী ক্ষতি করা যাইবে এবং ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী নেজামের ভিতরে ছিদ্র বাহির করিয়া খেলাফততন্ত্র ও নেজামকে বিধ্বস্ত করা বেশী সহজ হইবে চিন্তা করিয়া এই উদ্দেশেই মুসলমান হইয়া যায়। এবং সাধারণ মুসলমান নয়—অতিশয় কৃত্রিম সুফী সাজিয়া হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অতিশয় ভক্তি দেখাইতে থাকে। এই লোকটির নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছাবা।

ইহারই অপচেষ্টায় এবং চতুরতায় অনেক সৎলোকও তাহার দলভুক্ত হইয়া পড়ে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া মুসলমানদের জামায়াত বানচাল করার উদ্দেশে খারেজী-রাফেজী দলের উৎপত্তি হয়। ইহারই প্ররোচনায় ছাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এই দুষ্কৃতিকারী লোকটা এতই ধূর্ত বুদ্ধিমান ছিল এবং এতই সাইকলজিস্ট অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে পারদর্শী, কর্মঠ, সুবক্তা ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যে সে মিশর, বছরা, দামেস্ক, কুফা, মক্কা, মদীনায় ঘুরিয়া ধোঁকাবাজি করিয়া প্রায় দুই হাজার অর্বাচীন যুবকদেরকে আপন দলে ভিড়াইতে সক্ষম হয়। ইহাদের মধ্যে অনেক ভুলাভালা (সরলমনা) মুসলমানও ঢুকিয়া পড়ে। এই সমস্ত লোকদের দ্বারা প্রপাগাণ্ডা করিয়া এই বদবখ্ত হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সতর-আঠারটি অবাস্তব অভিযোগ তোলে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল যে, হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের বংশের লোকদেরকে বেশী চাকুরী—স্টেট সার্ভিস দান করিয়াছেন। তখন হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু গণ্যমান্য ছাহাবাদের দ্বারা একটি প্রতিনিধি দলকে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ঘুরিয়া এই কাজের তদন্ত করিয়া আসিতে বলেন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও কোন অবিচারের অভিযোগ (কমপ্লেইন) হইয়াছে কি-না তাহার রিপোর্ট দিতে বলেন; ছাহাবাদের সেই গণ্যমান্য দলটি সর্বত্র ঘুরিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া রিপোর্ট দেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও কোন অবিচার অত্যাচার বা পক্ষপাতিত্বের নাম-গন্ধও আমরা দেখিতে পাই নাই। অভিযোগকারীদের সামনে হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সাক্ষী পেশ করেন; কিন্তু পরম শত্রু ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রকারী আব্দুল্লাহ বিন ছাবা ও তাহার অনুসারীদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার কারণে সরলপ্রাণরাও এ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আসল সত্যকে বুঝিবার বা চিন্তা করিবার সুযোগ হারাইয়া ফেলে এবং ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া খলীফার বিরুদ্ধে বাগাওয়াতী শুরু করিয়া দেয়।

এতদ্দর্শনে হযরত আলী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ ছাহাবাগণ অস্ত্রধারণ করতঃ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন করিতে চাহিলে হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া বলেন

যে, তাহারা (বিদ্রোহীরা) উম্মতে মুহাম্মদী (কারণ প্রকাশ্যভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ছাবাও মুসলমান বেশধারী ছিল)। কাজেই কোন উম্মতে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া কোন্ মুখে আমি রছূলে মকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দরবারে হাজির হইব? আমার শরম লাগে, আমি জীবন দিয়া দিব, তবুও উম্মতে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে তোমাদেরে অস্ত্রধারণ করিতে দিব না। এই কথায় সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। অবশেষে জালেমেরা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করিয়া ফেলিল এবং চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল এবং খেলাফতকে তছনছ করিয়া ফেলিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাইতে শুরু করিল। কিন্তু যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম জীবন কোরবান করিয়া ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী নেজাম কায়েম করিয়াছিলেন, এতদ্দর্শনে তাঁহারা এই ছাবায়ী ফেতনাকে দমন করিয়া খেলাফত রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্ধারিত হইলেন। সকলেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই খেলাফত ধ্বংসকারী হযরত ওছমানের হত্যাকারী ছাবায়ী বিদ্রোহীদের অশুভ শক্তিকে নির্মূল করার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন অবস্থা যেহেতু নিদারুণ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল, এইজন্য হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা এই ছিল যে, "বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া যাওয়ার পর এই দুষ্টদের কঠোর বিচার করিবেন।" কিন্তু এই ছাবায়ী দল এত ধুরন্ধর ছিল যে, যখনই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, শান্তি স্থাপন হইয়া গেলে তাহাদের আর রক্ষা থাকিবে না, তখনই তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একদলকে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে অতি সন্তর্পণে ঢুকাইয়া দিল। তাহারা গোপনে গোপনে প্রপাগাণ্ডা করিয়া বিশৃঙ্খলা জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, যাহাতে শান্তি স্থাপন হইতে না পারে এবং তাহাদেরও বিপদে পড়িতে না হয়। অপরদিকে উচ্চ মর্যাদার ছাহাবী আশারায়ে মোবাশ্শারাহ্ হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা দেখিলেন যে, এই খেলাফত ধ্বংসকারী ও হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিচার করিতে যখন হযরত আলী দেরী করিতেছেন এবং এই ধুরন্ধরেরা আস্তে আস্তে গোপনে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলের পুরোভাগের স্থানই দখল করিয়াছে, কাজেই এখন বসিয়া থাকিলে হয়ত এই ছাবায়ীরা পূর্ণ খেলাফতকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। কাজেই যে প্রকারেই হোক ইহাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে। ছাবায়ীরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলের অধিকাংশ ক্ষমতা গোপনে হস্তগত করিয়াছে, কাজেই এখন বসিয়া থাকিলে খেলাফত উদ্ধারের আর কোনই

সম্ভাবনা থাকিবে না। এই জন্যই হযরত তালহা ও যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও ময়দানে নামিয়া পড়েন।

মোট কথা, হযরত আলী এবং অপর পক্ষে হযরত তালহা, যোবায়ের ইত্যাদি সবার উদ্দেশ্য ছিল একই, সবাই চাহিতেছিলেন যে, নেজামে খেলাফত, নেজামে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হউক; দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক এবং হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের কঠোর বিচার হউক, কিন্তু বাস্তব কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে ছিল মতভেদ। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা এই ছিল যে, প্রথমে খেলাফত কায়েম হইয়া দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক, তাহার পর হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কেছাছ লওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু হযরত তালহা, যোবায়ের ইত্যাদির ধারণা ছিল অন্যরূপ। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, প্রথমে হযরত ওছমানের হত্যাকারীদের বিচার করিলেই বিশৃঙ্খলাকারীরা ধরা পড়িয়া যাইবে, ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং নেজামে খেলাফত কায়েম করা সহজসাধ্য হইবে। ফলকথা এই যে, এই দুই দলের উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও কর্মপদ্ধতির মধ্যে মতভেদের সুযোগ পাইয়া ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু আব্দুল্লাহ বিন ছাবার গোষ্ঠীরা জনসাধারণের ভিতরে দুই গ্রুপ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। এই মোনাফেক দল ডাহা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করিয়া একদলের বিরুদ্ধে অন্য দলের কাছে মিথ্যা শেকায়েত করিয়া তোহমত লাগাইয়া উভয় দলের ভিতরই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। যাহার ফলে এই দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়া পড়িল; কিন্তু যেহেতু তাহারা সকলেই ছিলেন হকের অনুসারী এবং আসল উদ্দেশে একমত, কাজেই উভয় পক্ষ মোকাবেলা হওয়ার পূর্বে আপোস আলোচনা শুরু করেন এবং প্রায়ই ঐক্যমতে পৌছিয়া গিয়াছেন, এমন সময় এক রাতে কিছু সংখ্যক ধুরন্ধর চিন্তা করিল যে, এতকালের চেষ্টার দ্বারা খেলাফত ধ্বংসের প্রস্তুতি চালাইয়াছি, ছাহাবারা আপোস হইয়া গেলে এই ষড়যন্ত্র তো বানচাল হইয়া যাইবেই, অধিকন্তু আমাদেরও আর রক্ষা থাকিবে না। কাজেই রাত্রে আমরা উভয় শিবির থেকে নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে উভয় পক্ষ এমনিই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবে; আপোস হইবে না। সুতরাং আপোসের এই চরম মুহূর্তে উভয় শিবির হইতে এই ছাবায়ীরা যুদ্ধের আগুন লাগাইয়া দিলে কেহ আর চিন্তা করিবার সুযোগ পাইল না। পরস্পর ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া প্রায় দশ হাজার মুসলমান নিহত হইল। ছাবায়ীদের দারুণ ষড়যন্ত্রের ফলেই সর্বপ্রথম মুসলমানদের রক্তে মুসলমানদের হাত রঞ্জিত হইতে

বাধ্য হইল। শত্রুরা জঙ্গে-জামালে পরাজিত হইয়া দশ হাজার মুসলমান শহীদ করাইয়া দামেস্কে গিয়া হযরত মোয়াবিয়ার দলে মিশিল এবং ইহাদের ষড়যন্ত্রের ফলে ৯ মাস পরে জঙ্গে-ছিফ্‌ফীন সংঘটিত হইল।

ছাহাবীদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল সৎ ও মহৎ। কোন পক্ষের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু এই মোনাফেক মুসলমান নামধারী ছাবায়ীদের কারণেই মুসলমানদের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইল। ইহার পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে দুই মত বা দুই দল ছিল না। সর্বদাই একতা বিরাজমান ছিল।

এইরূপভাবে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোন মতবিরোধ হয় নাই বলিলেও চলে। কেননা হযরত মোয়াবিয়া যখন সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের মোকাবেলায় সিরিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রায় বিশ বৎসর পর্যন্ত গভর্নরীর দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার সহিত পালন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রুর মোকাবেলা করিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার অগোচরে তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ বিন ছাবার কুমন্ত্রণার অনুসারী—ইসলামী খেলাফতের প্রাণঘাতী শত্রুদের হাতে আপন গৃহে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত অঙ্গুলী ও রক্তে রঞ্জিত জামা কাপড় প্রেরিত হইল। অধিকন্তু খলীফা নির্বাচনের সময় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এমতাবস্থায় দূরে থাকিয়া মানুষের চিন্তাধারা কোন্ গতিতে কোন্ দিকে যাইতে পারে আল্লাহ্ই জানেন। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি হযরত ওমরের ভাষায়—"নেতার ছেলে নেতা, গোস্‌সার সময় যিনি হাসি দিয়া কথা বলেন"। তিনি এতবড় কঠিন মুহূর্তে স্থির থাকিয়া ঘোষণা দিলেন যে, যদিও খলীফায়ে বরহক হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং এই সংবাদে সমস্ত মুসলিম জগত শোকে দুঃখে মুহ্যমান, তবুও ইসলামী নেজাম ও ইসলামী খেলাফতের হেফাজতের দায়িত্বের খাতিরে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই আমি খেলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করি এবং যেহেতু ইসলামী নেজাম, ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করিয়া দিবার পরিকল্পনা নিয়াই ছাবায়ী ফেৎনাবাজরা তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এবং শুধু হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই বরং খেলাফতকে চিরতরে দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়াই তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, বর্তমানে তাহারা হূত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর

দলের পুরোভাগ দখল করিয়া রাখিয়াছে; হয়ত হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করার পূর্ণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু বায়আত করিলে খেলাফত ধ্বংসকারীদের অধিকতর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে— কারণ তাহারা অনেকেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে ঢুকিয়া বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিয়াছে, এমনকি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে। এখন আমরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করার অর্থই ছাবায়ীদের খপ্পরে পড়িয়া নেজামে খেলাফত ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করা, কাজেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এই খেলাফত ধ্বংসকারী ছাবায়ী ষড়যন্ত্রকারীদের যদি শাস্তি দিতে সক্ষম হন এবং শাস্তি দিয়া নেজামে খেলাফতের হেফাজত করেন তবে আমি সর্বপ্রথম খলীফা বলিয়া মান্য করিয়া তাঁহার বায়আত করে, পরে ইহাদিগকে দমন করা সুবিধা হইবে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ভয় পাইতেছিলেন যে, আগে বায়আত করিলে হয়ত খেলাফতকে আর রক্ষা করা যাইবে না। এই ছাবায়ীরা আমাকে আয়ত্বের মধ্যে নিয়া সুবিধামত খেলাফতকে দরহাম বরহাম করিয়া ফেলিবে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই এখতেলাফের সময় ছাবায়ীদের আর একটা ধুরন্ধর গ্রুপ শামবাসীদের সহিত মিলিয়া যাহাতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে আপোস না হইতে পারে তাহার পক্ষে চেষ্টা চালাইতে থাকে এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যাহাতে চিনিতে না পারেন এইজন্য নিরাপদমূলক দূরত্বে অবস্থান করিয়া অতি সন্তর্পণে এরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়াইতে থাকে। যার ফলে হযরত আলী এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে জঙ্গে-ছিফ্‌ফীনের মত মর্মন্তুদ ঘটনা উভয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারীদের চালবাজীর কারণে ঘটিয়া যায়। এই যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমানের প্রায় দিতে হয়। এই যুদ্ধে মশহুর ছাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছের রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেন। হযরত আম্মারের শাহাদত বরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে একটা মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছেন। এই ভুলের প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের একটা হাদীছের একাংশকে মাত্র দেখিয়াছেন এবং লইয়াছেন, বাকী অংশ দেখেন নাই। হাদীছটির অংশ নিম্নরূপ ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية -

অর্থাৎ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হে আম্মার! বিদ্রোহীদল তোমাকে শহীদ করিবে।" হাদীছের শেষের এই অংশ দেখিয়াই অনেকে ভুলবশত মন্তব্য করিয়া বসেন যে, হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চয়ই জঙ্গে-ছিফ্‌ফীনে কতল হইয়াছিলেন এবং জঙ্গে ছিফ্‌ফীন হযরত আলী এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। হযরত আম্মার হযরত আলীর দলে ছিলেন। কাজেই হযরত আম্মার নিশ্চয়ই হযরত মোয়াবিয়ার দলের দ্বারা কতল হইয়াছিলেন। সুতরাং হযরত মোয়াবিয়াকে 'বাগী' বলায় দোষ হইবে কেন? যে সমস্ত ভাইয়েরা এই কথা বলেন তাহারা যদি হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পূর্ণ হাদীছটি দেখিতেন তাহা হইলে কিছুতেই এমন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না এবং একজন ছাহাবীর সম্পর্কে বলিতে গিয়া হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অন্যান্য আরও অনেক ছাহাবীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে যাইতেন না বা ছাহাবীর মিথ্যা দোষচর্চা করিতে গিয়া নিজেদেরকে কলঙ্কিত করিতে অগ্রসর হইতেন না। কারণ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পূর্ণ হাদীছটি দেখিলে তাহারা বুঝিতে পারিতেন যে, এই হাদীছের দ্বারা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ঐ সমস্ত বাগী-বিদ্রোহীদের প্রতিই ইশারা করিয়াছেন যাহারা ইসলামী নেজাম ও ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করিবার জন্যই গোপন ষড়যন্ত্র এবং বাগাওয়াতি করিয়াছিল। খেলাফতের দুশমনদের দমন করিবার জন্য এবং খেলাফতকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে সমস্ত মহৎপ্রাণ ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বলেন নাই। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ যাহাতে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سمية

لايقتلك اصحابى تقتلك الفئة الباغية - (وفاء الوفاء)

(২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ)

অর্থাৎ, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, "হে ছুমাইয়ার পুত্র আম্মার! আমার ছাহাবাগণের কেহ তোমাকে কতল করিবে না, বিদ্রোহী দল তোমাকে কতল করিবে।"

মুসলমান মাত্রই জানে যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী এবং তাঁহাদের সঙ্গীদের অনেকেই উচ্চ মর্তবার ছাহাবী ছিলেন। সুতরাং হুযূরের এরশাদ অনুসারে তাঁহাদের কেহই হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কতল করিতে পারেন না, বা করেন নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু কতল হইলেন কাহাদের হাতে? আমরা পূর্বে পাঠক সমীপে পেশ করিয়াছি যে, খেলাফত ধ্বংসকারী ছাবায়ী ফেতনাবাজ বিদ্রোহীরা—যাহারা হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কতল করিয়াছে, হযরত তালহা, যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাহারাই কতল করিয়াছিল। তাহাদের চক্রান্তের কারণেই হযরত মোয়াবিয়া এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে আপোস হইতে পারে নাই, তাহারা উভয় পক্ষে ঢুকিয়া প্রোপাগাণ্ডা করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিল এবং হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কতল করিয়া ছাহাবাদের জামায়াতের মধ্যে বেশী ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই শয়তানরা কতল করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর লোকেরাই তাঁহাকে (আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) কতল করিয়াছে। অতএব ইহারাই হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'ফেয়াতে বাগিয়া' বা বিদ্রোহী দল। যার ফলে মুসলমানদের রক্তে মুসলমানদের হাত রঙ্গীন হইয়াছে। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীছের দ্বারা এই আব্দুল্লাহ বিন ছাবার গোষ্ঠীর কথাই ইশারা করিয়াছেন, কোন ছাহাবীর কথা বলেন নাই। এই কথা আরও স্পষ্টভাবে জানিতে হইলে সুধী পাঠকের আরও সামনে অগ্রসর হইয়া দেখিতে হইবে যে, ছিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পরে এই ছাবায়ী দল খেলাফত ধ্বংসের জন্য কি কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল? জঙ্গে-ছিফ্‌ফীনের পরে এই ছাবায়ী দল যখন দেখিল যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহাদের চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, অপরদিকে হযরত মোয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। সুতরাং তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম দল সমস্ত ছাহাবীদের প্রকাশ্য কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদিগকে খারেজী নামে অভিহিত করা হয়। এবং দ্বিতীয় দলটি বাহ্যিকভাবে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভক্তি দেখাইতে থাকে এবং অপর পক্ষের ছাহাবীদের গোপনে গোপনে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়। এই দলটি রাফেজী নামে অভিহিত

হয়। এই রাফেজীরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অতি ভক্তি দেখাইয়া 'নবী' বলিয়া অভিহিত করিতে শুরু করে। এমনকি রাফেজীদের কেউ কেউ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খোদা বলিয়া সেজদা করিতে অগ্রসর হয়। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মোনাফেকদিগকে ভালভাবেই চিনিয়াছিলেন। তিনি এই মোনাফেকদের নেতৃস্থানীয় ৭০ জনকে গ্রেফতার করিয়া কতলের হুকুম দেন এবং কতল করিয়া আগুনে পোড়াইয়া ভস্ম করাইয়া দেন। খারেজীরা প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে থাকে। এইজন্য হযরত মোয়াবিয়া, হযরত আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ এই খারেজীদের প্রতি বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন। খারেজীরা হযরত আলী, হযরত মোয়াবিয়া, হযরত আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ মহাত্মাদের কর্মপদ্ধতি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ে এবং চিন্তা করিতে থাকে যে, এই প্রচেষ্টা সফলকাম হইলে আমাদের আর রক্ষা থাকিবে না। কাজেই তাহারা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিল যে, হযরত আলী, হযরত মোয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের যে কোন প্রকারে হউক দুনিয়া হইতে একই মুহূর্তে চির বিদায় করিতে হইবে, যাহাতে একজনকে হত্যা করার পর অন্যজন সতর্ক না হইতে পারে। এই পরামর্শ করিয়া অতি কৌশলে অতি সতর্কতার সহিত অতি গোপনে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করিবার জন্য বরক ইবনে আব্দুল্লাহকে দামেস্কে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য ইবনে মোলজেমকে কুফায় এবং হযরত আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করিবার জন্য ওমর ইবনে বকরকে মিশরে পাঠাইয়া দেয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা একদিনেই একই সময় অতি কৌশলে এই তিনজনকে শহীদ করিতে চেষ্টা করে। হযরত মোয়াবিয়া ও আমর ইবনে আছ সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহ্র রহমতে বাঁচিয়া যান। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাযে আসিয়া দাঁড়াইতেই ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে আহত হইয়া পরে ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দূরদর্শী জ্ঞানী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, খারেজী, রাফেজী তথা ছাবায়ী ফেতনাবাজরা যেভাবে দেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, এখনও যদি ইহাদিগকে দমন করা না যায় তবে ইসলামী খেলাফতের নাম-নিশানাও বাকী থাকিবে না। তিনি হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ ব্যাপারে নিজের চেয়েও বেশী যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তিনি খেলাফতীর চাইতেও জাতির এবং ইসলামের স্বার্থকে বড় মনে করিয়া স্বেচ্ছায় হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে খেলাফত

সোপর্দ করিয়া দিলেন এবং আপন সাথীগণসহ জাতির এবং ধর্মের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করিয়া তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। যার ফলে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু খারেজী ফেতনাকে সমূলে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং রাফেজীরা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও তাহাদেরকেও অনেকটা দমন করিতে সফল হইয়াছিলেন। এইজন্য দেখা যায় যে, হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম আসমানে উত্তোলিত হওয়ার ৭০ বৎসর পরে ইহুদী-বাচ্চা পল তৌহীদী ধর্মকে ত্রিত্ববাদে পরিণত করিয়া হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের আনীত একত্ববাদী পবিত্র ইসলাম ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তদ্রূপভাবে সেই খবিছ পলের অধঃস্তন পুরুষ আব্দুল্লাহ বিন ছাবা নেজামে ইসলাম ও নেজামে খেলাফতকে ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের ৩০ বৎসর পরে যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল তাহা হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া যায়। মাত্র ৫/৬ বৎসর কালের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝি এবং কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটন ছাড়া এই আব্দুল্লাহ বিন ছাবার গোষ্ঠী মোনাফেকরা ইসলামী নেজাম ও ইসলামী হুকুমতের কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। হযরত হাছান রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সহযোগিতার কারণেই হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ কামিয়াবীর সঙ্গে রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রের সর্বত্র একতা, শৃঙ্খলা, সাম্য ও সৌহার্দ ফিরিয়া আসে। লোকে অভাব বলিতে কি জিনিস তাহা জানিত না। রাস্তায় রাস্তায় লোকেরা যাকাতের টাকা লইয়া বসিয়া থাকিত, সারাদিন খুঁজিয়াও কোন অভাবী লোক পাওয়া যাইত না। এইভাবে কাফেরদের মোকাবেলায় ইসলামের সৌন্দর্যকে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। দরবারে শান-শওকাতের সঙ্গে থাকার কারণে বিজাতির উপর মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু অনেক অবুঝ লোকে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শান-শওকাতের উপর কটাক্ষ ও সমালোচনা করিয়াছেন, এটা তাহাদের আসল ঘটনা না জানার ফল।

হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) জীবন যাপন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই মহান খলীফা নিজ গৃহের মধ্যে ইট মাথার নিচে দিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন, শেষ রাত্রে উঠিয়া আবার তাহাজ্জুদ পড়িয়াছেন। তালি দেওয়া জামা-কাপড় পরিধান করিয়াছেন। তিনি জীবনে যাহা করিয়াছেন উম্মতের ভালাইর জন্যই করিয়াছেন। উম্মতের ক্ষতি

হইবে বা ইসলামী হুকুমতের ক্ষতি হইবে এমন কোন কাজে তিনি কোনদিনই অগ্রসর হন নাই, বরং নিজের জীবন দিয়াও উম্মতের এবং ইসলামী হুকুমতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এলেমের খেদমতের জন্য এলেম অন্বেষণকারীদের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যে সময় হযরত মোয়াবিয়া ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ঐ সময় রোম সম্রাট হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দূত পাঠাইয়া বলিল যে, "হে মোয়াবিয়া! আপনার মত একজন বিচক্ষণ প্রতিভাশালী লোককে হযরত আলী মোটেই মর্যাদা দিতেছেন না, আপনি আমার সাথী হউন আমি তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিতেছি।" ইহার জবাবে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়া পাঠাইলেন, "হে রোমের কুত্তা! তুমি আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে খুঁটিনাটি এখতেলাফ দেখিয়া আমাকে কুফরীর দিকে দাওয়াত দিতেছ? তুমি জানিয়া রাখ, যদি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে একটু বক্র দৃষ্টিতে নজর কর এবং তাহার কারণে তোমার সহিত যুদ্ধ বাধে তবে যে ব্যক্তি হযরত আলীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বপ্রথম কল্লা কাটাইয়া শহীদ হইবে সে হইবে মোয়াবিয়া।" এর দ্বারা দেখা যায় যে, হযরত আলী এবং হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে স্বার্থের বা ক্ষমতার কোনই দ্বন্দ্ব ছিল না, দ্বন্দ্ব ছিল একমাত্র ইসলাম ধ্বংসকারী ছাবায়ীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্ম পদ্ধতির মধ্যে। এইজন্য দেখা যায় যে, যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত আসিতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সর্ব স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া দ্বীনের হেফাজত করিয়াছেন। নিজের স্বার্থের কারণে একজন মুসলমানেরও রক্তক্ষয় হোক ইহা ছাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণ কোন সময়ও চান নাই। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনবোধে জীবন পর্যন্ত দিয়া দিয়াছেন তবুও ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতে দেন নাই।

মওদুদী সাহেব এই সমস্ত মহাত্মাদের পিছনে লাগিয়া যে কলঙ্ক রটনা করিতে অপচেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমরা পাঠক সমীপে পূর্বেই পেশ করিয়াছি। তিনি কতকগুলি খোঁড়া যুক্তি এবং মিথ্যাবাদী শিয়া, রাফেজী, খারেজীর কতকগুলি জাল কথার দ্বারা অনর্থক হামলা করিয়াছেন। তিনি যাহাদের কথা দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন তাহারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ মহাত্মাগণের নিকটও মিথ্যাবাদী বলিয়া সুপরিচিত।

তারপরেও মিথ্যা কল্পনার ঘোড়া দৌড়াইয়া হযরত মোয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা, হযরত যোবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ মহাত্মাগণের উপর মওদুদী সাহেব কল্পনার দ্বারা হামলা চালাইয়াছেন। অতঃপর তিনি

কতকগুলি এখ্‌তলোফী মাছআলাকে সামনে রাখিয়া এই মহাত্মাগণের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। যেখানে দ্বিমত পোষণ করিবার সকলেরই অধিকার আছে, সেখানে হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিমতকে মওদুদী সাহেব নিজ খামখেয়ালীর কারণে বরদাশত করিতে পারেন নাই। অপর একটি মাছআলায় হযরত মোয়াবিয়া যেখানে নিজের মতকে প্রত্যাহার করিয়াছেন, সেই মতকেই ভিত্তি করিয়া মওদুদী সাহেব তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়াছেন। সর্বশেষে খোলাফায়ে রাশেদীনদের তৃতীয় স্তম্ভ হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর ব্যক্তিগত রায়ে ও পলিদ কল্পনার দ্বারা হামলা করিয়া মওদুদী সাহেব উচ্চ মর্যাদা হাছিল করিতে চাহিয়াছেন।

হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্তবা যে কত উর্ধ্বের তাহা যে মানুষটির সামান্যও জানা আছে সে কখনও এমন কাজে অগ্রসর হইতে পারে না। হযরত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কেমন পবিত্রাত্মা-মহাত্মা ছিলেন তাহার কিঞ্চিত আভাস এখন দিতেছি, যাহাতে পাঠক তাঁহার উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বৈশিষ্ট্য

(১) রছূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের যুগ হইতেই তাঁহার এক লক্ষ ছাহাবীদের মধ্যে ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলের ঐক্যমতে আবু বকর ও ওমরের লাগালাগি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ওমর-পুত্র আব্দুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিদ্যমানেই আমরা ছাহাবীগণের মর্তবা এইরূপ নির্ধারণ করিয়া থাকিতাম—আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপর ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপরই ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু।

—বোখারী শরীফ-৫১৬ পৃষ্ঠা

(২) রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সম্মতি ও সমর্থনযুক্ত ইঙ্গিতেই আবু বকর ও ওমরের পরে খেলাফতের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, অদ্য রাত্রে এক নেককার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন—আবু বকর আল্লাহ্‌র রছূলের সঙ্গে বাঁধা, আবু বকরের সঙ্গে ওমর বাঁধা এবং ওমরের সঙ্গে ওছমান বাঁধা রহিয়াছেন। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, এই বন্ধনের ব্যাখ্যা

হইল দ্বীন ইসলামের খেলাফত। আর যে নেক্কার লোকটি স্বপ্নে দেখিয়াছেন তিনি স্বয়ং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। —মেশ্কাত শরীফ-৫১৬

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্যোদয়ের পরক্ষণে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আজ প্রভাত-পূর্বক্ষণ আমি দেখিতে পাইলাম—আমাকে যেন কতকগুলি চাবির গোছা এবং দাঁড়ি-পাল্লা দেওয়া হইল। অতঃপর এক পাল্লায় আমাকে রাখা হইল, অপর পাল্লায় আমার সমস্ত উম্মতকে রাখা হইল—এইরূপে ওজন করা হইলে আমার পাল্লা অধিক ভারী হইল। তারপর আমার স্থলে আবু বকরকে ওজন করা হইল, তাহার পাল্লা অধিক ভারী হইল। অতঃপর ওমরকে ওজন করা হইল, তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর ওছমানকে ওজন করা হইল, তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর পাল্লা উঠাইয়া নেওয়া হইল।

—মোছনাদে আহমদ বেদায়াহ ৭-২০৪

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে, যখন (মদীনায়) রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইতেছিল তখন প্রথমে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একখানা পাথর রাখিলেন, অতঃপর ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু একখানা পাথর রাখিলেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত বলিলেন— هم امراء الخلافة من بعدى ـ

"এইভাবেই তাহাদের দ্বারা আমার পর খেলাফতের আসন পূর্ণ হইবে।"

—বেদায়াহ ৭-২০৪

আবু জর রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতকগুলি কাঁকর হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাতে তছবীহ পড়িল, অতঃপর আবু বকরের হাতেও তছবীহ পড়িল, অতঃপর ওমরেব হাতেও, তারপর ওছমানের হাতেও পড়িল। অতঃপর হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন— هذه خلافة النبوة

"ইহা হইল নবুয়ত পর্যায়ের খেলাফতের নিদর্শন।" —বেদায়াহ ৭-২০৪

সুধী সমাজ লক্ষ্য করিবেন, ওছমানের খেলাফত সম্পূর্ণভাবে স্বয়ং রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সমর্থিত ছিল, বরং তাঁহার স্বপ্ন তো আল্লাহ্র

তরফ হইতে ওহী বলিয়া সাব্যস্ত। অধিকন্তু হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ওছমানের খেলাফতকে নবুয়ত পর্যায়ের খেলাফত সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আর ১৪০০ বৎসর পর মওদুদী সাহেব ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেই খেলাফত বিতাড়নের প্রথম আসামী সাব্যস্ত করিয়াছে।

(৩) ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক নবীরই একজন বিশেষ বন্ধু ছিল, আমার জন্য সেই বন্ধু হইল ওছমান। —মেশকাত শরীফ-৫৬১

আর এক হাদীছে আছে, একদা রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ওছমানকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"দুনিয়াতে তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আখেরাতেও তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু।"

انت ولى فى الدنيا و ولى فى الاخرة ـ

—বেদায়াহ ৭-২১২

(৪) হযরত ওছমানের প্রথমা স্ত্রী নবী-তনয়া রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর একদা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকিয়া বলিলেন, এখনই জিবরাঈল ফেরেশ্তা আমার নিকট সংবাদ নিয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মে কুলছুমকে রুকাইয়ার সমপরিমাণ মহরে তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার যদি চল্লিশটি মেয়েও থাকিত, পর পর প্রত্যেককে আমি ওছমানের সাথে বিবাহ দিতাম।

—বেদায়াহ ৭-২১২

(৫) হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং জিবরাঈল (আলাইহিচ্ছালাম) ফেরেশ্তা পর্যন্ত ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অধিক শরমাইয়া চলিতেন। একদা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নিকট আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপর ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আবু বকর ও ওমরের আগমনে সংযত হওয়ার তৎপর হইলেন না কিন্তু ওছমানের আগমনে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পরিধেয়ে অত্যন্ত সংযত হইলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই পার্থক্যের

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন—

الا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة ـ

"আমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি অধিক লজ্জা-শরম প্রদর্শন করিব না যাহার ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ পর্যন্ত লজ্জা-শরম করিয়া থাকেন?" —মুসলিম শরীফ

সুধী পাঠক, একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, মওদুদী সাহেব এই সমস্ত পবিত্রাত্মা-মহাত্মাদের সম্পর্কে যে বিষোদগার করিয়াছেন, ইহা হয়ত তিনি কল্পনার দ্বারা বলিয়াছেন। যদি তিনি নিজের রায় থেকে বলিয়া থাকেন তবে যিনি অপরের দোষ বর্ণনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে ঐ দোষ হইতে মুক্ত মনে করেন এবং যাহার দোষচর্চা করেন নিজেকে তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। অথচ, আছে কি কোন মুসলমান যিনি মওদুদী সাহেবের ঐ স্বপ্নকে মান্য করিতে প্রস্তুত হইবেন? অপরপক্ষে তিনি যদি তাকওয়ার থেকে বলিয়া থাকেন তবে নাউজু বিল্লাহ, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সর্বক্ষণ সাহচর্য হাছিল করিয়াও কি ছাহাবায়ে কেরাম স্বজন তোষণ ও স্বার্থপরতার মত ঘৃণ্য স্বভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই? আশ্চর্য লাগে, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেই ঘোষণা দিয়া বলেন—"স্বজন তোষণকারীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত"। আল্লাহ্ আমাদিগকে এহেন অপকর্ম হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

আকায়েদের কিতাবে আছে— لا نذكر الصحابة الا بخير সমস্ত আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের এজমায়ী আকীদা এই যে, আমরা একজন ছাহাবীরও গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচর্চা করিব না। যাহারা ছাহাবীর দোষচর্চায় লিপ্ত হইবে তাহারা খারেজী দলভুক্ত হইয়া যাইবে এবং যাহারা হযরত আলী এবং তাঁহার সঙ্গী ও সাথীগণ ব্যতীত বাকী ছাহাবীদের দোষচর্চায় লিপ্ত হইবে তাহারা রাফেজী দলভুক্ত হইয়া যাইবে। আমরা এখন জিজ্ঞাসা করি, জনাব মওদুদী সাহেব কোন দলভুক্ত থাকিতে চান?

সুধী পাঠক! আমাদের প্রত্যেকের এই কথা অবশ্যই জানা দরকার যে, কাহারও কোন বাহ্যিক সমালোচনা করিতে হইলে সমালোচনাকারী যাহার সমালোচনা করিবে প্রথমে কমপক্ষে তাহার পারিপার্শ্বিক, বৈষয়িক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতার সাথে তাহার মানসিক, নৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের সাথেও পূর্ণভাবে পরিচিত হইতে হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া যদি কাহারও বাহ্যিক কাজের সমালোচনা করা হয় তবে সেই সমালোচনা সমাজের গুণী-জ্ঞানীদের নিকট গ্রহণীয় ও উপকারী হইয়া থাকে। অন্যথায় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িলে নিয়মনীতি থেকে বিমুখ হইয়া আপন পতিত পরিবেশের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া কল্পনার পাখী উড়াইলে সেইটা হইবে নেহায়েত একটা দূরদর্শিতা বহির্ভূত, অবান্তর, অবৈজ্ঞানিক, অসামাজিক এবং দুর্বুদ্ধির হাস্যম্পদ কাজ মাত্র। অধিকন্তু কোন মানুষের মনের চিন্তাধারা যাহা স্বয়ং বক্তা না বলিয়া দিলে কেহই বলিতে পারে না, এইরূপ চিন্তাধারার সমালোচনা করিতে গেলে তাহা হইবে আরও মূর্খতাপূর্ণ পাগলের প্রলাপ। এমন কথা না কোন জ্ঞানী সদ্বিবেকবিশিষ্ট লোকের মুখে বা চিন্তাধারায় আসিতে পারে, না কোন জ্ঞানী লোকের নিকট ইহার কোন মূল্য হইতে পারে? বরং এইরূপ পাণ্ডিত্যপনার ফলে জনসাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা না জানিয়া কেহই এমন বোকা সাজিতে চায় না। অবশ্য সবার কুয়ত ও হিম্মত এক রকম হয় না। কেহ কেহ ঘরে বসিয়াই কল্পনার বোমা ছাড়িয়া কিল্লা ফতেহ করিতে চান।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি গল্প—এক পণ্ডিত সাহেবের ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। সে নিজেকে নিজে খুব জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ মনে করিত। ভক্তের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। একবারের এক ঘটনা ঃ পণ্ডিত সাহেবের পাশের বাড়ির এক ভক্ত অতি কষ্টে একটা তাল গাছের মাথায় উঠিল, পরে আর নিচে নামিবার সাহস হিম্মত হইতেছিল না। অবশেষে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সকলে পরামর্শ করিয়া পণ্ডিত সাহেবের শরণাপন্ন হইল। পণ্ডিত সাহেব বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ তো অতি সহজ কাজ, জলদি একটি দড়ি জোগাড় করিয়া গাছের মাথায় লোকটির নিকট ছুঁড়িয়া দাও এবং সে যেন দড়িটির এক মাথা শক্ত করিয়া কোমরে বাঁধিয়া নেয়; অতঃপর দড়ির অন্য মাথায় ধরিয়া সকলে একযোগে হেঁচকা টান মারিলেই লোকটিকে নিচে নামাইয়া আনা যাইবে।" ফলে হইলও তাহাই, সবাই একযোগে তাল গাছের মাথা হইতে লোকটিকে নিচে টানিয়া নামাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লোকটির মাথা ফাটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। লোকেরা হায় হায় করিয়া উঠিল এবং পণ্ডিত সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল যে, আপনার ভুলের কারণেই লোকটি মারা গেল। এই কথাটা শুনিয়া পণ্ডিত সাহেব গোস্সাভরা কণ্ঠে যুক্তি দেখাইয়া বলিল যে, আমার মোটেও ভুল হয় নাই, আমার যুক্তি ঠিকই আছে, কেননা আমি বহুবার লোককে রশি বাঁধিয়া কুয়ার মধ্য হইতে উঠাইয়াছি, ইহাতে কাহারও জীবন নাশ হয় নাই। সুতরাং আমার যুক্তি ও বুদ্ধি নির্ভুল।

পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন সাধারণ কার্যের মধ্যে কিছু অজ্ঞতার কারণে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এবং উঁচু-নিচু পার্থক্য না করার কারণে যদি এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, তবে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া ছাহাবায়ে কেরামের মনের চিন্তাধারার সমালোচনা করিতে গিয়া মওদুদী সাহেব যে কি সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। ছাহাবাদের জামানা ছিল সব দিক দিয়া পবিত্রতম। অতএব তাঁহাদের সমালোচনা করাই আমাদের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই না। কেননা, হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের এরশাদ—

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب -

ব্যক্তিগত হীন স্বার্থের লেশ-গন্ধ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। সামাজিক পরিবেশ এমন মধুর ছিল যে, একজন ছাহাবীর প্রেরিত হাদিয়া সাত জন ছাহাবীর গৃহে পর পর ঘুরিয়া প্রথম ব্যক্তির ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকল ভাই-ই অন্য ভাইকে বেশী হকদার মনে করিয়া খেদমত করিতে চাহিয়াছেন। দ্বীনের জন্য, আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র রছূলের জন্য, রছূলের আদর্শের জন্য, উম্মতের হিতের জন্য সকলেই জান-মাল কোরবান করিতে সদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। সকলেরই শুধু একই চিন্তা ছিল যে, কে কাহার অগ্রে আল্লাহ্র পথে বেশী অগ্রসর হইতে পারেন। কাজেই এই পবিত্র আত্মাদের কোন প্রকারই সমালোচনা পরবর্তী উম্মতের করার অধিকার নাই, সরাসরি আলোর সান্নিধ্যে আসিলে কেহ যেমন অন্ধকারের কল্পনাই করিতে পারে না, তদ্রূপ সমস্ত আলোর আলো, আম্বিয়াগণের সর্দার রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র পরশমণিতুল্য সাহচর্যের অধিকারী ছিলেন ছাহাবায়ে কেরামগণ, তাঁহারা ছিলেন যাবতীয় কালিমা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কাফেরী কাজের প্রতি ছিলেন বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং ঈমানী স্বভাবের প্রতি, মো'মেনের প্রতি ছিলেন কুসুমের ন্যায় কোমল। আল্লাহ্ পাক কালামে মজীদে ঘোষণা দিতেছেন—

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم -

অর্থাৎ, এই সত্যের মধ্যে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন, মুহাম্মাদুর রছূলুল্লাহ আল্লাহ্র রছূল এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ, সাহচর্চ বা ছোহবত লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নবীর ছোহবতের বরকতে এতটা পবিত্র হইয়া গিয়াছেন যে, মিথ্যা, ধোঁকা, স্বার্থপরতা, অন্যায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা, প্রজা উৎপীড়নের আইন জারী করা বা পছন্দ করা ইত্যাদি কাফেরী খাছলাত হইতে শুধু যে পবিত্র হইয়া গিয়াছেন তাহাই নহে বরং সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে কুফরী তরীকার বিরুদ্ধে তাঁহারা বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়াছেন এবং আপোসে পরস্পরে ঈমানদারদের সহিত ঈমানী খাছলাতের সামনে তাঁহারা কুসুমের ন্যায় কোমল হইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই ইসলামের প্রাণঘাতী শত্রুরাও ছাহাবায়ে কেরামগণের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এমনই পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এবং সহ-অবস্থানকারীদের কলুষময় প্রভাবে পড়িয়াছি যে, শত্রুদের রঙ্গীন চশমায় আপন চোখের মূল্যবান দৃষ্টিশক্তিকে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। দুইশত বৎসরের গোলামীর জিঞ্জির আমাদের কাঁধ হইতে বাহ্যিকভাবে নামিয়া গেলেও আন্তরিক এবং মানসিক দিক দিয়া বিজাতিরই পদানুসরণ করিয়া চলিয়াছি, যার ফলে আপন-পর ভুলিয়া শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া জাতীয় আদর্শে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি।

আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যা

পরিশিষ্টে মওদুদী সাহেব তাঁহার "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" কেতাবের শেষভাগে আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যাও দান করিয়াছেন। যাহা দেখিলে প্রত্যেকটি ঈমানদার মুসলমানের অন্তর আরও অধিক ব্যথিত হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়। কেননা এখানেও তিনি তিন প্রকারের ভুল করিয়াছেন ঃ

প্রথম ভুল ঃ

প্রথমত যেগুলি ছাহাবায়ে কেরামের ভুল নহে বরং গুণেরই সমাবেশ সেইগুলিকে তিনি ইসলামদ্রোহীদের লেখার ভিত্তিতে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতে অপচেষ্টা করিয়া সেই ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াকেই গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, ছহীহ তাহকীকে যেইগুলি মওদুদী সাহেব প্রকাশ্য ভুল করিয়া বসিয়াছেন সেই ভুলগুলিকে তিনি পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবায়ে কেরামদের দ্বারা স্বীকার করাইতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম

যে ঐ সব ভুল করিয়াছেন ইহা সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকে মিথ্যা স্বীকার করিয়া লইবার জন্য মওদুদী সাহেব জোর সুপারিশ করিয়াছেন; যাহাতে তিনি নিজের ভুল ধারণামতে সংস্কারক বা রিফর্মার সাজিয়া কমপক্ষে একটা নাম করিয়া যাইতে পারেন।

দ্বিতীয় ভুল ঃ

পরিশিষ্টে দ্বিতীয় ভুল মওদুদী সাহেব এই করিয়াছেন যে, তিনি মিথ্যা রাবীদের মিথ্যা জাল বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের মিথ্যা দাবীর ছাফাই গাহিতে হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় ভুল ঃ

পরিশিষ্টে তৃতীয় ভুল এই করিয়াছেন যে, যেখানেই তিনি ছাহাবায়ে কেরামগণের শানে গোস্তাখী এবং শালীনতা বিবর্জিত বাক্য জোরের সহিত ব্যবহার করিবার দুঃসাহস করিয়াছেন তার শুরুতেই তিনি উক্ত ছাহাবী সম্পর্কে বড় বড় সম্মানসূচক বুলি আওড়াইয়া পরক্ষণেই নিজের ভিতরকার কুৎসিত রূপের দ্বারা কদর্যভাবে তাঁহাদের উপর আক্রমণাত্মক কটাক্ষ করিয়াছেন, এইভাবে মওদুদী সাহেব সাধারণ পাঠকদিগকেও মস্ত বড় ধোঁকা দিতে অপপ্রয়াস করিয়াছেন, তবুও আমরা মওদুদী সাহেবের প্রতি বদ-গোমানী করি না। তাঁহার মনের চিন্তাধারা যে কি তাহা আমরা জানি না। আমরা তাঁহার লিখিত ভাষার দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই তাঁহাকে এবং অন্য সকল মুসলমান ভাইদিগকে জানাইয়া দিলাম। তিনি যদি সত্যই ইসলামের খাঁটি সেবক হইতে চান তবে তাঁহার ঐতিহাসিক বিবরণ ও চিন্তাধারার মধ্যে যে সকল কথা অকাট্য প্রমাণিত সত্যের বিপরীত তাহা তাঁহার অবশ্যই সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্তব্য। তিনি যদি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া নেন, তবে তাঁহার কোনই অমর্যাদা হইবে না। আর যদি তিনি ঐ সমস্ত ভুল সংশোধন না করেন তবে এই কিছু সংখ্যক মারাত্মক ভুলের কারণে সমস্ত খেদমতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। ভুল স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া নেওয়াই মহানুভবতার পরিচয়।

আমরা মওদুদী সাহেবের ভুল ধরার নিয়তেই ভুল দেখাইয়া দিতেছি না, বরং ভুল সংশোধনের জন্যই সাহায্য করিতেছি মাত্র। আমরা তাঁহার বন্ধু ছাড়া শত্রু নই, কাজেই বন্ধু হিসাবে তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত যে সমস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে তাহাই দেখাইয়া দিলাম। আর প্রকৃত বন্ধু ঐ ব্যক্তি—যিনি বন্ধুর ভুল দেখাইয়া সংশোধন করিয়া দেন। যাহাতে একটা ভাল কাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভুল বিদ্যমান থাকার কারণে সমস্ত কাজটাই পণ্ড হইয়া না যায়। একটা দেহের

একটা ক্ষুদ্র অংশে পচন ধরিলে সমস্ত দেহ রক্ষার জন্য এই ব্যাধিগ্রস্ত অংশটুকু যত শীঘ্র কর্তন করিয়া ফেলান যায় দেহের পক্ষে নিরাপদ। মওদুদী সাহেবের পুস্তকটির মধ্যে এই কয়টি ভুল না থাকিলে বইটির দ্বারা হয়ত সমাজেরও কিছু উপকার হইত বলিয়া মনে করি। কাজেই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ঃ জনাব মওদুদী সাহেব উক্ত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তরুণ-যুবক সমাজের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি। যদি তিনি ছাহাবায়ে কেরামের উপর হইতে এই মিথ্যা বদ-গোমানীর ভুল হইতে নিজেকে বিরত না রাখেন এবং নিজের ভুল সংশোধন করিয়া না নেন, তবে মুসলিম সমাজ তাঁহাকে স্বার্থান্বেষী এবং ইসলামের দুশমন ব্যতীত অন্য কিছু ধারণা করিতে সুযোগ পাইবে না। কারণ ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি মিথ্যা কুধারণা থাকিলে ধর্মের উপরও কুধারণা আসা স্বাভাবিক, যার ফলে দ্বীন ও ঈমান সমূলে বিনষ্ট হইবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই নিম্নলিখিত চারটি কারণে আমি এই ভুল সংশোধনের কাজে অগ্রসর হইয়াছি।

ভুল ধরার কাজে কেন কলম ধরিলাম?

১। প্রথম কারণ ঃ

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

من ذب من اخيه المسلم حرم الله عليه النار -

অর্থাৎ, কেহ যদি কোন মুসলমানের সম্মানে আঘাত করিয়া আক্রমণ করে, সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যেই মুসলমান দাঁড়াইবে তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। একজন সাধারণ মুসলমানের বেলায় এইরূপ বলা হইয়াছে, ছাহাবীদের দর্জা একজন সাধারণ মুসলমানের চাইতে অনেক অনেক উর্ধ্বে।

একজন ছাহাবীর উপর কেহ মিথ্যা আঘাত হানিলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আরও অনেক বেশী ফযীলতের কাজ নিশ্চয়ই, এই ফযীলতের ছওয়াব হাছিল করা আমার প্রথম উদ্দেশ্য।

২। দ্বিতীয় কারণ ঃ

আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন শরীফের মধ্যে আছে—

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্র রছূলের ছুন্নতের আদর্শের চেয়ে ভাল জিনিস জগতে আর নাই। বড় ছুন্নত এই ছিল যে, হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সব সময় উম্মতের ভালাইর চিন্তা ও ফেকের করিতেন এবং তাহাদের ধ্বংসের পথ ও ভুলের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তা করিতেন। কোরআন শরীফে আছে—

ووضعنا عنك وزرك ـ الذى انقض ظهرك ـ

অর্থাৎ, "আপনার উম্মতের ফেকেরের ভারে আপনার পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" উম্মত ভুলের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, বিশেষত ছাহাবাগণের শানে ভুল ধারণা পোষণ করিবে—এই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে বেশী বিব্রত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আমাকে সময়ও দান করিয়াছেন, সহকারী বন্ধুও দান করিয়াছেন। এই ভুল ধরার জন্য পাঁচ হাজার টাকার কিতাব কিনিবার এবং ঘাঁটিয়া দেখিবার তৌফিক আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছেন, কাজেই এইটাকে আমি আমার জন্য মস্ত বড় আখলাকী ফরিযা (কর্তব্য) মনে করিতেছি।

৩। তৃতীয় কারণ ঃ

তৃতীয় কারণ এই যে, মোমেন মাত্রের এক প্রকারের ঈমানী গায়রত থাকা আবশ্যক। মোমেনের কখনও বে-গায়রত হওয়া চাই না। অর্থাৎ, কেহ যদি আমার পিতা-মাতার ইজ্জত ও আবরুর উপর হামলা করিত তাহা হইলে যেরূপ গোস্সা আসিত এবং সেই গোস্সা শরীঅতের দৃষ্টিতে আদৌ নিন্দনীয় হইত না বরং প্রশংসনীয় হইত। তদ্রূপ ছাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-আবরুর উপর হামলা হইলে আমার অধিকতর ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা। কেননা আমি একজন ছাহাবীকে আমার মা-বাপের চাইতে লক্ষ-কোটি গুণে বেশী ভালবাসি, ভক্তি করি এবং প্রত্যেক মোমেনের অবস্থাই এইরূপ হওয়া উচিত। কাজেই এই ঈমানী গায়রতের কারণেই আমি বাধ্য হইয়াছি উপযুক্ত প্রমাণসহ ভুল ধরাইয়া দিতে এবং ভুল ধরার কাজে অগ্রসর হইতে। শুধুমাত্রই খায়েরখাহী এবং মুসলিম জনসাধারণের খেদমতে হক কথা জানাইয়া দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টাটুকু করিবার প্রয়াস পাইলাম।

৪। চতুর্থ কারণ ঃ

যেহেতু জনাব মওদুদী সাহেব শরীঅতের বিধান অনুসারে প্রথমে কতকগুলি জরুরী কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই জন্যই আমার সমর্থনে ও উৎসাহদানে আমার বহু দোস্ত মওদুদী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে যোগদান করিয়াছেন, রোকন হইয়াছেন। এখন যেহেতু মওদুদী সাহেবের কতকগুলি কাজ ইসলামের বুনিয়াদী ওছূলের মূলে আঘাত হানিয়াছে, এই জন্যই সেই সমস্ত ভাইদের সত্য কথা জানাইয়া দেওয়া আমার উপর ফরয হইয়া পড়িয়াছে। এই ফরয আদায় করিবার জন্য আমি কলম ধরিতে বাধ্য হইতেছি, যাহাতে সমস্ত মুসলমান ভাই সত্যের জন্য, দ্বীনের জন্য, দ্বীনকে কায়েম করিবার জন্য একতাবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একাত্ম হইয়া সামনে অগ্রসর হইতে পারেন এবং একেবারে বাতেলপন্থী ইসলামের দুশমন যারা, তারা যেন ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসহযোগিতার সুযোগ নিয়া ইসলামের অধিকতর ক্ষতি করিবার, ইসলামকে, মুসলমানদেরকে আক্রমণ করিবার দুঃসাহস না করে, যার ফলে মুসলমানেরা ভিতরে বাহিরে উভয় দিকে নিস্তেজ হইয়া দুনিয়ার সামনে খোদাদ্রোহীদের দ্বারে করুণার ভিখারী হইয়া না পড়েন।

আমি কাহারও বিরুদ্ধে কোন নূতন দল খাড়া করিতেছি, ইহা কেহই মনে করিবেন না। যাহাদের দোষ দেখাইয়া দিতেছি তাহাদের শত্রুদেরও কোন সুযোগ করিয়া দিতেছি না। যাহারা ভুল করিয়াছেন তাহাদের শুধু ভুলটুকুই সংশোধনের পন্থা বাতাইতেছি। কারণ, শুধু যে আমরাই ইসলামের খেদমত করিব তাহাই নহে বরং আমাদের পরবর্তী যাহারা থাকিবেন তাঁহারাও যাহাতে আমাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিয়া সামনে অগ্রসর হইতে পারেন এবং পূর্ণ দ্বীনকে জগতের বুকে কায়েম করিয়া চির শান্তির পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন, সেই পথ যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায় সেদিকেও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথায় এই অল্প কয়টি বুনিয়াদী ভুলের কারণে শুধু যে আমাদের সর্বনাশ হইবে তাহাই নহে, বরং যুগ যুগ ধরিয়া ইহার জের চলিতে থাকিবে, যার কারণে এই ভুলের দ্বারা জগতের বুকে যত প্রকার অহিতকর পদক্ষেপ হইবে, হিতকর কার্য হইতে জগদ্বাসী বঞ্চিত থাকিবে তাহার সমস্ত পাপের বোঝা ভুল প্রণেতার কাঁধে লইয়াই দরবারে এলাহীর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির হইতে হইবে। ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে, জাতির বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে কথা কয়টি লেখক ও লেখকের সহযোগী এবং সমস্ত উম্মতের খেদমতে পেশ করিয়া দিলাম। তাহা ছাড়া কেহ যদি বলেন যে, "উনি বিরুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন" তবে ইহা অত্যন্ত ভুল হইবে। কারণ কেহ কাহারও বিরুদ্ধে লাগিয়া

গেলে বিরুদ্ধবাদীর দোষ ছাড়া কোন গুণই চোখে পড়ে না। আবার কেহ যদি বন্ধুত্বের খাতিরে কাহারও গুণ গাহিতে যায় এবং অন্ধভাবে সমর্থন করে তাহা হইলে সে বন্ধুর গুণ ছাড়া দোষ মোটেই দেখিতে পায় না। অথচ আমি মওদুদী সাহেবের গুণকে গুণই বলিতেছি এবং যে কয়টা ভুল করিয়াছেন, শরীঅতের দৃষ্টিতে তাহা যে ভুল—দলীল প্রমাণ দ্বারা তাহাই দেখাইয়া দিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীকে যাবতীয় অন্যায় পদক্ষেপ হইতে বাঁচাইয়া রাখেন এবং সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এখন রহিয়া গিয়াছে একটি প্রশ্ন ঃ

মওদুদী সাহেব যদি এই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া ঘোষণা দিয়া না দেন তবে মওদুদী সাহেবের দ্বারা পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা জায়েয হইবে কি-না?

উত্তর ঃ যাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী জামায়াতের মূলনীতিতে এই ঘোষণা দিয়া না দিবেন যে, "আমরা মওদুদী সাহেবের ঐ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি" তাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হইবে না। যাহারা ছাহাবায়ে কেরামদের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হউন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়েয হইবে না। কারণ, যেহেতু তাহারা ছাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চার কারণে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে।

গোনাহের কাজ হইতে তওবা করার নিয়ম এই যে, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—

السر بالسر والعلانية بالعلانية ـ

গোপন পাপের তওবা গোপনভাবে, প্রকাশ্য পাপের তওবা প্রকাশ্যভাবে করিতে হইবে। যে কেহ কোন একজন ছাহাবীর মিথ্যা দোষচর্চা করিয়াছেন, তাহার অবশ্যই উপরোক্ত নিয়মে তওবা করিতে হইবে।

—নাচিজ

(শামছুল হক)